www.facebook.com/alipur.barta.5

ইন্টারনেট সংস্করণ ঃ http://www.alipurbarta.org

রমরমিয়ে চলছে
নতুন ধারাবাহিক
বিপন্ন গণতন্ত্র
চারের পাতায়

আলিপুর বার্তা

১৯৬৬–২০১৫

ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

ধন্যি মেয়ে
নারী জীবনের খুঁটিনাটি
ছয়ের পাতায়

কলকাতা ঃ ৪৯ বর্ষ, ১৪ সংখ্যা, ৯ মাঘ – ১৫ মাঘ, ১৪২১ ঃ ২৪ জানুয়ারি – ৩০ জানুয়ারি, ২০১৫

Kolkata : 49 year : Vol No.: 49, Issue No.14, 24 January - 30 January, 2015 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

বকখালিতে সারদার ১২ বিঘে জমির হদিশ, দখল নিল ইডি

মেহবুব গাজি

বকখালিতে হোটেল তৈরির জন্য কেনা সারদা গোষ্ঠীর বিশাল জমির হদিশ পেল ইডি। ফ্রেজারগঞ্জ থানা লাগোয়া এই জমিটি ২০০৮ সালে কিনেছিলেন সুদীপ্ত সেন। লক্ষ্মীপুর আবাদ মৌজায় দুটি প্লটে এই জমি। জমির পরিমাণ যথাক্রমে ১২৫.২৪ কাঠা ও ১০৯.৫১ কাঠা। বর্তমান বাজার মূল্যে জমির দাম প্রায় ৫ কোটির কাছাকাছি। বিশেষ করে নামখানার হাতানিয়া–দোয়ানিয়া নদীর ওপর সেতুর কাজ শুরু হয়ে যাওয়ার পর বকখালির পর্যটন শিল্পের নতুন আশা জেগেছে। তৈরি হচ্ছে নতুন হোটেল, রিসর্ট। সারদা গোষ্ঠী ধান জমি কেনার পর মাটি ফেলে উঁচু করা হয়। তৈরি করা হয়েছিল দুটি অস্থায়ী একতলা অফিস।

একসময় হোটেল তৈরির তোড়জোড়ও শুরু হয়েছিল। জমির মধ্যে ছিল দুটি পুকুর। কিছু দিন কাজ চলার পর তা বন্ধ হয়ে যায়। সুন্দরবন এলাকায় সারদা অর্থলগ্নি সংস্থার ব্যবসা রমরমিয়ে চলত। শুধু এই এলাকায় গ্রাহকদের ঘুরিয়ে দেখানো হত। গ্রাহকদের বলা হয়েছিল, এখানে একটি পাঁচ তারা হোটেল তৈরি হবে। যেখানে কর্মসংস্থান হবে কয়েকশ স্থানীয় যুবকের। কাকদ্বীপ ও নামখানা এলাকার কয়েকজন বড় এজেন্টের মাধ্যমে এই জমি কেনা হয়েছিল। সারদা–কেলেঙ্কারি প্রকাশ্যে আসার পর স্থানীয় গ্রাহকেরা হোটেলের অফিস ঘিরে ক্ষোভও দেখিয়েছিলেন। সেইসময় থেকে জমির ওপর হোটেলের অস্থায়ী অফিস দুটি তালা পড়ে যায়। গ্রাহকদের ভয়ে গাঢাকা দেয় এজেন্টরা। বন্ধ হয়ে যায় এলাকার অন্তত সারদার ১০টি শাখা অফিস। ই ডি তদন্তে নামার পর গত ডিসেম্বর মাসে এই বিশাল জমির হদিশ পায়। পরবর্তী সময় ইডি–র তদন্তকারীরা জমিটা দেখে যান। চলতি সপ্তাহে জমিটি অধিগ্রহণের নোটিশ ঝুলিয়ে দিয়েছে ইডি।

পাওনাদারদের হাত থেকে বাঁচতে ‘ভোরের বার্তা’য় চালু হয়েছিল মর্নিং শিফট

পার্থসারথি গুহ

সকালবেলার স্কুলের পাঠ ওঁরা অনেকদিন আগেই চুকিয়ে দিয়েছিলেন। ঘুণাক্ষরেও ভাবেননি পরিণত বয়সে এসে আবার ‘মর্নিং স্কুলে’ যাতায়াত করতে হবে। বাস্তবে তাই ঘটে গিয়েছে কলকাতার এক সময়ের জনপ্রিয় একটি সংবাদপত্রের সাংবাদিক এবং অন্যান্য কর্মীদের জীবনে। সম্প্রতি সিবিআই–এর জালে ধরা পড়েছেন সিলিকন গ্রুপের কর্ণধার (সুদীপ্ত সেনের গুরুও বটে) তথা ভোরের বার্তা কাগজের মুখ্যসম্পাদক শিবনারায়ণ দাস। সেই কাগজে কর্মরত সাংবাদিকদের মুখেই জানা যায়, ২০১৩ সালের একেবারে শেষ লগ্নে পাওনাদারদের হাত থেকে বাঁচতে এই কাগজের নির্ধারিত শিফট্ চালু হয়েছিল সকাল ৬টা থেকে বেলা ১০.৩০–১১টা পর্যন্ত। ভাবতে পারেন একদিন আগের দৈনিক কাগজের খবরাখবর সাংবাদিকদের দিতে হচ্ছিল ভোর সক্কালবেলা। কারণ দুপুরের পর থেকে কাগজ চালাতে

গেলে সংবাদপত্রের কর্মীদেরও পাওনাদারদের তাগাদার সামনে পড়তে হচ্ছিল। এমনকি একদিন তো তাদের তালাচাবি দিয়ে রীতিমতো কয়েদ করে দিয়েছিল এই লগ্নিকারীরা।

দোষ তাদের দেওয়া যায় না। কারণ অনেক আশা করে দ্বিগুণ অর্থ পাওয়ার লোভে এঁরা হয়তো সিলিকন কিংবা অন্যান্য সংস্থায় টাকা জমা রেখেছিলেন। আশা ছিল এই টাকায় হয়তো বা মেয়ের বিয়ে দেবেন কিংবা কোথাও মাথা গোঁজার ভাল ঠাঁই খুঁজে নেবেন। এই জাঁতাকলে পড়েই সাংবাদিকদের পর্যন্ত ছোটবেলার মতো সকালে উঠে স্কুল যাওয়ার মতো মর্নিং শিফটে কাগজ করতে যেতে হত। চাকরি বড় বালাই। এমনিতে খবরের কাগজে সকালের শিফট যে ব্রাত্য তা নয়। তবে নতুন যারা এই পেশায় পা রাখেন বা তথাকথিত জুনিয়র তাদের ঘাড়েই পড়ে মর্নিং শিফটের দায়িত্ব। কিন্তু একটা পুরো কাগজের ইউনিট সকাল–সকাল কাজ সেরে অন্যদের অফিস টাইমের আগেই ঝাঁপ বন্ধ করে ফিরে যাচ্ছেন এমন ঘটনা বোধহয় পৃথিবীর খবরের কাগজের ইতিহাসে বিরল।

রীতিমতো তুঘলকিরাজ চালু ছিল ভোরের বার্তা পত্রিকার অন্দরে। হাওড়ার এক দাপুটে তৃণমূল নেতা তো সব বিষয়ে ছড়ি ঘোরাতেন। সিপিএম, বিজেপি, কংগ্রেসের মতো বিরোধী রাজনৈতিক দলের খবর না করতে তিনি ফতোয়া জারি করতেন সাংবাদিকদের মধ্যে। শুধুমাত্র শাসক দলের নেতানেত্রীদের খবর করার দিকেই নজর ছিল পত্রিকার সেইসময়কার দায়িত্বপ্রাপ্ত ওই সিইও–র। তবে এখানেও শাসকদলের সবার বরাতে ছবি বা খবর বেরনোর সৌভাগ্য হতনা। বরং ধরা পড়ত তৃণমূলের গোষ্ঠী রাজনীতির ছায়া। তবে পত্রিকা তথা সিলিকন গ্রুপের যিনি কর্ণধার সেই শিবনারায়ণ সম্পর্কে পত্রিকার প্রতিটি কর্মী ভালো অভিমত পোষণ করেছেন। তাঁদের কথায়, শিবনারায়ণবাবু সাংবাদিক এবং অন্যান্য কর্মীদের সঙ্গে খুবই ভালো ব্যবহার করতেন। মনে হত কারও চাপে পড়ে তাঁকে কাজ করতে হচ্ছে। সেই চাপ রাজনীতির দিক থেকেই আসত বলে কর্মীদের বক্তব্য। শাসক দলের দরজায় কড়া নাড়লে সরকারি এবং অন্যান্য বিজ্ঞাপন পেতে সুবিধা হবে বলে ম্যানেজমেন্টের ধারণা ছিল। বাস্তব তথ্য অবশ্য অন্য কথা বলছে। ভোরের বার্তার অনেক পরে জন্ম নেওয়া অপর একটি চিটফান্ড পরিচালিত কাগজ কিন্তু দ্রুত শাসকের মন জয় করে অঢেল বিজ্ঞাপন পেয়েছিল। অথচ ভোরের বার্তা থেকে গিয়েছিল সেই তিমিরেই।

ভোরের বার্তা কাগজের নানা অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে প্রায়শই একটি পাঁচতারা হোটেলে পার্টি দেওয়া হত। বলাবাহুল্য শাসক দলের বড়, মেজো, ছোট নানা ধরণের নেতাদের আনাগোণা ছিল সেখানে। কর্মীদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য থেকে এও জানা যায় হোটেল প্রোগ্রামে কার্যত মোচ্ছব চলত। খরচ করা হত অগণিত অর্থ। এভাবেই পরিবর্তনের জমানায় এক অন্য মাপের পরিবর্তন দেখেছিল বাংলার গণমাধ্যমের জগৎ। বুদবুদের মতো উদগিরিত হয়ে যা এখন একেবারেই ম্রিয়মান।

ধান্দাবাজ রাজনীতিকদের বদান্যতায় ‘বাঙালি ব্যবসায়ী’ শব্দটাই এখন কালিমালিপ্ত

ওঁকার মিত্র

বাঙালি ব্যবসায়ী। শব্দবন্ধটা ক্রমশ যেন সোনার পাথরবাটি–র মতো অলীক স্বপ্নে রূপান্তরিত হচ্ছে। এখন কতজন বাঙালি প্রতিদিন ব্যবসায় নামছেন—তথ্যটা নেওয়ার উপায় থাকলে হয়তো হতাশই হতে হত। বরং ব্যবসা বাণিজ্যের আঙিনায় বাঙালি ক্রমেই ব্ল্যাক লিস্টেড হয়ে পড়ছে। প্রতিদিন গোয়েন্দারা তাদের তাড়া করছেন, তল্লাশি করছেন, তলব করছেন। দুনিয়া ভাবছে বাঙালি ব্যবসায়ীরা অসাধুতায় আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে অন্ধকার জগতের বাসিন্দা হয়ে পড়েছে।

অথচ এদেশে এমনকি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলেও বাঙালিরা ব্যবসায় পথ দেখিয়েছে। সিরাজের আমলে জগৎ শেঠ তো ইংরেজ ব্যবসায়ীদের লগ্নি যুগিয়েছেন। সেই আমলে নিজের বুদ্ধি বলে সততায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর। এরা দুজনেই কিন্তু ডাইরেক্ট ক্যাশ বিজনেসে যুক্ত ছিলেন। দ্বারকানাথ তো ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়েন কলকাতায় লগ্নি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। বহু সুযোগ, ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতা থাকলেও এরা কিন্তু দাস, সেন, কুণ্ডু, মান্না হয়ে যান নি। আজও আমাদের প্রণম্য হয়ে রয়ে গিয়েছেন। কারণ এদের কাছে নিজেদের মুনাফার পাশাপাশি দেশভক্তি ছিল, দেশের মানুষের প্রতি ভালবাসা ছিল, এরা নিজের দেশবাসীকে ঠকানো পাপ বলে মনে করতেন।

আমলে ব্যবসায় বাঙালিরা মোটেই পিছিয়ে নেই। স্বাধীনতা পর্বে স্বদেশী ভাবনা থেকে বহু বাঙালি আচার্য্য রায়ের অনুপ্রেরণায় স্বনামধন্য সব প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন।

শুধু এঁরা কেন রাজেন মুখোপাধ্যায়, তাঁর পুত্র স্যার বীরেন মুখোপাধ্যায় ও তাঁর মার্টিন রেলের ব্যবসা বাঙালির ইতিহাসে সগৌরবে ঠাঁই পেয়েছে। সে আমল থেকে এ বেঙ্গল কেমিক্যাল, বেঙ্গল পটারি, বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ, জি ডি ফার্মাসিউটিক্যাল, দে'জ মেডিক্যাল, ডাবর প্রভৃতি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কথা কে না জানে। আজও হলদিয়া প্রেট্রোকেমিক্যালে চ্যাটার্জী গোষ্ঠীর কর্ণধার পূর্ণেন্দুবাবু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছেন। শুধু স্বনামধন্য কেন এখনও হাওড়ার গঙ্গাপারে ছোটখাট বহু ব্যবসা বাঙালিরা চালাচ্ছেন। আজও বহু ছোটখাট প্রতিষ্ঠান বাঙালিদের হাতে গড়গড় করে এগিয়ে চলেছে।

কিন্তু বাংলার রাজনৈতিক বাতাবরণ এতটাই কলুষিত হয়ে পড়েছে, ধান্দাবাজদের ভিড় সেখানে এত বেশি যে প্রতিষ্ঠিত সৎ ব্যবসায়ী বাঙালিরা ক্রমেই কোনঠাসা হয়ে পড়ছেন। রাজনৈতিক বদান্যতায় আলোর সামনে চলে আসছে চিটফান্ডের প্রতারকরা, গুণ্ডাবাজ প্রোমোটাররা। সহজে গোছাবার তালে আজকের রাজনীতিকরা তাদের নিয়ে নেচে কুঁদে অস্থির। আর সত্যি সত্যি যারা ব্যবসা বাণিজ্য–এর মাধ্যমে বাংলার অর্থনীতিতে বিশুদ্ধ রক্ত সঞ্চালনের চেষ্টা করছেন তারা কক্ষে পাচ্ছেন না। যাদের এ ব্যাপারে সদর্থক ভূমিকা নেওয়া প্রয়োজন সেই শাসক দলও অন্ধকারের বেসাতিতে হাঁসফাঁস করছে। ফলে বাংলার ব্যবসার এমন এক নেতিবাচক প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠছে যে সারা বিশ্বের কাছে বাঙালিদের মাথা হেঁট হতে বাধ্য।

এরপর পাঁচের পাতায়

মৌলবাদী জঙ্গিদের সন্ত্রাসই এখন সারা বিশ্বের মাথা ব্যথার কারণ

কুনাল মালিক

সারা বিশ্বের মৌলবাদী জঙ্গি হানার আতঙ্কে সাধারণ মানুষ থেকে প্রশাসন তটস্থ। পাকিস্তান, ফ্রান্স, ব্রিটেনেও জঙ্গি হানার যে বীভৎস রূপ আমরা দেখেছি তাতে আমরা আঁতকে উঠেছি। প্রশ্ন উঠেছে আমাদের ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গ কতটা নিরাপদ? পশ্চিমবঙ্গে খাগড়াগড় বিস্ফোরণকাণ্ডের পর এ রাজ্যে যে মৌলবাদীদের পাকাপোক্ত ডেরা আছে তার নিদর্শন আমাদের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য গোয়েন্দাদের নজরে এসেছে। সম্প্রতি কেন্দ্র স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক প্রতিটি রাজ্যকে জঙ্গি হানার সম্ভাবনা নিয়ে সতর্ক করেছে।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট এই সপ্তাহেই ভারতে আসছে। এই সময়টাকে জঙ্গিরা তাদের টার্গেট হিসাবে বেছে নিতে পারে। সীমান্ত এলাকায় গোপন সূত্রের খবর পাকিস্তান ও বাংলাদেশের জেহাদী গোষ্ঠীর সন্ত্রাসীরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতে ঢোকার তাল খুঁজছে। সাধারণ মানুষের প্রশ্ন এই নারকীয় জঙ্গি হানার উদ্দেশ্য কি? কেন নিষ্পাপ শিশুদের হত্যা করা হচ্ছে। কেন সাংবাদিকদের টার্গেট করা হচ্ছে? সহজে এর উত্তর খুঁজে পাওয়া মুশকিল। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর একটা ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে ইসলামিক জেহাদী মৌলবাদী জঙ্গিরা এই কাজ করছে। সারা বিশ্ব জুড়ে ইসলামি রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখাচ্ছে এইসব জঙ্গি গোষ্ঠীর মাথারা।

জয়েশ ই মহাম্মদ, ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন, জামাতি ইসলাম, হরকতউল মুজাহিদিন নামে সব নিষিদ্ধ জঙ্গি গোষ্ঠী সারা বিশ্বে সন্ত্রাসবাদের জাল বিছিয়ে ইসলামের শাসন কায়েম করার অলীক স্বপ্ন দেখাচ্ছে। অনুমোদনহীন মাদ্রাসাগুলোতে ধর্মীয় শিক্ষার নামে কমবয়েসি যুবক–যুবতীদের মগজ ধোলাই করে জেহাদী কাজে শপথ গ্রহণ করানো হচ্ছে। ইসলামের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে যদি মরতেও হয়, তাহলে শহীদ হিসাবে গণ্য হবে, এমনই মন্ত্র তাদের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তাই আমরা দেখছি জীবন তুচ্ছ করে আত্মঘাতী বাহিনীও তৈরি হচ্ছে। যার চরম নিদর্শন দেখেছি প্লেন নিয়ে আমেরিকার ট্রেড সেন্টার ধ্বংসলীলা।

ইসলামিক জেহাদি জঙ্গি মনোভাব সংক্রামক ব্যধির মতো ছড়িয়ে যাচ্ছে সারা বিশ্বময়। যার কুফল আগামী দিনে আমাদের প্রজন্মকেও ভোগ করতে হবে। কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারকে কড়া হাতে এর মোকাবিলা করতে হবে। শুধু এনআইএ কিংবা বন্দুক দিয়ে এর মোকাবিলা সম্ভব নয়। তার জন্য এগিয়ে আসতে হবে সব শ্রেণীর শুভবুদ্ধি সম্পন্ন নাগরিকদের। বিশেষ করে ইসলামিক সম্প্রদায়ের শিক্ষিত শুভবুদ্ধি সম্পন্ন উদার দেশপ্রেমিক নাগরিকদের। তাদেরকেই মূল দায়িত্ব নিতে হবে তাদের সম্প্রদায়ের মানুষদের যারা বিপথে কুপথে চালিত করছে তাদের সচেতন করতে, শুভ বোধ জাগ্রত করতে। তবেই সত্যিকারের শান্তি বজায় থাকবে।

অবিকৃত তথ্য প্রকাশের দাবিতে ধর্মতলায় অনশনসভা

নেতাজির বিমান দুর্ঘটনায় ‘মৃত্যু’ বিশ্বাস করেন না রাজ্যপালও

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠিও বিশ্বাস করেন না যে তাইহোকুতে বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির জীবনহানি হয়েছে। গত মঙ্গলবার ধর্মতলায় ওয়াই চ্যানেলে দশটি অরাজনৈতিক সংগঠনের ডাকে আয়োজিত এক অনশন অবস্থান সমাবেশে জানান নেতাজি সুভাষ বসুর বাড়ির সদস্য–সদস্যরা। ওই দিনই তাঁরা রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করেন এবং পরে ধর্মতলায় সভায় এই বক্তব্য রাখেন। অভিজিৎ রায়, জয়ন্তী রক্ষিত এবং চন্দ্রকুমার বসু। মূলত নেতাজি সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য অবিকৃত অবস্থায় দ্রুত প্রকাশের এবং ২৩ জানুয়ারি জাতীয় ছুটির দাবিতে এদিন শান্তিপুর থেকে একটি পদযাত্রা ওয়াই চ্যানেলে ওই সভায় মিলিত হয়।

এ দিন ২০ জন নেতাজি অনুরাগী একদিনের প্রতীকি অনশনে অংশগ্রহণ করেন। গোপন ফাইল প্রকাশ ছাড়াও জাতীয় ছুটি ঘোষণা, দিল্লিতে আজাদ হিন্দ শহিদ স্মারক নির্মাণ সহ পাঁচদফা দাবি পত্র রাজ্যপালের দপ্তরে এদিন পাঠান হয়। অনশন অবস্থান শুরু হবার আগে গোপা মুখোপাধ্যায়, প্রিয়ম গুহ প্রমুখ অনশনকারীরা রেড রোডে আজাদ হিন্দ শহিদ স্মারকে পুষ্প অর্পণ করে আসেন। শুভাশিস চৌধুরীর বেদমন্ত্র পাঠের মধ্য দিয়ে সভা শুরু হয় এবং জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে সুশৃঙ্খলভাবে সভা শেষ হয়।

ভারতীয় সুভাষসেনার তরফে অরবিন্দ প্রসাদ জানান নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু জীবিত আছেন এই মর্মে তাঁরা মাদুরাই কোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা করেছেন। আলমার্গের সন্ন্যাসী

আচার্য সুমিত্রানন্দ অবধূত জানান নেতাজির কর্মকাণ্ড অত্যন্ত গোপনে আন্তর্জাতিক স্তরে চলছে। আগামি দিনে তিনি প্রকট হবেনই। প্রবাসী সাংবাদিক নিরঞ্জন হালদার জানান, থাইল্যান্ডের মহাফেজ খানায় নেতাজি সম্পর্কিত বহু তথ্য থাকলেও নানা নিয়মকানুনের জন্য তা প্রকাশ্যে আসছে না। রবীন চক্রবর্তী, নির্মাল্য চক্রবর্তী, কৌশিক মণ্ডল, মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বস্তিক শর্মা, অর্ক বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য, অমিত দত্ত প্রমুখ বক্তা নেতাজি সত্য উন্মোচনের দাবিতে ছাত্র ভাষায় বক্তব্য রাখেন। নেতাজি সুভাষ মিশন, হিন্দ সংঘ, নেতাজি চেতনা মঞ্চ, আজাদ হিন্দ স্বেচ্ছাসৈনিক পরিষদ, সন্তানদল, স্বামিজী নেতাজি আইডিয়াল ইউথ সোসাইটি প্রকৃতি সংখ্যায় তরফে আগামি দিনে এই ইস্যুতে জোরদার আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়।

অম্লান কুসুম ঘোষ, গৌতম পাল প্রমুখ বিশিষ্টরা জনমত গঠনের ওপর বক্তব্য রাখেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কার্তিক চট্টোপাধ্যায় ও সভা সঞ্চালনা করেন জয়ন্ত চৌধুরী।

ছবি: উৎপলকুমার রায়

সুদের হার কমায় ফের উত্থানের পথে ভারত

আমেরিকা এবং ইউরোপ চিন্তা বাড়াচ্ছে

শুদ্ধাশিস গুহ

অর্থনীতিতে একটা ছোট পদক্ষেপ বদলে দিতে পারে অনেক নকশাই। অনেকটা একদিনের ম্যাচের মতো পলকে পালটে যেতে পারে আবহ। হ্যাঁ, সম্প্রতি এই ঘটনাটাই ঘটে গিয়েছে ভারতীয় অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে। সৌজন্যে ভারতীয় রিজার্ভ

ব্যাঙ্ক। সুদের হারে যে .২৫ বিপি কমিয়েছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তাতে ভারতীয় সূচক একলাফে অনেকটা পথ অতিক্রম করেছে। যে নিফটি কদিন আগেই আট হাজারের কাছাকাছি এসে ভিরমি খাচ্ছিল তাই নিমেষে ৮৫০০–র ওপরে অবস্থান করছে। এটা নিঃসন্দেহে লগ্নিকারীদের উৎসাহ যোগাচ্ছে। বাজেটের আগে ভারতীয় বাজার খুব একটা পড়বে না বলেও জানিয়ে দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। সেদিকে লক্ষ্য রেখে এই সুযোগ নিজের সম্পদ বাড়িয়ে নেওয়ার। কারণ ভারতীয় বাজার শুধু এই কদিনের জন্য নয়, অন্তত আরও বছর তিন থেকে চারেক ভালো যাবে বলেও ভবিষ্যতবাণীও করা হচ্ছে। ফলে এই সময় ভালো স্টকে বিনিয়োগ করতে হবে ধীরে ধীরে।

যখন বাজার পড়বে তখন কিনে নিতে হবে এই সব উন্নত মানের শেয়ার। তবে সব সেক্টরে বিনিয়োগ করা এই সময়ে উচিত নয়। বরং যাতে টাকা রাখলে লাভবান হতে পারবেন সেদিকে বিশেষ করে নজর দিতে হবে। এই যেমন ডিফেন্স বা প্রতিরক্ষা ক্ষেত্র। এই সেক্টরকে মজবুত করে তুলতে মোদি সরকার ঢালাও বিদেশি পুঁজির অনুপ্রবেশ ঘটাচ্ছেন। এর ফলে বিদেশি লগ্নিকারীরা এই সেক্টরের দিকে যথেষ্ট আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। এর মধ্যে লার্সেন অ্যান্ড টুব্রো বা অশোক লিল্যান্ডের মতো শেয়ার খুব অপরিহার্য হয়ে উঠছে।

যে কোনও কারেকশন বা সংশোধনীতে এই শেয়ারগুলি দু–তিন বছরের জন্য কেনা যেতেই পারে। তার ফলে আগামী দিনে ইনভেস্টরদের টাকা দ্বিগুণ তো বটেই, অনেক ক্ষেত্রে আরো বৃদ্ধি পেতে পারে। আসলে সব কিছুর একটা সময় থাকে। এখন যে সময়কাল চলছে তাতে শেয়ার বাজারের রমরমার সময়ে উচিত সুযোগের পূর্ণ সদ্বব্যবহার করা। তাহলেই যথার্থ বিচার হবে অর্থনীতির। না হলে কিন্তু পরে হাত কামড়াতে হতে পারে। যেমন ধরুন সোনা বা কমোডিটির ক্ষেত্রেও একটা সময় এইরকম ভালো সময় এসেছিল। তাতে যারা লাভবান হতে পেরেছেন তাদের পোয়াবারো। নয়তো পরে সমস্যা দেখা যেতে পারে। শেয়ার বাজার ২০০৭–০৮ এর সময় নয়া উত্থান দেখিয়েছিল তৎকালীন প্রেক্ষিতে।

অর্থনীতি

কিন্তু সেটা নাকি কিছুই ছিল না। বরং তার থেকেও অনেক পাকাপোক্ত মজবুত বাজার গড়ে উঠছে বর্তমান পরিস্থিতিতে। এই রকম সুবর্ণ সুযোগ বারংবার আসে না। অন্তত অভিজ্ঞতা সেই কথাই বলে থাকে।

ভারতীয় শেয়ার বাজার যখন ভালো সময়ের মধ্যে দিয়ে অতিবাহন করছে তখন আবার বিদেশের বাজারে অস্থিরতা দেখা যাচ্ছে। আমেরিকা, ইউরোপ এবং জাপানের অর্থনৈতিক ডামাডোল ক্রমেই দীর্ঘতর হচ্ছে। ফলে ভারতীয় বাজার মাঝে মধ্যেই নিচের দিকে আসছে। যদিও ভারতের পরিস্থিতি এই মুহূর্তে সারা বিশ্বের মধ্যে অনেকটা ভালো। কিন্তু বিশ্বায়নের যাঁতাকলে পড়ে ভারতকে পিছু হঠতে হচ্ছে মাঝে মধ্যে। যারা নিয়ম করে শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করে থাকেন, তারা অবশ্য যে কোনও পতনের সুযোগে কম দামে ভালো শেয়ার ধরে নিতে পারছেন। আবার একটু বাড়লে বেচে তার মুনাফা ঘরে তুলছেন। সবসময় এই সুযোগ আসবে তা নয়, কারণ মনে রাখতে হবে এই তেজি বাজারে কোনও শেয়ার বিক্রি করলে তা নিচে নাও আসতে পারে। নতুন উচ্চতায় চলে যেতে পারে। ফলে এই সময় শেয়ার বিক্রি করার ক্ষেত্রে খুব সাবধানী হতে হবে। খারাপ বাজারে যেমন শেয়ার কেনার সময়টা ধরা খুব মুশকিল। ভালো বাজারে আবার বিক্রির সময় বার করা কঠিন। বিশেষজ্ঞরা

পরামর্শ দিচ্ছেন ভালো লাভ পেলে অবশ্যই হাতের শেয়ার বেচবেন, তবে পুরোটা না বেচে অর্ধেক হাতে রাখলে সবথেকে ভালো হয়। এই ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করলে অচিরেই এই শেয়ার বাজার থেকে মালামাল হওয়া সম্ভব।

প্রতিরক্ষা ছাড়াও এই মুহূর্তে ব্যাঙ্কিং, হোম ফাইনান্স বা আর্থিক সংস্থার শেয়ার কেনা অত্যন্ত লাভজনক। মাথায় রাখতে হবে সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর রঘুরাম রাজন একদফা সুদের হার কমিয়ে শিল্পোদ্যগীদের অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি করেছেন। সূত্রের খবর আগামী দিনে অর্থাৎ সামনের এক বছরের মধ্যে .৭৫ থেকে ১ বিপি সুদের হার ফের কমতে পারে। যার ফলে এই ধরনের সংস্থাগুলি অত্যন্ত লাভজনক হয়ে উঠবে। ব্যাঙ্কের মধ্যে বেসরকারি ব্যাঙ্ক অবশ্যই ভালো। তবে বেশ কিছু সরকারি ব্যাঙ্ক যেমন স্টেট ব্যাঙ্ক, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক অফ বরোদা ইত্যাদিও ভালো বাজী হতে পারে। যা আগামী দিনে আপনার পুঁজিকে সমৃদ্ধশালী করে তুলতে পারে। হাউসিং সংস্থাগুলির শেয়ারের দিকেও এই সময় বিশেষ করে নজর দেওয়া উচিত। যা আপনার পুঁজিকে খুব দ্রুত নয়া উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২৪ জানুয়ারি – ৩০ জানুয়ারি, ২০১৫

১) মেষ : মাতা বা মাতৃস্থানীয়ার সাহায্য পাবেন। মানসিক চাপ বৃদ্ধি পাবে। নূতন বন্ধু লাভ। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। গৃহে শুভানুষ্ঠানের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। কর্মে উন্নতির যোগ। ব্যবসায় লাভ যোগ রয়েছে।

২) বৃষ : আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। পূর্ব পরিকল্পনানুসারে কাজগুলিতে সফলতা পাবেন। শিক্ষায় মনের মত ফল পাবেন না। মনের সন্দেহ মন থেকে ছুঁড়ে ফেলুন। ক্রোধকে সামলে চলার চেষ্টা করুন। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্যহানির যোগ রয়েছে। আধ্যাত্মিক বিষয়ে উন্নতি।

৩) মিথুন : শরীর নিয়ে কষ্ট পাবেন। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে হাত দেবেন না। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে শিক্ষায় ফল ভাল পাবেন। ব্যবসা–বানিজ্যে লাভ যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে সতর্ক থাকবেন।

৪) কর্কট : দেবগুরুর সহায়তায় আপনি অনেক বিপদ থেকে রক্ষা পাবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। অন্যের দায়িত্ব নিজের কাঁধে নেবেন না। বিবাহ যোগ্য যোগ্যাদের বিবাহের যোগ রয়েছে। কর্মে উন্নতির যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন।

৫) সিংহ : সংক্রামক পীড়ায় কষ্ট পাবেন। পুরনো বন্ধুর সাথে যোগাযোগ হতে পারে। যোগাযোগ মূলক কাজে সফলতা আসবে। দৈব–দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে উন্নতির যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে বিবিধ সমস্যা হতে পারে। শুভকাজে অর্থব্যয়।

৬) কন্যা : নানান বিপর্যয়ের মধ্য দিয়েও আপনি মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবেন। আর্থিক বিষয়ে মনের মত ফল পাবেন না। ব্যবসা–সংক্রান্ত বিষয়ে কিছুটা গোলযোগ দেখা দিতে পারে। লেখাপড়ায় ফল ভাল পাবেন। রক্তের চাপ বৃদ্ধি পাবে। সাবধানে চলাফেরা করবেন।

৭) তুলা : মনের জোর বৃদ্ধি পাবে। কবি বা সাহিত্যিকদের পক্ষে সময়টি শুভ। গৃহ ভূমি সম্পর্কে শুভফলের যোগ রয়েছে। অযথা মাথা গরম করবেন না। চিন্তা করে কথা বলবেন। পাকাশয়ের পীক্ষায় কষ্ট পাবেন। অনেকে হাটের দুর্বলতায় কষ্ট পাবেন। কর্মস্থলে সুনাম পাবেন।

৮) বৃশ্চিক : অতিরিক্ত দায়িত্বমূলক কাজগুলি আপনার উপর চাপ সৃষ্টি করবে। খুব ধৈর্য ধরে আপনাকে চলতে হবে। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। দায়িত্বমূলক কাজের দ্বারা আপনি প্রশংসিত হবেন। শিক্ষায় একটু চেষ্টা করলে ভাল ফল পাবেন। সদ্ গুরু লাভের যোগ রয়েছে।

৯) ধনু : অনেক সমস্যা থাকলেও আপনি সময় মতো অর্থ পেয়ে যাবেন। চলাফেরায় সাবধান হতে হবে। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে এমন কোন কাজ করা উচিত হবে না। মাতার স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। তেল ঝাল মশলা কম খান। যকৃতের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। পিতার পক্ষে শুভ নয়।

১০) মকর : একটু চিন্তা–ভাবনা করে চললে ব্যবসায় লাভ পেতে পারেন। সন্তান বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় উন্নতির যোগ রয়েছে। শরীর নিয়ে কষ্ট পাবেন। মনের কথা কাউকে না জানানই ভাল। কর্মস্থলে সুনাম যশ বজায় থাকবে। ভ্রমণ যোগ রয়েছে।

১১) কুম্ভ : আপনার সুন্দর চিন্তাধারা আপনাকে উন্নতির পথে নিয়ে যাবে। শিরঃ পীড়া বা চক্ষুপীড়ায় কষ্ট পাবেন। আর্থিক বিষয়ে মোটামুটি শুভফল পাবেন। নূতন কোন ব্যবসায় এখন হাত দেবেন না। দৈব–দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। সাবধানে চলবেন।

১২) মীন : সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। শিক্ষায় ভাল ফল পাবেন। অর্থ সঞ্চয়ে বাধার সৃষ্টি করবে। কর্মস্থলে সুনাম, যশ বজায় থাকবে। বেকারত্বের অবসান হবে। বয়স্করা বাত বেদনায় কষ্ট পাবেন।

পশ্চিমবঙ্গের পাঁচ জেলা থেকে

সেনাবাহিনীতে কয়েকশো সোলজার

খড়্গপুরে র‍্যালি ১৬ থেকে ২৩ ফেব্রুয়ারি। শিক্ষাগত যোগ্যতা ক্লাস এইট থেকে স্নাতক

নিজস্ব প্রতিনিধি : র‍্যালির মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের পাঁচ জেলা থেকে বিভিন্ন ক্যাটেগরিতে প্রচুর সোলজার নিয়োগ করবেন ভারতীয় সেনাবাহিনী। পশ্চিম মেদিনীপুরের খড়্গপুরে সাউথ–ইস্টার্ন রেলওয়ে স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন স্টেডিয়ামে র‍্যালি আয়োজিত হবে ১৬ থেকে ২৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। শুধুমাত্র অবিবাহিত ছেলেরা র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। প্রার্থী বাছাই করবে কলকাতা আর্মি রিক্রুটিং অফিস (১, গোখেল রোড, কলকাতা–২০)।

নিয়োগ হবে এইসব ক্যাটেগরিতে। সোলজার টেকনিক্যাল, সোলজার টেকনিক্যাল অ্যাভিয়েশন/অ্যামুনিশন, সোলজার ক্লার্ক/স্টোরকিপার (টেকনিক্যাল), সোলজার (নার্সিং অ্যাসিস্ট্যান্ট)/সোলজার (নার্সিং অ্যাসিস্ট্যান্ট ভেটেরিনারি), সোলজার ট্রেডসম্যান, সোলজার জেনারেল ডিউটি, সোলজার জেনারেল ডিউটি (তফসিলি উপজাতি/আদিবাসী)।

র‍্যালিতে শুধুমাত্র কলকাতা, হাওড়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার প্রার্থরাই অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

কলকাতা আর্মি রিক্রুটিং অফিসের (হেড কোয়ার্টার্স রিক্রুটিং জোন, কলকাতা) রিক্রুটিং ডিরেক্টর কর্নেল সঞ্জয় কোছার 'কর্মক্ষেত্র'কে এই নিয়োগের খবর জানিয়েছেন।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : সোলজার টেকনিক্যাল: ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি অঙ্ক এবং ইংরেজি–সহ উচ্চমাধ্যমিক। মোট অন্তত ৪৫ শতাংশ নম্বর থাকতে হবে। অথবা ৫০ শতাংশ নম্বর–সহ মাধ্যমিক এবং মেকানিক্যাল বা ইলেক্ট্রিক্যাল বা ইলেক্ট্রনিক্স শাখায় ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা। প্রতি বিষয়ে পাশ নম্বর থাকলেই চলবে।

সোলজার টেকনিক্যাল (অ্যাভিয়েশন/অ্যামুনিশন) : ইংরেজি, অঙ্ক, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক। মোট অন্তত ৫০ শতাংশ এবং এই চারটি বিষয়ের প্রতিটিতে অন্তত ৪০ শতাংশ করে নম্বর থাকতে হবে। অথবা মেকানিক্যাল বা ইলেক্ট্রিক্যাল বা ইলেক্ট্রনিক্স বা অটোমোবাইল বা কম্পিউটার সায়েন্সে ৩ বছরের ডিপ্লোমা।

সোলজার (নার্সিং অ্যাসিস্ট্যান্ট)/সোলজার (নার্সিং অ্যাসিস্ট্যান্ট ভেটেরিনারি) : ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি ও ইংরেজি নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক। মোট অন্তত ৫০ শতাংশ এবং প্রতি বিষয়ে অন্তত ৪০ শতাংশ করে নম্বর থাকতে হবে। অথবা বটানি বা জুলজি বা বায়োসায়েন্সের মধ্যে যে–কোনও একটি বিষয় নিয়ে বি এসসি। (তফসিলি উপজাতি/আদিবাসী) প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ক্লাস এইট পাশ।

সোলজার ক্লার্ক/স্টোরকিপার (টেকনিক্যাল) : উচ্চমাধ্যমিক। মোট অন্তত ৫০ শতাংশ এবং প্রতি বিষয়ে অন্তত ৪০ শতাংশ করে নম্বর থাকতে হবে। মাধ্যমিক অথবা উচ্চমাধ্যমিক স্তরে অঙ্ক, বুক কিপিং ও অ্যাকাউন্ট্যান্সির মধ্যে যে কোনও একটি বিষয় এবং ইংরেজি পড়ে থাকতে হবে। অথবা যে কোনও একটি বিষয় এবং ইংরেজি পড়ে থাকলে মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিকে নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই। না পড়ে থাকলে মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিকে ইংরেজি এবং অঙ্ক বা অ্যাকাউন্ট্যান্সি বা বুক কিপিংয়ে অন্তত ৪০ শতাংশ নম্বর থাকতে হবে। সর্বভারতীয় মেধাতালিকা অনুসারে নিয়োগ হবে।

কাজের খবর

সোলজার ট্রেডসম্যান : মাধ্যমিক।

সোলজার ট্রেডসম্যান (মেস কিপার ও হাউস কিপার) : ক্লাস এইট পাশ।

বয়স : সোলজার জি ডি ক্যাটেগরির ক্ষেত্রে সাড়ে ১৭ থেকে ২১ বছর, অন্য সবকটি ক্যাটেগরির ক্ষেত্রে সাড়ে ১৭ থেকে ২৩ বছরের মধ্যে। সবকটি ক্যাটেগরির প্রার্থীদের ক্ষেত্রেই জন্মতারিখ ১৬ আগস্ট, ১৯৯৭–এর পরে হলে চলবে না। সোলজার জেনারেল ডিউটি পদের প্রার্থীদের জন্মতারিখ ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৪ এবং অন্যসব ক্যাটেগরির প্রার্থীদের জন্মতারিখ ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২–এর আগে হলে চলবে না।

দৈহিক মাপজোক : সোলজার ক্লার্ক/স্টোরকিপার ও সোলজার জি ডি (তফসিলি উপজাতি/আদিবাসী) ক্যাটেগরির ক্ষেত্রে উচ্চতা ১৬২ সেমি এবং অন্যসব পদের ক্ষেত্রে ১৬৯ সেমি (তফসিলি উপজাতি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১৬২ সেমি)। বুকের ছাতি : সোলজার ট্রেডসম্যান ক্যাটেগরির ক্ষেত্রে না ফুলিয়ে ও ফুলিয়ে যথাক্রমে ৭৬ ও ৮১ সেমি। ওজন : সোলজার জি ডি (এস টি/আদিবাসী) ও সোলজার ট্রেডসম্যান ক্যাটেগরির প্রার্থীদের ক্ষেত্রে অন্তত ৪৮ কেজি। অন্যসব ক্যাটেগরির প্রার্থীদের ক্ষেত্রে অন্তত ৫০ কেজি। রাজ্য ও জাতীয়স্তরের খেলোয়াড়রা উচ্চতা, বুকের ছাতির মাপ এবং ওজনে যথাক্রমে ২ সেমি, ৩ সেমি ও ৫ কেজি এবং সমরকর্মী, প্রাক্তন সমরকর্মী ও যুদ্ধে নিহত সৈনিকদের ছেলেরা ওই তিন ক্ষেত্রে যথাক্রমে ২ সেমি, ১ সেমি ও ২ কেজি ছাড় পাবেন।

প্রার্থী বাছাই হবে দৈহিক মাপজোক যাচাই, দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষা, নথিপত্র যাচাই, মেডিক্যাল টেস্ট ও লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে।

দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকবে— সর্বোচ্চ ৬.২০ মিনিটে (সোলজার জেনারেল ডিউটি ক্যাটেগরির ক্ষেত্রে ৬ মিনিটে) ১.৬ কিলোমিটার দৌড়, জিগজ্যাগ ব্যালান্স, ১০টি বিম ও ৯ ফুট লং জাম্প (ডিচ)। দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষায় সফল হলে মেডিক্যাল টেস্ট ও লিখিত পরীক্ষা।

এন সি সি সার্টিফিকেট বা স্বীকৃত স্পোর্টস সার্টিফিকেট থাকলে বোনাস নম্বর পাওয়া যাবে। সমরকর্মী, প্রাক্তন সমরকর্মীদের ছেলেরাও বোনান নম্বর পাবেন। ডোয়েক 'ও' লেভেল সার্টিফিকেট থাকলে সোলজার ক্লার্ক/স্টোরকিপার (টেকনিক্যাল) ক্যাটেগরির প্রার্থীরা অতিরিক্ত ১৫ নম্বর পাবেন। এন সি সি 'সি' সার্টিফিকেট থাকলে সোলজার জেনারেল ডিউটি ও সোলজার ট্রেডসম্যান ক্যাটেগরির প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষায় বসতে হবে না। এন সি সি 'সি' সার্টিফিকেট থাকলে সোলজার জেনারেল ডিউটি ও সোলজার ট্রেডসম্যান ক্যাটেগরির প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষায় বসতে হবে না। এন সি সি 'সি' সার্টিফিকেটধারী এবং প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষায় বসতে হবে না।

১ ঘন্টার লিখিত পরীক্ষায় সোলজার জেনারেল ডিউটি ক্যাটেগরির ক্ষেত্রে জেনারেল নলেজ, জেনারেল সায়েন্স ও অঙ্ক, সোলজার টেকনিক্যাল ও সোলজার টেকনিক্যাল অ্যাভিয়েশন ক্যাটেগরির প্রার্থীদের ক্ষেত্রে জেনারেল নলেজ, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও অঙ্ক, সোলজার (নার্সিং অ্যাসিস্ট্যান্ট/সোলজার (নার্সিং অ্যাসিস্ট্যান্ট ভেটেরিনারি) ক্যাটেগরির ক্ষেত্রে জেনারেল নজে, বায়োলজি, কেমিস্ট্রি ও অঙ্কের প্রশ্ন হবে। সোলজার ক্লার্ক/স্টোরকিপার (টেকনিক্যাল) ক্যাটেগরির ক্ষেত্রে পরীক্ষা হবে দুটি অংশে। প্রতি অংশে নম্বর ১০০। প্রথমাংশে জেনারেল নলেজ, জেনারেল সায়েন্স, অঙ্ক ও কম্পিউটার সায়েন্সের এবং দ্বিতীয়াংশে ইংরেজির অবজেক্টিভ টাইপ মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে। সোলজার টেকনিক্যাল, সোলজার টেকনিক্যাল (অ্যাভিয়েশন) এবং সোলজার ক্লার্ক/স্টোরকিপার ক্যাটেগরির লিখিত পরীক্ষার নম্বর ২০০, অন্য সব ক্যাটেগরির লিখিত পরীক্ষা ১০০ নম্বরের। লিখিত পরীক্ষা ২৬ এপ্রিল। র‍্যালিকেন্দ্রেই লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র ও তার ঠিকানা জানিয়ে দেওয়া হবে।

র‍্যালির সূচি : সোলজার জেনারেল ডিউটি ক্যাটেগরির ক্ষেত্রে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরের প্রার্থীরা ১৬ ফেব্রুয়ারি এবং হাওড়া, কলকাতা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রার্থীরা ১৭ ফেব্রুয়ারি র‍্যালিতে যাবেন। সোলজার ট্রেডসম্যান ক্যাটেগরির র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। সোলজার ক্লার্ক/স্টোরকিপার ক্যাটেগরির ক্ষেত্রে পশ্চিম মেদিনীপুর, হাওড়া ও কলকাতার প্রার্থীরা ১৯ ফেব্রুয়ারি এবং পূর্ব মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রার্থীরা ২০ ফেব্রুয়ারি র‍্যালিতে যাবেন। সোলজার টেকনিক্যাল, সোলজার টেকনিক্যাল (অ্যাভিয়েশন/অ্যামুনিশন), সোলজার (নার্সিং অ্যাসিস্ট্যান্ট) ও সোলজার (নার্সিং অ্যাসিস্ট্যান্ট ভেটেরিনারি) ক্যাটেগরিগুলির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পাঁচ জেলার প্রার্থীরাই র‍্যালিতে যাবেন ২১ ফেব্রুয়ারি। ডিফেন্স সার্ভিস ক্যরে নথিভুক্তির জন্য প্রার্থী বাছাই হবে ২২ ফেব্রুয়ারি। সংশ্লিটে পাঁচ জেলার প্রার্থীরাই ডি এস সি এনরোলমেন্টের জন্য এদিন র‍্যালিতে যাবেন। এদিনই, অর্থাৎ ২২ ফেব্রুয়ারি ডাক্তারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সোলজার ট্রেডসম্যান ক্যাটেগরির প্রার্থীদের অ্যাপ্টিটিউড টেস্ট হবে। ডাক্তারি পরীক্ষা চলবে ১৬ থেকে ২৩ ফেব্রুয়ারি। নির্দিষ্ট দিন ভোর ৪টের র‍্যালিকেন্দ্রে হাজির থাকথে হবে। সকাল ৭টার পরে আর নাম নথিভুক্ত করানো যাবে না।

ডিফেন্স সার্ভিস করে রি–এনরোলমেন্টের জন্য ২০ কপি পাসপোর্ট মাপের ফটো এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা, ক্যারেক্টর, রেসিডেন্সিয়াল, সিঙ্গল ওয়াইফ, আর্মি গ্রুপ ইনশিওরেন্স সার্টিফিকেট, ডিসচার্জ বুক দরকার হবে।

রেসিডেন্সিয়াল ও ক্যারেক্টার সার্টিফিকেটে যথাক্রমে এস ডি ও/ডি এম এবং পঞ্চায়েত প্রধান অথবা পুরসভার চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রত্যায়িত ফটো সাঁটানো থাকতে হবে। স্বাক্ষর ও সিলমোহরের অর্ধেক ছাপ ফটো ও বাকি অর্ধেক সার্টিফিকেটে থাকতে হবে।

মূল সার্টিফিকেট সঙ্গে নেবেন। সার্টিফিকেটের সমস্ত নকলই গেজেটেড অফিসার বা নোটারি বা আদালত বা সমপর্যায়ের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রত্যায়িত হতে হবে।

র‍্যালিতে সঙ্গে নিয়ে যাবেন

- মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, গ্র্যাজুয়েশনের (থাকলে) অ্যাডমিট কার্ড, সার্টিফিকেট, মার্কশিট, রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট এবং প্রতিটির প্রত্যায়িত নকল। মাধ্যমিক অনুত্তীর্ণদের ক্ষেত্রে স্কুলের প্রধানশিক্ষক কর্তৃক স্বাক্ষরিত এবং ডিস্ট্রিক্ট ইনস্পেক্টর অব স্কুলসের কাউন্টার সিগনেচার–সহ স্কুল ট্রান্সফার সার্টিফিকেট ও মার্কশিট এবং সেগুলির প্রত্যায়িত নকল। মাধ্যমিক অনুত্তীর্ণরা জন্মতারিখের প্রমাণ হিসেবে ডিস্ট্রিক্ট ব্যর্থ/ডেথ রেজিস্টারের কাছ থেকে নেওয়া জন্মতারিখের সার্টিফিকেট ও তার প্রত্যায়িত নকল সঙ্গে রাখবেন।
- ডি এম বা এ ডি এম বা এস ডি ও–র অফিস থেকে অফিশিয়াল লেটার হেডে নেওয়া গোল সিলমোহরের ছাপ–সহ পার্মানেন্ট রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট ও তার ২টি প্রত্যায়িত নকল। ১ বছরের বেশি পুরনো সার্টিফিকেট চলবে না।
- গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বা পুরসভার চেয়ারম্যানের কাছ থেকে নেওয়া ও গোল সিলমোহরের ছাপ দেওয়া ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট ও তার ২টি প্রত্যায়িত নকল। ৬ মাসের বেশি পুরনো সার্টিফিকেট চলবে না। এই সার্টিফিকেটে 'অবিবাহিত' কথাটি লেখা থাকতে হবে।
- আদিবাসী বা তফসিলি উপজাতি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এস ডি ও–র অফিস থেকে নেওয়া কাস্ট সার্টিফিকেট ও তার ২টি প্রত্যায়িত নকল।
- এন সি সি সার্টিফিকেট (থাকলে) ও তার প্রত্যায়িত নকল।
- সমরকর্মী বা প্রাক্তন সমরকর্মী বা যুদ্ধে নিহত সৈনিকের বিধবার ছেলেদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রেকর্ড অফিস থেকে নেওয়া বোনাফায়েড সার্টিফিকেট ও তার প্রত্যায়িত নকল। রিলেশনশিপ সার্টিফিকেটে স্বাক্ষরকারীর আর্মি নম্বর, র‍্যাঙ্ক ও নামের উল্লেখ থাকতে হবে।
- জাতীয় বা রাজ্যস্তরের খেলোয়াড়দের (গত ২ বছরের মধ্যে অন্তত দ্বিতীয় স্থানাধিকারী খেলোয়াড়রা বিবেচিত হবেন) ক্ষেত্রে স্পোর্টস সার্টিফিকেট ও তার প্রত্যায়িত নকল।
- ২২ কপি পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফটো। ফটো ডিজিটাল এবং তিন মাসের বেশি পুরনো হলে চলবে না। ফটো প্রত্যায়িত করারও প্রয়োজন নেই।
- অবাঙালি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলাশাসকের অফিস থেকে মঞ্জুর করা ডোমিসাইল বা নেটিভিটি সার্টিফিকেট ও তার ২টি প্রত্যায়িত নকল।

বিমান বাহিনীতে খেলোয়াড়

ট্রেনিং দিয়ে বেশ কিছু খেলোয়াড় নেমে ভারতীয় বিমানবাহিনী। নিয়োগ হবে এয়ারমেন (গ্রুপ 'ওয়াই') ট্রেডে। শুধুমাত্র অবিবাহিত তরুণরা আবেদন করবেন। নিয়োগ হবে এই সমস্ত ক্রীক্ষাক্ষেত্র থেকে। অ্যাথলেটিক্স, বাস্কেটবল, বক্সিং, ক্রস কান্ট্রি, ক্রিকেট, সাইক্লিং, ফুটবল, জিমন্যাস্টিক, হকি, হ্যাণ্ডবল, কবাডি, লন টেনিস, শুটিং, স্কোয়াশ র‍্যাকেট, সুইমিং, ভলিবল, ওয়াটার পোলো, রেসলিং, ওয়েস্ট লিফটিং, উশু।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : যে–কোনও শাখায় উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল।

খেলাধূলায় যোগ্যতা : জুনিয়র ইন্টারন্যাশনাল মিটে দেশের প্রতিনিধিত্ব করে থাকতে হবে। অথবা জুনিয়র ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ বা আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় চ্যাম্পিয়নশিপে অন্তত পঞ্চম স্থান অধিকার করে থাকতে হবে। অথবা জুনিয়র ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ ও স্কুল গেমস ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া আয়োজিত ন্যাশনাল স্কুল টুর্নামেন্টে দলগত ইভেন্টে রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করে থাকতে হবে।

বয়স : ২১ বছরের মধ্যে হতে হবে। জন্মতারিখ হতে হবে ১–৮–১৯৯৪ থেকে ৩০–৬–১৯৯৮–এর মধ্যে।

দৈহিক মাপজোক : উচ্চতা : ১৫২.৫ সেমি। বুকের ছাতি ৫ সেমি পর্যন্ত ফোলানোর ক্ষমতা থাকা চাই। বয়স ও উচ্চতার সঙ্গে মানানসই ওজন হতে হবে। দৃষ্টিশক্তি : চশমা ছাড়া উভয় চোখে ৬/৩৬, চশমা–সহ ৬/৯ পর্যন্ত সংশোধনযোগ্য।

প্রার্থী বাছাই করা হবে দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষা, খেলাধুলার ট্রায়াল ও ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। সবশেষে মেডিক্যাল এক্সামিনেশন। দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকবে ৮ মিনিটে ১.৬ কিলোমিটার দৌড়। সাড়ে ৭ মিনিটের মধ্যে দৌড় শেষ করতে পারলে অতিরিক্ত নম্বর মিলবে।

প্রথম জয়েন্ট বেসিক ফ্রেজ ট্রেনিং হবে কর্নাটকের বেলগাঁওয়ের বেসিক ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে। ট্রেনিং শেষে বেতনক্রমে ২০,৫০০–৩৮,৭২০ টাকা। সঙ্গে অন্যান্য সুযোগ–সুবিধা ও বিভিন্ন ভাতা।

দরখাস্ত করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। দরখাস্তের বয়ান এ–ফোর মাপের সাদা কাগজে টাইপ করিয়ে নেবেন। পূরণ করবেন যথাযথভাবে।

দরখাস্ত ভরা খামের ওপর লিখবেন :

'OUTSTANDING SPORTMEN FOR GROUP 'Y' TREADES. SPORTS DISCIPLINE APPLIED FOR....'

শূন্যস্থানে যে–ক্রীড়াক্ষেত্রের শূন্যপদে দরখাস্ত করবেন, তার নাম লিখে দেবেন।

সাধারণ ডাকে ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে দরখাস্ত পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায় : Secretary, Air Force Sports Control Board, C/o 412, Air Force Station, Race Course, New Delhi–110 003.

সিলেকশনের দিন উপরোক্ত পদ্ধতিতে তোলা ৪ কপি ফটো, প্রয়োজনীয় যাবতীয় নথিপত্রের আসল ও তার এক কপি প্রত্যায়িত নকল ও খেলাধূলার সরঞ্জাম সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

কেঁদো দ্বীপে ট্রলার ডুবিতে মৃত ও নিখোঁজ মৎস্যজীবী পরিবারের পাশে প্রাক্তন মন্ত্রী

মৎস্যজীবীদের পাশে প্রাক্তন মন্ত্রী কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার : পাথরপ্রতিমার সীতারামপুরে ৭ মৎস্যজীবী নিখোঁজ থাকার সময় পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন সুন্দরবন উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়। মঙ্গলবার আবার দাঁড়ালেন তিনি মানবিক মুখ নিয়ে। ১২ ডিসেম্বর বঙ্গোপসাগরের কেঁদো দ্বীপের কাছে এফবি বাপ্পাই ট্রলারটি ডুবে যায়। ট্রলারের ১০ মৎস্যজীবীর মধ্যে কোনরকমে বেঁচে ফিরেছিলেন ৩ মৎস্যজীবী। ঘটনার চার দিন পর উদ্ধার হয়েছিল ৫ মৎস্যজীবীর দেহ। এখনও নিখোঁজ ২ মৎস্যজীবী। ঘটনার পর কেটেছে এক মাস। কিন্তু মেলেনি কোন সরকারি সাহায্য। উপার্জনশীল মানুষগুলোর মৃত্যুর পর এখন দিশেহারা অবস্থা মৎস্যজীবী পরিবারগুলোর। মঙ্গলবার অসহায় মৎস্যজীবী পরিবারদের পাশে দাঁড়াল পাথরপ্রতিমা ব্লক মৎস্যজীবী সমিতি। মৃত ও নিখোঁজ ৭ মৎস্যজীবী পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হল আর্থিক সাহায্য, চাল ও শীতবস্ত্র। এই পরিবারগুলোর সাহায্যের জন্য এদিন ইন্দ্রনারায়ণপুর বাজারে একটি রক্তদান শিবির করা হয়। ব্লকের ১৩১ জন রক্তদান করেন। এদিনের শিবির থেকে সংগৃহীত রক্ত বিক্রি করে আর্থিক সাহায্য তুলে দেওয়া হল পরিবারের হাতে। এই কর্মসূচির নেতৃত্ব দিতে এদিন রামগঙ্গা থেকে বেলা বারোটা নাগাদ কান্তি ভুটভুটি চেপে সীতারামপুর গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। সঙ্গী হন প্রাক্তন বিধায়ক যজ্ঞেশ্বর দাস, সত্যরঞ্জন দাস, যুধিষ্ঠির ঘড়ুই, শেখ রমজান আলিরা। এছাড়া পুরুষ, মহিলা মিলিয়ে আরও শতাধিক। আসার পথে বনশ্যামনগরের অশ্বিনী মাইতির ঘাট, তালতলা ঘাট, ব্রজবল্লভপুর, কয়ালের বাজার থেকে আরও পঞ্চাশ মানুষ উঠলেন কান্তির ভুটভুটিতে। প্রত্যেকের কাছে চালের বস্তা ও শীতবস্ত্র। বেলা দুটো নাগাদ সীতারামপুর ঘাটে ভেড়ে কান্তির ভুটভুটি।

এরপর সোজা চলে আসেন ইন্দ্রপুরের রক্তদান শিবিরে। ততক্ষণে শতাধিক মানুষ রক্তদান করেছেন। কান্তি আসার পর উৎসাহ আরও বেড়ে যায়। পাশের মঞ্চে ততক্ষণে উপস্থিত হয়েছেন মৃত ও নিখোঁজ মৎস্যজীবী পরিবারের মানুষেরা। ডুবে যাওয়া ট্রলারের মালিক সনৎ প্রধানের ছেলে শান্তনু প্রধানের মৃত্যু হয়েছে। এদিন সনৎ বলেন, ছেলের নামেই ছিল ট্রলারটি। ডুবে যাওয়ার চার দিন পর দেহটি মেলে। আজ পর্যন্ত কোনও সরকারি সাহায্য পাইনি। মৎস্য দপ্তরের কোন আধিকারিকও আসেননি। নিখোঁজ থাকার সময় কান্তিদা এসেছিলেন। আজ কান্তিদার ডাকে সাড়া দিয়ে আবার সাহায্য করার জন্য রক্তদান করলেন দ্বীপের মানুষ। সাহায্য পাওয়ার পর তিন মাসের কন্যা সন্তানকে কোলে নিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন দেবশ্রী দাস। স্বামী দেবকুমার এখনও নিখোঁজ। এক বছর আগে তাঁদের বিয়ে হয়েছিল। আজ অথৈ জলে সংসারটা। নগদ ২৫ হাজার টাকা, ৫ কুইন্টাল চাল ও শীত বস্ত্র পেয়ে বাকরুদ্ধ হয়ে যান। পরে দেবশ্রী ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, ট্রলার ডুবে যাওয়ার পর নিখোঁজদের তল্লাশি করেনি সরকার। আজও পথ চেয়ে বস থাকি স্বামীর।সরকার কোন সাহায্য সংগ্রহ অভিযানের পাশাপাশি রক্তদানের ডাক দিই। দ্বীপের মানুষদের সংগৃহীত অর্থ দেড় লক্ষ টাকা ও ৩৫ কুইন্টাল চাল সাতটি পরিবারের হাতে তুলে দিলাম। বর্তমান সরকারের কেউ একেবারের জন্য অসহায় পরিবারগুলোকে ফিরেও দেখল না। এটা মর্মান্তিক। মনে হল রক্তের বন্ধনে ছুঁয়ে গেলাম হারিয়ে যাওয়া মৎস্যজীবী পরিবারগুলোকে।

দোজ–বরে বিয়ের চাপ, নারাজ তরুণীকে খুনের চেষ্টা হবু বরের

মেহবুব গাজি

দোজবরের অত্যাচারে রীতিমতো খারাপ অবস্থায় দিন গুজরান করছেন তরুণীটি

অভাবের সংসার। তাই সতেরোর তরুণী মেয়ের দোজ–বরের সঙ্গে বিয়ে ঠিক করেছিলেন মা। মেয়ে বেঁকে বসে। কিন্তু মা ও হবু বর নাছোড়বান্দা। মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে শুক্রবার দুপুরে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে পড়ে বারুইপুরের মল্লিকপুরের তরুণী। তরুণীর পিছু নেয় বছর পঞ্চাশের হবু বর সমীর মণ্ডল ওরফে ভদাই। তারপর তরুণীকে বুঝিয়ে ডায়মন্ড হারবারে নিয়ে আসে সমীর। তরুণীকে নিয়ে সমীর হুগলী নদীরপাড়ে যায়। এখানে তরুণীকে খাবারের সঙ্গে মাদক খাইয়ে দেয় সমীর। এরপর তরুণী অসুস্থ হয়ে পড়ে। বেগতিক বুঝে পিটটান দেয় হবু বর। অসুস্থ তরুণী কিছুক্ষণ পরে নদীতে পড়ে যায়। এরপর নদীর জল থেকে ডুবন্ত তরুণীকে উদ্ধার করেন মৎস্যজীবীরা। শুক্রবার সন্ধেয় ডায়মন্ড হারবারের জেটিঘাটের ঘটনা। তরুণীকে ভর্তি করা হয়েছে ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতালে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তরুণীর বাবা দীর্ঘদিন হল মারা গিয়েছেন। বিধবা মা বিড়ি বেঁধে কোনরকমে সংসারটা চালান। সেই সামান্য উপার্জনে মেয়েকে মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়ায়। মাধ্যমিক পরীক্ষায় ফেল করে তরুণী। তারপর থেকে বাড়িতেই থাকত তরুণী।

ইতিমধ্যে তরুণীর মা ও নিকট আত্মীয়রা বিয়ের জন্য উঠেপড়ে লাগে। প্রতিবেশী দোজ–বর ভদাইয়ের সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়। বছর খানে আগে সমীরের স্ত্রী আত্মঘাতী হন। আগের পক্ষের একটি সন্তানও আছে। এলাকায় যথেষ্ট প্রভাবশালী সমীর। দারিদ্রতার সুযোগ নেয় সমীর। আগামী সপ্তাহে বিয়ের দিন স্থির হয়। মল্লিকপুর স্টেশন থেকে তরুণীর পিছু নেয় সমীর। তরুণীকে ভাল ভাল কথা বলে ডায়মন্ড হারবার লোকালে তোলে।

ডায়মন্ড হারবার স্টেশনে নামার পর সোজা চলে যায় হুগলি নদীর পাড়ে। এরপর সমীর তরুণীকে যৌন নির্যাতন করে খুনের চেষ্টা করেছিল বলে তরুণীর অভিযোগ। রাতে জ্ঞান ফেরার পর তরুণীর সঙ্গে কথা বলে পুলিশ। খবর দেওয়া হয়েছে তরুণীর মা পুষ্পা সাঁপুইকে। মাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে পুলিশ। ঘটনার পর থেকে মল্লিকপুরের বাড়িতে নেই সমীর। তার খোঁজ চলছে। তরুণী সুস্থ হলে বিশদে জিজ্ঞাসাবাদ করবে পুলিশ। তরুণীর লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে পরবর্তী পদক্ষেপ নেবে পুলিশ।

মাটি, কৃষি মেলা

বিশ্বজিৎ পাল, ক্যানিং : সোমবার বিকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং থানার মিঠাখালি বনবিবিতলা রাজ্য কৃষি দফতরের উদ্যোগে ক্যানিং–১ পঞ্চায়েত সমিতির ব্যবস্থাপনায় ৩য় বর্ষ মাটি, কৃষি, উদ্যান পালন, মৎস্য সমবায় ও প্রাণী সম্পদ মেলার সূচনা করেন ক্যানিং পশ্চিম কেন্দ্রের বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পরেশরাম দাস, খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ সুশীল সর্দার, বিডিও বুদ্ধদেব দাস, এফ ই ও জগদীশ মণ্ডল, কৃষি আধিকারিক গোপা সমাদ্দার, প্রাণী সম্পদ আধিকারিক

ডাঃ দেবাশীষ নন্দী প্রমুখ। বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল বলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে কৃষির সার্বিক উন্নয়নে এ জেলায় চালু হয়েছে সৌরচালিত ফোয়ারা সেচ প্রকল্প। সারা রাজ্যে ১৮টি জেলায় এ প্রকল্পের কাজ চলেছে। ফলে কয়েক লক্ষ কৃষক উপকৃত হবে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে কমজলে বেশি পরিমাণে সবজি চাষ করা যায়। বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল আরো বলেন মৎস্যজীবীরা যাতে নোনাজলে মাছ ও চিংড়ি চাষ করতে পারে তার জন্য লাইসেন্স ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এমনকি যারা বাগদা চিংড়ি চাষ করবে তাদের অবশ্যই কোস্টাল অ্যাকোয়াকালচার অথরিটির কাছে প্রয়োজনীয় নিবন্ধীকরণ সংগ্রহ করতে হবে। জলাভূমি দিবসের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা হচ্ছে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে। জলা ভূমি পৃথিবীর ফুসফুস। তাকে রক্ষা করতে আমাদের সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। কৃষকের জন্য কিষাণ ক্রেডিট কার্ড দেওয়া হচ্ছে। এই কার্ডের মাধ্যমে পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত ব্যাঙ্ক ঋণ নিতে পারবে। ঋণ পরিশোধ করলে প্রথম থেকে দ্বিতীয় বছরে ১০% টাকা বেশি ঋণ নিতে পারবে। মেলা চলবে ১৯–২১ জানুয়ারি পর্যন্ত এদিনের মেলায় সাধারণ মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতন।

শিক্ষকদের অভিমুখীকরণ কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি: দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তীর চম্পা মহিলা সোসাইটিতে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত প্রায় ৭০ জন শিক্ষক শিক্ষিকাদের নিয়ে এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হল। বর্তমান পাঠক্রম, পরীক্ষা ব্যবস্থা কারিকুলাম ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ শিক্ষকগণ আলোচনা করেন । ছিলেন উদ্বোধক বক্তা শান্তি নাথ সরকার (অধ্যাপক, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়), সারা বাংলা শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর সমিতির রাজ্য সম্পাদক তক্ষিৎ ব্রহ্মচারী, সভাপতি অমল নায়েক, যুগ্ম সম্পাদক স্বপন রায়। ছিলেন ডব্লিউ বিটিএ–র রাজ্য সম্পাদক নবকুমার কর্মকার, ঝাড়খণ্ড আরএসপি কলেজের অধ্যাপক ডঃ জয়গোপাল মণ্ডল। শিক্ষক নেতা হরিপদ বৈদ্য প্রমুখ। বর্তমান শিক্ষায় মূল্যায়ন ব্যবস্থা ২০০৯ সালের শিক্ষার অধিকার আইন এই কয়েক বছরে কতটা ফলপ্রসু হয়েছে আলোচনা হয়। শিক্ষা একটি দ্বিমুখী প্রক্রিয়া সুতরাং শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে যত বেশি প্রশ্ন আসবে বা সক্রিয় অংশগ্রহণ হবে ততই শিক্ষাদান সফল হবে। বিশেষ করে বিনা পয়সায় শিক্ষা কতটা বাস্তব বা প্রয়োগ হচ্ছে আলোচনা হয়। মৌখিক পরীক্ষা ব্যবস্থা শরীর ও কর্মশিক্ষা সমূহ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়। উল্লেখ্য শিক্ষাদান প্রসঙ্গে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেন শিক্ষক অম্বরীশ দত্ত।

সাংবাদিকদের কবি সম্মেলন রিষড়া মেলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : রিষড়া পুরসভা আয়োজিত ২৫তম রিষড়া মেলায় হিন্দি সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে রবিবার সন্ধ্যায় ওয়েলিংটন জুট মিল ময়দানে এক জমজমাট কবি সম্মেলন আয়োজন করা হবে। সরস্বতী বন্দনা এবং রবীন্দ্র সঙ্গীতের মাধ্যমে কবি সম্মেলনের সূচনা হয়। রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন করেন সন্দীপ চ্যাটার্জী, পিউ গোস্বামী, মন্দিরা বিশ্বাস। মেলা কমিটির পক্ষে স্বাগত ভাষণ দেন পাপ্পু গুপ্তা। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন অবধেষ মিশ্র। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন শিব শঙ্কর সিং। উপস্থিত ছিলেন পুষ্পা পাঠক, মুরালী চৌধুরী, ভাগীরথী কুরমি, মহঃ জাবীর, চন্দ কিশোর চৌধুরি, ধনঞ্জয় কুমার পান্ডে, প্রদীপ কুমার ধানুক, রাম অবতার সিং, দিনেশ কুমার ধানুক। মেলা কমিটির পক্ষ থেকে বিহারী প্রসাদ রাম ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানে জন অভিমত পত্রিকায় সম্পাদক প্রমানন্দ সিং, সমাজ সেবিকা শশী সিং, সাংবাদিক জয় চৌধুরী ও অন্যান্য বিশিষ্ট নাগরিকরা উপস্থিত ছিলেন।

নিশিভোজ ...

লায়ন্স ক্লাব বকুলতলা সরশুনা গ্রেটার আয়োজিত নৈশভোজে ডগলাস হোস্টেলের শিশুদের সঙ্গে লায়ন কল্যাণময় দত্ত সহ অন্যান্যরা। *ছবি : সোমতাপস*

চন্দননগর উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি: চন্দননগর উৎসব শুরু হল। শুক্রবার থেকে চন্দননগর মেরি পার্ক মাঠে। উৎসবের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন রাজ্যের শ্রম সচিব তপন দাশগুপ্ত। এই উৎসব চলবে ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত। এছাড়া প্রধান অতিথি হিসাবে ছিলেন রাজ্যের মহিলা শিশু কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা, অনগ্রসর মন্ত্রী শান্তি রাম মাহাতো। জেলাশাসক সঞ্জয় বনশল। এছাড়াও উৎসব কমিটির পুরোভাগে দায়িত্বে থাকা স্বাস্থ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কাউন্সিলার পার্থ দত্ত, শোভন মুখার্জী, অমিত আগরওয়ালা (মুন্না) এবং জয়ন্ত দে সরকারও ছিলেন। চন্দননগরের মহা নাগরিক উৎসব কমিটির সভাপতি রাম চক্রবর্তী বলেন, এই ঐতিহ্যমণ্ডিত ফরাসি শহর অন্যদিকে আলোর শহরে দশদিন ধরে সন্ধ্যায় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থাকছে। এরমধ্যে জুন ব্যানার্জী, বনশ্রী সেনগুপ্ত, স্বপন বসু, অনুপম রায়, পুবালী দেবনাথ, অন্তরা চৌধুরী এই মেলার বিভিন্ন জায়গা থেকে ৫০টি স্টল দেওয়া হয়েছে। এমন কি খাদ্যদ্রব্যের স্টল রয়েছে। অন্যদিকে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী পরিচালিত সবলা মেলা থাকছে। এদিকে শীতকালীন আসর জমিয়ে এই মেলা সবার মনে বেশ সাড়া ফেলেছে।

মহানগরে

পুরবাজারে পাটের সম্ভার

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতার পুরসভার মোট ৪৬টি পুরবাজারে (পৌর পণ্য বিপণি) আগামী দিনে ১০, ১৫, ২০ ও ৩৫ টাকা দামের পাটের ব্যাগ ও পাটের বিবিধ সম্ভার পাওয়া যেতে পারে। গত ১৬ জানুয়ারি কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে ন্যাশনাল জুট বোর্ডের ডেপুটি জুট কমিশনার দীপঙ্কর মাহাতো জানান, কলকাতা পুরসভার ৪৬টি পুরবাজারে পাটের ব্যাগ ও পাটের নানান সম্ভার বিক্রির স্টল খোলার বিষয়ে পুরকর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথাবার্তা চলছে। মাহাতোবাবু আরও জানান, যদি পরিকল্পনাটি রূপায়িত হয় তাহলে পুরবাজার গুলিতে আগত নবীন শহরবাসী পাটের পণ্যের ব্যাপারে পরিচিতি পাবে।

বিদ্যুৎ বিল ৪১৯ কোটি, পুর ভাঁড়ার শূন্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : এতো দিন পর মহানাগরিক রাজ্য সরকারের কোর্টে বল ঠেলে দিল। সাড়ে ১০ হাজারের অধিক ত্রিফলা সাদা আলোয় কলকাতার তো সৌন্দর্যায়ন হল। কিন্তু ত্রিফলার ফলে সিইএসসি'র বিদ্যুতের বিল মেটাতে হাঁড়ির হাল পুরসভার। এ অবস্থায় পুর কর্তৃপক্ষ রাজ্য সরকারের শরণাপন্ন হয়েছে। সিইএসসি'র বিদ্যুৎ বিল বাবদ ২০০ কোটি টাকা চেয়ে পাঠিয়েছে পুরসভা। মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায়ের দাবি রাজ্য সরকারের কাছ থেকে পুরসভার প্রাপ্য টাকাই চাওয়া হয়েছে। পুরসূত্রে জানা যাচ্ছে, মূলতঃ ত্রিফলার ফলেই গত তিন বছরে সিইএসসি'র বকেয়া বিদ্যুৎ বিলের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪১৮.৬৩ কোটি টাকা। পুর ভাঁড়ার হাঁড়ির হাল হওয়ায় গত প্রায় বছর খানেক পুর বিদ্যুৎ বিল মেটাতে পারছে না ।

নবরূপে নির্মিত নিমতলা শ্মশান থেকেই পুর ভোটের দামামা

বরুণ মণ্ডল

দক্ষিণ কলকাতায় যেমন আধুনিক কেওড়াতলা মহাশ্মশান রয়েছে, ঠিক তেমনই কলকাতার ঐতিহ্য উত্তর কলকাতার নিমতলা শ্মশান ঘাটেও আধুনিকতার চাহিদা ও সৌন্দর্যায়নের দাবি দীর্ঘদিনের। গত ১৪ জানুয়ারি কলকাতা পুরসভা ও রাজ্যের মুখমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের মধ্যে দিয়ে তার পূর্ণতা পেল। এদিন উপলক্ষ্য ছিল স্ট্যান্ড ব্যাঙ্ক রোডের পাশে কলকাতার ঐতিহ্যবাহী নিমতলা শ্মশান ঘাটে (স্থাপিত : ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে) নয়া আটটি বৈদ্যুতিক চুল্লি ও দু'টি দূষণমুক্ত কাঠের চুল্লি এবং লাগোয়া নবরূপে নির্মিত ও সৌন্দর্যায়িত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শেষকৃত্যের স্মৃতিসৌধ এবং অনতিদূরে গঙ্গার রতনবাবুর ঘাট সংলগ্ন (কাশীপুর) ঠাকুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ ও অন্যান্য মনীষীদের (যাঁদের শেষকৃত্য এখানে সম্পন্ন হয়েছে) স্মৃতিসৌধের সংরক্ষণ সৌন্দর্যায়ন এবং নবনির্মিত প্রার্থনাকক্ষের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন। কিন্তু ঘটনাচক্রে এদিন সরকারি অনুষ্ঠান হলেও, তা কার্যত তৃণমূল কংগ্রেস দলের অনুষ্ঠানে পরিণত হয়। অনুষ্ঠান মঞ্চের আশেপাশের পরিবেশ ও আবহাওয়া তারই বারংবার জানান দেয়। মুখ্যমন্ত্রীও সেজন্য ক্ষণকাল অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। আর উত্তর কলকাতার অবাঙালি মানুষদের কথা মাথায় রেখে এদিন মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণের বেশির ভাগটাই ছিল হিন্দি ভাষাতে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, দেশের স্বাধীনতার ৬৬ বছর পার হয়ে গিয়েছে। অথচ, এতোদিনেও শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সমাধিক্ষেত্রকে 'রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে'র হাতে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়নি। শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণকে যেখানে দাহ করা হয়েছিল সে স্থানটি এতোদিন জীর্ণ হয়ে পড়ে ছিল। সেই সমাধি প্রাঙ্গনটি নূতন করে সংস্কার করে তার দেখাশোনার দায়–দায়িত্ব বেলুড় 'রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে'র সাধারণ সম্পাদক স্বামী সুহিদানন্দজী মহারাজের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। এরই সঙ্গে ফাঁকা পুর ভাঁড়ারের দিকে না তাকিয়ে এদিন মুখ্যমন্ত্রী মহানাগরিকের উদ্দেশ্যে বলেন, এই এলাকায় গঙ্গার যতো ঘাট আছে, সবক'টি সাজিয়ে তোলো। আর মিলেনিয়াম পার্কের মতো করে উত্তর কলকাতার গঙ্গার পাড়কেও সাজিয়ে তুলতে হবে। আর সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে হবে।

নিমতলা মহাশ্মশানের সম্প্রসারণ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিসৌধ প্রাঙ্গনের উন্নতিকল্পের আনুমানিক ২২.৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। হুগলি নদীর পশ্চিম পাড়ে দ্বিতল ওই ভবনের ওপর তৈরি হয়েছে 'কাফেটারিয়া' ও শবযাত্রীদের জন্য শীতাতপনিয়ন্ত্রিত বৃহদায়তন প্রতীক্ষালয়, ডেথ সার্টিফিকেট দেওয়ার কক্ষ ইত্যাদি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নিমতলা মহাশ্মশানে পুরাতন বৈদ্যুতিক চুল্লির সংখ্যা চার এবং নয়া আটটি। কাঠের চুল্লির সংখ্যা চার। এর মধ্যে দু'টি সাধারণ আর দু'টি 'ডিভাইস' যুক্ত। এখানে মোট দূষণ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র সাতটি। এই মহাশ্মশানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, যশস্বী কথাসাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়সহ বাংলার ও বাঙালীর জীবনের বহু উজ্জ্বল নক্ষত্রের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে। অন্যদিকে শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণের স্মরণে নির্মিত প্রার্থনাগার, সমাধিক্ষেত্র ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলটির পূর্ণাঙ্গ সংস্কার করা হয়েছে। ঊনবিংশ শতকে স্থাপিত কাশীপুর রোড ও রতনবাবু রোডের সংযোগস্থলের নিকটে শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ মহাশ্মশানে বৈদ্যুতিক চুল্লির সংখ্যা তিনটি, কাঠের চুল্লি দু'টি। এখানে দূষণ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র দ্বারা কাঠের চুল্লি থেকে ৪০ ফুট ওপরে দূষণহীন ধোঁয়া নির্গত হবে। এখানে দূষণ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের সংখ্যা দুটি।

বকেয়া কর আদায় ভুলে ভরা পুরনীতি

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌর নিগম আইন, ১৯৮০ অনুযায়ী সপ্তম পৌর নির্বাচন আগামী মে মাসের দ্বিতীয় ভাগে। এই অবস্থায় পুনরায় পুরবোর্ড দখলে রাখতে বর্তমান তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত পুর বোর্ড দীর্ঘদিন যাবৎ আটকে থাকা প্রকল্পগুলি শেষ করতে উঠে পড়ে লেগেছে। কিন্তু নিজেদের ভুল নীতির ফলেই পুর ভাঁড়ার প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে। এ অবস্থা থেকে উদ্ধারের পুর কর্তৃপক্ষ বছর শেষে এখন বকেয়া পুর কর আদায়ের ওপর জোর দিতে চলেছে। কিন্তু সেখানেও পুর কর্তৃপক্ষের নীতিতে ভুলে ভরা। বড়ো বকেয়া কর দাতাদের ছেড়ে ছোটো বকেয়া কর দাতাদের কর আদায়ের অভিযানে নেমেছে। পুরসূত্রে খবর, বকেয়া পুর করের পরিমাণ তিন লক্ষের বেশি এমন ১৫০ টিরও বেশি করদাতাকে 'লেটার অফ ইন্টিমেশন' পাঠানো হয়েছে। কিন্তু কোটি কোটি পুরকর বকেয়া পড়ে রয়েছে দীর্ঘদিন যাবৎ এমন করদাতাদের নোটিশ পাঠানোর কথা পরিকল্পনা থেকে উধাও। লক্ষাধিক টাকা বকেয়া পুরকরদাতাদের লেটার পাঠানো ছাড়াও তাদের থেকে বকেয়া কর আদায় সুনিশ্চিত করতে পাঁচ সদস্যের একটি বাহিনীও গঠন করেছে পুর কর্তৃপক্ষ। ওই বকেয়া কর দাতারা যদি বকেয়া কর না মিটিয়ে দেয় তবে তাঁদের প্রতি আইনি পদক্ষেপ করতেও পুর কর্তৃপক্ষ পিছপা হবেন না। অথচ দীর্ঘদিনের কোটি কোটি টাকা বকেয়া পুরকরদাতাদের প্রতি আইনী পদক্ষেপে পুর কর্তৃপক্ষ পিছিয়ে রয়েছে। পুর আধিকারিকদের একাংশের বক্তব্য, একাধিক বার প্রস্তাব উত্থাপন করা সত্ত্বেও কোটি টাকার উর্দ্ধে বকেয়া কর দাতাদের কাছ থেকে বকেয়া আদায়ে পুরসভা পুরো পুরো ব্যর্থ। পুর তথ্য বলছে ২৫ কোটি টাকার উর্ধ্বে বকেয়া করদাতার সংখ্যা ছ'টি প্রতিষ্ঠান। শহরের হোটেল সহ ইত্যাদি সংস্থা এই তালিকায় রয়েছে। আবার ১০ কোটি টাকার উর্দ্ধে বকেয়া কর দাতার সংখ্যা ১৫টি প্রতিষ্ঠান। কোটি টাকার উর্দ্ধে এমন বকেয়া কর দাতার সংখ্যা ২৮৯ জন। পুর তথ্য বলছে কোটি টাকার উর্দ্ধে এমন বকেয়া কর দাতার সংখ্যা ৩১০ জন।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত
আলিপুর বার্তা
কলকাতা : ৪৯ বর্ষ, ১৪ সংখ্যা, ২৪ জানুয়ারি – ৩০ জানুয়ারি, ২০১৫

সিবিআই চলুক তবে রাজ্যের উন্নয়ন যেন না থামে

রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগ নিচ্ছে দুষ্কৃতীরা। সম্প্রতি রাজ্যের ভিতর বিভিন্ন দলের নেতারা অকথা–কুকথা বলছেন। কোন দলেই সব কর্মীরা দলের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হন না, সুযোগ সন্ধানী এবং অপরাধীরা বহু দলেই আশ্রয় পেয়ে যায় অকাতরে।

ক্ষমতা ধরে রাখা এবং ক্ষমতায় যাবার তাড়নায় দলের 'সম্পদ' হয়ে ওঠে দুষ্কৃতীরা, রাজনীতির কারবারিরা এবং সমাজবিরোধীরা আইনের প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয় পেয়ে হয়ে ওঠে নিয়ন্ত্রণহীন। পরিবর্তনের পর বাংলার মাটিতে নানা রকমের নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে। পরিবর্তনের আগেও অজস্র ঘটনা ইতিহাস হয়ে আছে। শক্ত হাতে বাংলার আইন শৃঙ্খলা ধরা অত্যন্ত জরুরি। মানুষের নিরাপত্তা বহু ক্ষেত্রে আজ অনিশ্চিত। বিজেপি, তৃণমূল বামপন্থীরা এবং কংগ্রেসিরা সবাই জমি ধরে রাখা আর নতুন জমির সন্ধান পেতে মরিয়া। সারদাকান্ড নিয়ে এই মুহূর্তে রাজ্য রাজনীতি তোলপাড় হচ্ছে। আমাদের রাজ্য ছাড়াও অন্য রাজ্যে এই চক্রান্তের জাল বিস্তার করেছে। সিবিআই তদন্ত করছে এবং আশ্চর্যের বিষয় তাদের প্রায় সব গতিবিধিই গণ মাধ্যমে প্রকাশ হয়ে পড়ছে। তবে অন্যান্য চিট ফান্ড গুলিকে নিয়ে ইতিমধ্যে তারা ধরপাকড় শুরু করেছে। কয়েকজন রাজনীতিকের নাম জড়িয়ে গেছে তাদের তদন্তে এবং অনেক প্রভাবশালী মানুষজন কারাগারে রয়েছে। বিরোধীরা তেমন না ফাঁসলেও জল যত গড়িয়েছে ততই শাসক দলের অভ্যন্তরে গোষ্ঠীকোন্দল শুরু হয়েছে।

যা এই ক্ষেত্রে স্বাভাবিক। মাথাচাড়া দিয়েছে সমাজবিরোধীরা। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অবশ্যই বিব্রত এই পরিপ্রেক্ষিতে। রাজ্যে উন্নয়নের গতি বন্ধ হয়ে গিয়েছে একথা বলার সময় এখনো আসেনি। বহু কাজ গ্রাম গঞ্জে হয়েছে এবং হচ্ছে। নানা প্রকল্প পরিকল্পনা স্রেফ সারদা কান্ডের আড়ালে হারিয়ে গিয়েছে। পুলিশ প্রশাসনের আরো শক্ত হওয়া জরুরি। গোয়েন্দা তদন্ত তার নিজের মতো চলুক এবং প্রকৃত অপরাধীরা শাস্তি পাক। কেন্দ্র– রাজ্য সম্পর্ক অচল হলে চলবে না। দুষ্কৃতীদের কঠোর শাস্তি হোক রঙের বিচার না করে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কাছে এটাই আবেদন। পরিবর্তনে মুখ্যমন্ত্রী বাংলার সংস্কৃতি ফিরিয়ে আনতে বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ নেতাজির মন্ত্রে যে জনজাগরণের চেষ্টা চালিয়েছেন সে প্রচেষ্টাও যেন সিবিআই তদন্তের জেরে ধাক্কা প্রাপ্ত না হয়। দুষ্কৃতীরা আরও বেশি মাথাচাড়া দেবার আগে পুলিশ সক্রিয় হোক যাতে রাজ্যের প্রশাসনের ওপর আস্থা ফিরে আসে মানুষের। বিভিন্ন গণমাধ্যমে বিশেষ করে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে রাজ্য সরকারের সমালোচনা আর সারদাকাণ্ড নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা আলোচনায় রাজ্যের অন্যান্য দিকগুলি প্রতিনিয়ত উপেক্ষিত হচ্ছে। এটাই আজ বাংলার দুর্ভাগ্য।

অমৃত কথা

৪৩২ ঈশ্বর লাভ হলে বালকের স্বভাব হয়। ঈশ্বরের স্বভাব বালকের মতো। বালক যেমন খেলাঘর করে, ভাঙে গড়ে; তিনিও সেইরকম সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, করছেন। বালক যেমন কোনও গুণের বশ নয়, তিনিও সেইরকম সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিন গুণের অতীত।

৪৩৩ কোনটা কফের নাড়ী, কোনটা বায়ুর নাড়ী এসব জানতে হলে যেমন বৈদ্যের সঙ্গে থাকা দরকার, তেমনি ঈশ্বর কে? তাঁর সত্তা কী? এসব জানতে হলে সাধুসঙ্গ দরকার।

৪৩৪ যিনি ঈশ্বর লাভ করেছেন তাঁর কাম ক্রোধাদি নাম মাত্র। যেমন পোড়া দড়ি দড়ির আকার, কিন্তু ফুঁ দিলে উড়ে যায়।

৪৩৫ ঈশ্বর সাকার, নিরাকার ও তার অতীত।

৪৩৬ কোনও লোক এক এক কলে ত্যাগ করছিলেন এমন সময় একটা লোক তাই শুনে বললে, 'অমন করে কি ত্যাগ করতে হয়? সে এই দ্যাখ বলে কাপড় ছিঁড়ে নেংটি পরে সাধু হয়ে বেরিয়ে গেল। ওর আর হল না।

৪৩৭ সন্ন্যাসীকে বেশি ভালো জিনিস খাওয়াতে নেই। কেননা তাতে তাঁর ভোগেন্দ্রিয় চাপল্য হতে পারে।

৪৩৮ অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছে তাই কর। (অর্থাৎ যাঁর অদ্বৈত জ্ঞান পাকা হয়েছে, তাঁর আর কোনও দোষ নেই ও তাঁর দ্বারা মন্দ কাজ হয় না।)

৪৩৯ এক সময়ে বাপ ও ছেলে দু'জনে সাধু হয়ে দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন। ছেলের জ্ঞান হয়েছে বাপের হয়নি। পরমহংসদেব যে ঘরে থাকতেন, সেই ঘরে দুজনে বসে তাঁর সঙ্গে কথা কইছিলেন। ঘরে ইঁদুরের গর্ত ছিল, তা থেকে একটা গোখরো সাপের বাচ্চা বেরিয়ে এসে ছেলেকে কামড়ালো। তার বাপ তাই দেখে মহাব্যস্ত হয়ে লোক ডাকতে লাগলো। ছেলেটা স্থির হয়ে বসে রইল। বাপ মহাব্যস্ত হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করায় সে হেসে উঠলো। বাপ তাই দেখে বকতে লাগলো। কেন হাসলো জিজ্ঞেস করায় সে বললে, 'সাপ কৌন, ঔর কিস্কো কাটা।' তার এক বোধ হয়েছে, তখন সে সাপ আর মানুষ প্রভেদ দ্যাখে না। পরমহংসদেবের কাছে শুনেছি তার কিছুই হলো না।

৪৪০ তিনি বলতেন, দিনের বেলায় বারুদ ঠাসা করে খাবি, রাত্রে অল্প স্বল্প। (রাত্রে সাধকের বেশি খেলে কাম ইত্যাদি হলে পারে)।

৪৪১ কর্তাভজারা বলে, 'মন্ত্র' না 'মন তোর'।

ফেসবুক বার্তা

সম্প্রতি কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল ম্যারাথনের বড় আসর। যাতে সবাইকে ছাপিয়ে শিরোনামে চলে এসেছিলেন প্রতিবন্ধকতাকে জয় করা এই যুবক।

নেতাজির অন্তর্ধান রহস্য কি অ্যাটমের থেকে শক্তিশালী বিস্ফোরক!

নির্মল গোস্বামী

২০১৪এর লোকসভা নির্বাচনে কটকের জনসভায় বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি রাজনাথ সিং বললেন নেতাজির অন্তর্ধান রহস্য জনসমক্ষে প্রকাশিত হওয়া উচিত। এটা যে আর পাঁচ ভুয়ো নির্বাচনীর প্রতিশ্রুতি ছাড়া কিছু নয় তা জানা গেল অতি সম্প্রতি নথি প্রকাশিত হলে বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হবে। সাবাস! একেই বলে হয় সব শেয়ালের একই রা। কালো টাকা ফিরিয়ে আনার মতো কেন ভুয়ো প্রতিশ্রুতি মোদিজি দিয়ে দিলেন সে সব তথাকথিত। বিরোধী সুলভ প্রশ্ন তুলে সরকারকে বিব্রত করতে চাইছি না। অতি বিনীত ভাবে বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু প্রশ্নের জবাব চায় ভারতের জনগণ।

প্রথমত ভারত পৃথিবীর মধ্যে স্বাধীন সার্বভৌম সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। আধুনিক বিশ্বে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের বৈদেশিক সম্পর্ক নির্ভরকার কিসের কিসের উপর? এখানে রাষ্ট্রনেতাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের উপর কিছুই নির্ভর করে না। তা যদি করত তাহলে বিগত ইউপিএ সরকার চিনের মাঝে সীমান্ত সমস্যা তুড়ি মেরে সমাধান করতে পারত। কারণ তৎকালীন বিদেশ মন্ত্রী নটবর সিং আর চিনের প্রেসিডেন্ট একই কলেজে ক্লাস মেট ছিলেন। পৃথিবীর সব রাষ্ট্রই নিজ নিজ জাতীয় স্বার্থের স্বার্থেই বৈদেশিক সম্পর্ক গড়ে তোলে বা রক্ষা করে চলে। আধুনিক বিশ্বে অর্থনীতির গরজই প্রধান ভূমিকা পালন করে।

ফলে ৭০ বৎসর পূর্বে ঘটে যাওয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ের কোন তথ্য যদি তার দেশবাসীর কাছে প্রকাশ করে ভারত, তাহলে বিদেশি রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কে চিড় ধরবে এ কথা শুনে সেই বিখ্যাত ঢাকাইয়া কুট্টির মতো বলতে হয় ''ঘোড়াও হাসব কর্তা''। ৭০ বৎসর পূর্বে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বা তার অব্যবহিত পরে কোন রাষ্ট্রনেতা অন্য কোন দেশের রাষ্ট্রনেতার সঙ্গে কোন প্রেক্ষিতে কি ব্যবহার করেছিল তাই নিয়ে আধুনিক সময় কোন দেশই বোধ হয় মাথা ঘামিয়ে পণ্ডশ্রম করবে না। আর তা নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতে কেউ বিচার প্রার্থীও হবে না। একথা দ্বর্থ্যহীন ভাবে বলা যায় যে অন্য কোনও জাতির মাথা ব্যথা হওয়ার কোনও কারণ নেই। কিন্তু আমাদের আছে একজন জাতীয় বীরের শেষ পরিণতির বাত্য ইতিহাস। জানার গরজেই তা আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রাশিয়ার ভূমিতে পোলান্ডের হাজার হাজার সৈনিকদের গণ কবর আবিষ্কৃত হয়েছে। তা থেকে তৎকালীন রাশিয়ার স্টালিনের ভূমিকার নিন্দাও করেছে। বীভৎসতার জন্য। কিন্তু তাই বলে বর্তমানে কি রাশিয়া আর পোল্যান্ডের মধ্যে কোনও সম্পর্ক নেই? আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত মানবতার সবচেয়ে জঘন্যতম কাজ করেছিল আমেরিকা জাপানে পরমাণু বোমা ফেলে। কিন্তু তার জন্য কি জাপান আর আমেরিকার মুখ দর্শন করেনা। আমরা জানি আমেরিকার অর্থনীতির ৬০% চলে জাপানি অর্থে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যে রাষ্ট্র সংঘ গঠিত হয়েছে সেখানে এরকম কোন সনদ আছে কি যে যুদ্ধকালীন কোন গোপন তথ্য কোন সদস্য দেশ তা প্রকাশ করতে পারবে না? তা যদি না থাকে তাহলে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের দোহাইটা বালখিল্য যুক্তি হচ্ছে না কি?

দ্বিতীয়ত নেতাজির অন্তর্ধান সম্পর্কিত আজ অবধি প্রকাশিত তথ্য বলে যে নেতাজির শেষ পরিণতির বিষয়টা রাশিয়া, জাপান, ইংল্যান্ড মূলত এই তিনটি দেশের সঙ্গে জড়িত। এছাড়া চিনের সঙ্গে একটা ক্ষীণ সম্পর্ক থাকলেও থাকতে পারে। তাহলে প্রশ্ন আসে ভারতবর্ষ কি এই চারটি দেশের সাহায্যের উপর অর্থনীতি ও প্রতিরক্ষায় নির্ভরশীল। নেতাজির সত্য তথ্য প্রকাশিত হলে এরা বিরূপ হবে। আর তা হলে ভারতবাসী অনাথ অভিভাবকহীন হয়ে পড়বে। অটলজী পরমাণু বোমা বিস্ফোরণ করেছিলেন পরমাণু শক্তিধর দেশের রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা করে। আমেরিকার অর্থনৈতিক অবরোধও অটলজীকে টলাতে পারেনি। কিন্তু নেতাজির রহস্য উদ্‌ঘাটনের সময় যত ভয়। তবে কি ধরে নিতে পারি না যে নেতাজির রহস্য পরমাণু বিস্ফোরণের থেকে শক্তিশালী। তাই অটলজী ভয় পেয়েছিলেন, এবং দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যগরিষ্ঠতা নিয়ে ৫৬ইঞ্চি ছাতির গর্বিত শাসক মোদিজীও ভয় পাচ্ছেন।

আসল কারণটা ওই পিএম ও হেপাজতে থাকা নেতাজি সম্পর্কিত রহস্যময় গোপন ফাইলের মতো রহস্যে মোড়া। যা প্রকাশিত হলে আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় স্তরে সত্যিই পরমাণু বিস্ফোরণের শক্তি নিয়ে একটা ধুলিঝড় উঠবে। আর তার অভিঘাতে অনেকে দলের অনেক প্রয়াত নেতা, অনেক পরিবারের সঞ্চিত গরিমা সব মুহূর্তেই ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। তাই এতো গোপনীয়তা, তাই এতো অপযুক্তি, কু নাট্যের অবতারণার খেলা চলছে দেশবাসীর সঙ্গে।

পরিশেষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে বিনীত নিবেদন যে, টিভি খুললেই দেখতে পাই আপনার ঘরে স্বামীজির আবক্ষ মূর্তি। আপনি স্বামীজির ভাব শিষ্য বলে গর্ব করেন তাতে আমরাও গর্বিত হই। কিন্তু স্বামীজি বলে ছিলেন 'চালাকি দ্বারা মহৎ কার্য সিদ্ধি হয় না। সেটা ভুলে গিয়ে কংগ্রেস প্রদর্শিত পথেই হাঁটলেন। আর আপনি যে স্বচ্ছতার অভিযানে মেতেছেন সে স্বচ্ছতার পরিধি কি শুধুই বাইরের জগৎ নিয়ে। অন্তরে বাইরের স্বচ্ছতার প্রয়োজনীয়তা কি আপনি স্বীকার করেন না। যদি করেন তাহলে বলি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাসে স্বচ্ছতা আসুক তা কি কাম্য নয়? বিমান দুর্ঘটনার মতো মিথ্যা ইতিহাস পড়ে আগামী প্রজন্ম সত্যের পথে চলার নৈতিক শক্তি পাবে কি? আর তাছাড়া যারা সনাতন হিন্দুধর্মের প্রসার ও প্রচারে সদা নিয়োজিত তাঁরাও জানে যে সত্যই শিব ও সুন্দর। সত্যম শিবম্ সুন্দরম্। বিবেকানন্দের কথায় সত্যের জন্য সব কিছু ত্যাগ করা যায়– এমন কি প্রাণ পর্যন্ত। কিন্তু কোন কিছুর বিনিময়ে সত্যকে ত্যাগ করা যায় না এমন কি সিংহাসনের জন্যও নয়।

তবে বাধা তো থাকার কথা নয়। ভারতবর্ষের বীর সৈনিকের শেষ সত্যটুকু প্রকাশ করে আপনি কি পারেন না সত্যের পূজারী হতে। যে দেশে একদিন স্টেশনে স্টেশনে চা বিক্রি করেছে তার ত হারাবার কিছু নেই। ফিরিয়ে দিন আমাদের হারিয়ে যাওয়া সত্য ইতিহাসকে।

অপরাধের আস্তাবলে বিপন্ন গণতন্ত্র পর্ব ৮

সুস্বাগত বন্দ্যোপাধ্যায়

গত সপ্তাহের লেখায় ইতি টেনেছিলাম গণতন্ত্র অপরাধীদের আস্তাবলে পরিণত হয়ে গিয়েছে বলে। এই শিরোনামের যৌক্তিকতাকে প্রমাণ করার দায় স্বাভাবিকভাবেই লেখকের থেকে যায়। এই দায় মাথায় রেখে আলোচনার গভীরে গেলে পাঠকের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। জনগণের মূল্যবান ভোটের প্রতি গুরুত্ব বা সম্মান আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলি কতটা রাখে। পাড়ার রাজনৈতিক দাদার 'ম্যাসলম্যান' ঠিক করে দেয় আপনার ভোটের ভবিষ্যত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন, কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া সহ দেশগুলিতে দাগী অপরাধীদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কোনও অধিকার নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যদিও নির্দিষ্ট কোন আইন নেই যে অপরাধীদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করার। আইন করে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে নির্বাচিত প্রতিনিধি জেলে গেলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা অথবা প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার অধিকার হারাবে। ভারতীয় নির্বাচন ব্যবস্থায় ১৯৫১ সালের জন প্রতিনিধিত্ব আইনের ৮ ধারায় ৪ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে সংসদ, বিধায়ক যদি অপরাধী বলে অভিযুক্ত হয় এবং অপরাধের তিন মাসের মধ্যে সে দোষী সাবস্ত না হলে তাঁর সংসদ অথবা বিধায়ক পদ খারিজ হবে না। দোষী সাবস্ত হবার পর সংসদ সদস্য উচ্চ আদালতে আপীল করলে তিনি ক্ষমতায় থেকে যাবেন। যতক্ষণ না ফৌজদারী অপরাধের নিস্পত্তি হয়।

২০০৫ সালে লিলি টমাস এবং প্রাক্তন আমলা এস.এস শুক্লা জনস্বার্থে পুনপ্রতিনিধি আইনের ৮এর ৪ নং অনুচ্ছেদ আইনে ফৌজদারী অপরাধের আদালত কর্তৃক অভিযুক্ত সংসদ বিধায়কদের ক্ষমতায় আসীন থাকার অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তোলে। ২০১৩ সালে জুলাই মাসে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দেয় যে ফৌজদারি অপরাধে চার্জশিট প্রাপ্ত সংসদ বিধায়কদের প্রতিনিধিত্ব পদ খারিজ করে দিতে হবে। এই নির্দেশের ফলে রাজ্যসভার সদস্য রসিদ মাসুদ এবং লোকসভার সদস্য লালু প্রসাদ যাদবের সংসদ সদস্য পদ খারিজ হয়ে যায়। সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশকে উপেক্ষা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার তৎপর হয়ে ওঠে। সেপ্টেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় সরকার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকে বাতিল করার জন্য এক সংশোধনী বিল নিয়ে আসে। কিন্তু জনপ্রতিনিধিত্ব সংশোধনী বিল নিয়ে কংগ্রেস দলের মধ্যে বিতর্ক দেখা দিলে এই বিলটি তুলে নিতে বাধ্য হয়। ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সুপ্রিম কোর্ট আইন কমিশনের কাছে জানতে চায় দেশের নির্বাচন ব্যবস্থায় মিথ্যা হলফনামা পেশ করে ফৌজদারী অপরাধে অভিযুক্ত সংসদ বিধায়কদের সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য জানাতে হবে আইন কমিশন তার রিপোর্ট বেশি সময়ে জেলবন্দী রাজনৈতিক অপরাধীদের সদস্যপদ বাতিল করা হবে। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি অপরাধীদের বিচার এক বছরের মধ্যে শেষ করা হবে। আইন কমিশনের সুপারিশ গ্রহণ করে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দেয় যে 'দিনের দিন' ভিত্তিতে শুনানির দ্বারা এক বছরের মধ্যে কেন্দ্র রাজ্যের আইনসভার জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলার নিস্পত্তি করা হবে। এই রায়ে আরও উল্লেখ করা হয় যে নিম্ন আদালত এক বছরের মধ্যে মামলার নিস্পত্তি করতে না পারলে তার কারণ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে জানাতে হবে। ২০১৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে যে দাগী অপরাধী প্রার্থীরা নির্বাচিত হয়েছে ২০১৫ সালের মে মাসের মধ্যে মামলার নিস্পত্তি করতে হবে।

সুপ্রিম কোর্টের এই ঐতিহাসিক রায়ের প্রতি মান্যতা দিয়ে নিম্ন আদালতের বিচার কতটা গতি পেয়েছে তার সদুত্তর পেতে এখনও পাঁচ মাস অপেক্ষা করতে হবে। দাগী অপরাধীদের সংখ্যার দিক থেকে দেখতে গেলে বিহার–উত্তরপ্রদেশ–অন্ধ্রপ্রদেশের আইনসভার সদস্যপদ লাভ হল বেঁচে থাকার শেষ আশ্রয়স্থল। বিহার উত্তরপ্রদেশের অপরাধী রাজনৈতিক নেতাদের স্থানীয় ভাষায় বলে বাহুবলী সদস্য। এই দুই রাজ্যের অর্থনৈতিক অনুন্নয়নের কারণ হল অপরাধ এবং দুর্নীতি। পেশী শক্তির জোরে উন্নয়নের অর্থ লুঠ করে বাহুবলী নেতা। বিহার উত্তরপ্রদেশে বাহুবলী নেতারা মন্ত্রী হয়। উত্তরপ্রদেশের ডন রাজা ভাইয়া। ১৯৯০–এর দশকে জেলে বন্দী অবস্থায় বহুজন সমাজবাদী পার্টি থেকে লড়াই করে। রাজা ভাইয়াকে ভোট করার জন্য শ্লোগান ওঠে 'মোহর ল্যাগি হাতি পা বরণা গুলি ছাতি পা।' হাতি চিহ্নে ভোট দাও নাহলে বুকে গুলি খাও। ২০০৯ সালে তাঁর আত্মীয়াকে ধর্ষণ গর্ভপাত মামলায় অভিযুক্ত হয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। রাজার স্ত্রী আশা রাণী এই ধর্ষিতা মহিলাকে আত্মহত্যা করতে প্ররোচনা দেওয়ার অপরাধে ৬ বছর আগে অভিযুক্ত হয়। কিন্তু জামিনে মুক্ত হয়ে বর্তমানে আশা রানী বিজেপির বিধায়ক। বিহারের জনতা দলের(ইউ) মহিলা বিধায়ক জগমাতো দেবী তাঁর স্বামীকে হত্যা করার পরের বছরই বিধায়ক হিসাবে নির্বাচিত হয়। ২০১১ সালে তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র অজয় সিং জনতা দলে (ইউ)–এর বিধায়ক হিসাবে লড়াই করার কথা ছিল। কিন্তু খুন, অপহরণ, ধর্ষণের অভিযোগের কারণে তাকে টিকিট না দেওয়ায় স্ত্রী কবিতা সিংকে বিধায়ক হিসাবে নির্বাচিত করে। বিহারে ৫৪% সংসদ বিধায়ক খুন ধর্ষণ, ডাকাতির মামলায় অভিযুক্ত। উত্তরপ্রদেশে ৪০৩ জন বিধায়কের মধ্যে ১৮৯ জনের বিরুদ্ধে ধর্ষণ ও খুনের মামলা ঝুলছে। রাজ্যের দলগত হিসাব অনুযায়ী অপরাধের শীর্ষে সমাজবাদী পার্টি ৪২% বহুজন সমাজবাদী পার্টি ৩৩% কংগ্রেস ও ভারতীয় জনতা দল ২৮% গুন্ডা–লুম্পেন–অপরাধী প্রতিনিধিত্ব করছে। উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা মন্ত্রিসভা অপরাধীদের দখলে থাকায় সেখানে গুণ্ডারাজ চলছে। বিহার উত্তরপ্রদেশে অপরাধী পরিবারগুলি সাংগঠনিক ভাবে রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় থেকে আইনের ফাঁক দিয়ে পুলিশ প্রশাসনের নিরাপত্তা ও আধিপত্যকে কাজে লাগিয়ে ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণ করছে। এর ফলে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা খুন ধর্ষণ দাঙ্গা যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তা যথেষ্ট উদ্বেগের বিষয়। অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রাইটসের প্রতিবেদন অনুযায়ী উত্তরপ্রদেশ ৪৭% বিধায়ক অপরাধী। চারজন বিধায়কের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশী অপরাধ মামলা রুজু করা হয়েছে। সুশীল সিং (২০টি মামলা) রামবীর সিং (২৮টি মামলা) মুক্তার আনসারি (১৫টি মামলা) এবং মহম্মদ আলেম খান (তিনটি মামলা)। উত্তরপ্রদেশের সমাজবাদী পার্টির বিধায়ক শ্রীভগবান শর্মা, অনুপ সানদা এবং মনোজ কুমার পারার বিরুদ্ধে ধর্ষণের মামলা রয়েছে। বহুজন সমাজ পার্টির মহম্মদ আলাম খান একই অপরাধে অভিযুক্ত।

বিহার উত্তরপ্রদেশের পর অপরাধী বিধায়কদের তালিকার রয়েছে মধ্যপ্রদেশ। ১১ শতাংশ বিধায়ক দাগী অপরাধী। শাসক দল বিজেপির ২০ শতাংশ নির্বাচিত হলফনামায় স্বীকরে করে নিয়েছে। ২৩০ সদস্য বিশিষ্ট মধ্যপ্রদেশ বিধানসভায় কংগ্রেসের ৬৬ জন সদস্যর মধ্যে ৬২ জনের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে। দিল্লি এবং ঝাড়খন্ড বিধানসভা ও লোকসভার অপরাধী প্রতিনিধিদের সংখ্যা শতাংশের অনুপাতে এক ৮ শতাংশ। ছত্রিশগড়ে ৯০ সদস্য বিধানসভা ৩ জন, রাজস্থানে ১৯৯টি আসনে ২৩ জন অপরাধী সদস্য রয়েছে। মহারাষ্ট্রে সাম্প্রতিক নির্বাচনে ৪০ শতাংশ (১১৫) সদস্য দাগী অপরাধী হিসাবে ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত। ৪৮ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে ৩১ জন সদস্য অপরাধী সংসদ।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির রাজ্য গুজরাটে তার দল বিজেপির ৪২জন সংসদ সদস্যর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা রুজু করা হয়েছে। ২০০২ সালে গুজরাট দাঙ্গার মামলায় প্রাক্তন নারী শিশু বিকাশ বিষয়ক মন্ত্রী মায়া কোদালীর জেল হলেও বিজেপির বিধায়ক জেটা ভরদ্বাজ দাঙ্গার সময় ধর্ষণ ও খুনের অপরাধে চার্জশিট পেয়েছে। ক্যাবিনেটে মন্ত্রী ওধাবিভাই সোলাঙ্ক ৪০০ কোটি টাকার কেলেংকারীর মামলায় যুক্ত আছে। সারদা চিটফান্ডে কেলেংকারী নিয়ে নরেন্দ্র মোদি থেকে রাজ্য বিজেপির নেতারা যখন চিৎকার করে স্বচ্ছ ভারত অভিযানের ডাক দিচ্ছে তখন গুজরাটের একাধিক মন্ত্রী বিধায়কের বিরুদ্ধে খুন ধর্ষণ দাঙ্গা কৃষকের জমি লুঠ করা অথবা জোর করে দখল করার অভিযোগ রুজু হয়েছে। অথচ মোদি, অমিত শাহ ,সিদ্ধার্থনাথ শাস্ত্রীরা নির্বিকার। সাব্বাস ম্যাকিয়াভেলীয় রাজনীতি। বিজেপির নেতাদের দুর্নীতি কেলেঙ্কারী অপরাধ রাজনীতি বিরোধীতার নাটক দেখে মনে পড়ে যায় সেক্সপীয়রের ওথেলো নাটকে আয়াগের প্রতি ওথেলোর উক্তি। 'Machiavellian Frand'.

পাঠকের কলম

শুধু বিজেপির গায়েই গন্ধ?

শুধু কি বিজেপি–র গায়েই দুর্গন্ধ থাকে? অ–বিজেপি গোষ্ঠীরা কি ভারতবর্ষের সংবিধানে দুরকম আইন করেছে? না হলে বিজেপি সভা করলে দোষ হয়। অথচ অন্যদের বেলায় সে দোষ হয় না। বিশেষ করে সম্প্রতি সিদ্দিকুল্লা সভা করলো কার অনুমতিতে? কে ওদের সভার মাপজোক করেছে ফিতে দিয়ে? সভার নামে ওরা উসকানি দিল। কোনও পার্টির নেতার মুখ দিয়ে একটুও রা বের হল না। বিজেপি–র সভায় পান থেকে চুন খসলে সব পার্টির লোকেরা রে রে করে তেড়ে আসে।

গোপাল সাধুখাঁ, বরাহনগর

শাসক এখন পুলিশের জুজু

পুলিশ শিশুদের কাছে জু জু হিসাবেই শোভা পেত। এখন পুলিশের সে অবস্থা নেই। পুলিশ এখন সবার কাছ থেকেই মার খেয়ে মরছে। হায়রে বঙ্গের পুলিশ! দিনরাত হাত পেতে টাকা তোলা আর নেতা মন্ত্রীদের দাসানুদাস হয়ে অন্যায় কাজে মদত দেওয়ার মানুষ মাত্রই বিরক্ত হয়ে উঠেছে। খুব ঠেকে না পড়লে পুলিশের সঙ্গে আর মেয়ের বিয়ে দিতে চায় না। সমাজ থেকে পুলিশের মর্যাদা হারিয়ে গিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই লিখতেন 'হায়! পুলিশ তোমার দিন গিয়েছে''! প্রশ্ন করি এই ভীরু কাপুরুষ, বীর্যহীন সমাজের অপদার্থ, পচে গলে যাওয়া এই পুলিশ জনগণের টাকায় পোষা হবে কেন? পুলিশ পুষে লাভ কার? লাভ নেতদের। তাই নেতারা তাদের গাঁটের খরচায় ওদের মাহিনা দিক, মানুষের কাছে পুলিশের কি প্রয়োজন?

সীমা কর্মকার, বারাকপুর

এদের পুষে লাভ কার?

'দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন'–এটাকেই বলে রাজ ধর্ম। এইরাজধর্ম সঠিকভাবে পালন করে এসেছেন হিন্দু রাজারা। সম্রাট অশোক প্রজাপালনের এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তা ভারত সরকার অশোক শীর্ষ স্তম্ভের সিংহের প্রতীক ও চক্রকে গ্রহণ করে পুলিশের উর্দিতে ঠাঁই করে দিয়েছেন। দুষ্টের দমন করে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সদা জাগ্রত থানার প্রহরীর প্রতীক্ষার শপথ নিয়ে পুলিশ কর্মীরা জনগণের করের টাকায় পালিত হয়। মাথার টুপিতে মহারাজ অশোকের ছায়া মূর্তি জ্বলজ্বল করে শোভা পায়। কিন্তু পুলিশের সে ভূমিকা কোথায়? আগেকার মত পুলিশ আর প্রজা হিতের স্বার্থে কাজ করে না। করে শুধু নেতাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য দুষ্টের পালন আর শিষ্টের শাসন! সাধারণ মানুষের পালন আর শিষ্টের শাসন! সাধারণ মানুষের জন্য যখন ওরা কাজ করে না তখন ওদের সাধারণ মানুষেণ টাকায় ওদের পোষা হবে কেন? পুলিশ পুষে জনগণের লাভ নেই। লাভ পুরোদস্তুর নেতাদের। তাই প্রশ্ন উঠছে সরকারি টাকায় ওদের মাইনে দেওয়া হবে কেন? মন্ত্রী ও নেতাদের ব্যক্তিগত পকেটের টাকায় ওদের মাহিনা দেওয়া হোক! ঝা চকচক গাড়ি ও তার চলায় খরচ বহন করুক নেতা ও মন্ত্রীরা।

দুর্গাদাস সরকার, টালিগঞ্জ

শৌর্য হারিয়েছে পুলিশ

শৌর্য বীর্যের প্রতীক আর পুলিশের মধ্যে নেই। অন্যায় ও দুষ্কর্ম করতে পুলিশের চরিত্র নষ্ট হয়ে গেছে। তা পুলিশের বিবেক সর্বদাই পুলিশের মনের গভীর অন্তস্থলে নাড়া দিয়ে চলেছে। তাই পুলিশ আজ চরম ভীরু ও কাপুরুষতার প্রতীক হয়ে উঠেছে। পুলিশের ভয়ে এখন আর মানুষ ভীত নয়। পুলিশ ভীত তার অপরাধী মনের কাছে। এরই মাশুলের মশান নিয়ে পুলিশ অপরাধ দমনে ব্যস্ত হয়ে কেবলই অপরাধীর পায়ের তলায় আশ্রয় নিচ্ছে। এই ভীরু অপরাধ প্রবণ পুলিশ কার স্বার্থে পোষা হয়? পোষা শুধু মাত্র নেতাদের স্বার্থ রক্ষায়। পোষাকের আস্তরণ থেকে কেবলই ভীরু রশ্মির প্রভা ঠিকরে বেড়িয়ে আসছে। তাই ওদের পোষাক বদল করা উচিৎ।

শোভা দত্ত, বারাসাত

বিষ্ণুপুরে জমজমাট পুরনো জিনিসের মেলা

সামিম হোসেন : একটার পর একটা দোকানে শুধু থরে থরে পুরনো জিনিস সাজানো। কি আছে সেই তালিকায় ? কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ফ্যান থেকে শুরু করে ফ্রিজ। আবার কাঠের পালঙ্ক থেকে প্রয়োজনীয় আসবাব, এ্যান্টিক মূর্তিও মিলে যেতে পারে। দামও নতুনের থেকে প্রায় অর্ধেক। দক্ষিণ ২৪ পরগনার মন্দিরবাজারের দক্ষিণ বিষ্ণুপুরে মকর সংক্রান্তির দিন থেকে শুরু পুরনো জিনিসের মেলা। বহু প্রাচীন এই মেলা। লোকমুখে প্রচার আছে, শ্রীচৈতন্য গঙ্গাসাগর যাওয়ার পথে এখানে আদি গঙ্গাতে সংক্রান্তির স্নান করেছিলেন। সেই আদি গঙ্গা এখন মজে পুকুরে পরিণত হয়েছে। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে তত আড়ে বহরে বাড়ছে এই মেলা। এবছর প্রায় ২৩০০টি দোকান বসেছে মেলায়। মন্দিরবাজার পঞ্চায়েত সমিতি এই মেলা পরিচালনা করে। পুরনো

জিনিসের পাশাপাশি দোকানিরা নতুন জিনিসের পসরাও সাজিয়েছেন খরিদ্দারদের চাহিদা মেনে। তবে এই মেলা জনপ্রিয় পুরনো জিনিসের জন্য। এই জেলা ও জেলার বাইরের প্রচুর ব্যবসায়ী সারা বছর ধরে পুরনো জিনিস কিনে মজুত করেন। ইলেকট্রনিক্সের জিনিসগুলো রিপেয়ারিং করে নিতে হয়। অনেকক্ষেত্রে রঙ করে একদম নতুনের মত করে দেন ব্যবসায়ীরা। কাঠের আসবাবে পালিসের জেল্লা পড়ে। যেমন মেলায় ইলেকট্রনিক্সের দোকান দিয়েছেন মথুরাপুরের মেহেদি হাসান। তিনি জানালেন, বাজার চলতি জিনিসের পাশাপাশি আমরা এমন অনেক জিনিস বিক্রি করি যা এখন আর বাজারে পাওয়া যায়না। কিন্তু আমরা যেহেতু পুরনো জিনিস কিনি তাই পাই। খরিদ্দারদের দিতে পারি। তবে আমাদের মত কিছু ব্যবসায়ী খারাপ জিনিস গছিয়ে নিয়ে ঠকিয়েছেন খরিদ্দারদের। তাই এখন পুরনোর পাশাপাশি নতুনও বিকোচ্ছে। খরিদ্দাররাও মুখ ফেরাচ্ছেন পুরনো জিনিস থেকে। পাথরপ্রতিমার বিমল দাসকে দেখা গেল একটি ফ্রিজ কিনে নিয়ে যেতে। বিমলবাবু জানালেন, আগে বাড়িতে ইলেকট্রিক ছিল না। কয়েক মাস আগে এসেছে। বাড়ির লোক ধরল একটা ফ্রিজ কিনেতে হবে। কিন্তু নতুনের দাম প্রচুর। পুরনো ফ্রিজ কিনেছি। দাম পড়েছে চার হাজার টাকা। আর পাঁচটা মেলার মত বসেছে নাগরদোলা, খাবারের স্টল ও ছোটদের বিভিন্ন খেলার সামগ্রী। মেলা চলবে জানুয়ারির শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত।

উত্তরণের পথে সংগ্রামী সাঁওতাল গৃহবধূ বাসন্তী সোরেন

অশোক কুমার মণ্ডল

চেনা ছবির বাইরে

শিক্ষাব্রতী বাসন্তী সোরেন সুন্দরবন এলাকার নামখানা ব্লকের অন্তর্গত চতুর্দিকে নদীবেষ্টিত সম্পূর্ণ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন মৌসুনী দ্বীপের কুসুমতলা গ্রামে এক হতদরিদ্র সহায় সম্বলহীন আদিবাসী সম্প্রদায়ের সাঁওতাল পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষানুরাগী বাসন্তী সোরেনের বর্তমানে বয়স ৩৪ বৎসর। পিতা প্রয়াত গজেন্দ্র নাথ সোরেন ও মাতা সরমা সোরেন। খুবই গরিব পরিবারের ৪ বোন ৩ ভাইয়ের মধ্যে বাসন্তী সর্বকনিষ্ঠ। সাগরদ্বীপের খাসরামকরচর আদিবাসী ভগ্নীপতি নবীন মান্ডির বিশেষ পরামর্শে বিদ্যার এক সেরা পীঠস্থান কনক মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয়ে ৫ম শ্রেণী থেকে ৭ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। এরপরে অর্থাভাবে পড়াশুনার মাঝখানে দু বছর যাবৎ বন্ধ হয়ে যায়।

তখন বাসন্তী চরম দারিদ্রতার সঙ্গে লড়াই শুরু করে দেন। এরফলে বাসন্তী পাকা রাস্তায় পিচ ঢালার কাজ, কলকাতাতে পাকা বাড়িতে শ্রমিকের কাজ, আবার কখনও কখনও অপরের বাড়িতে জন মজুরির কাজ করে সংসার নির্বাহের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যান। তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার বুদ্ধিদীপ্ত বাসন্তী সোরেনের ছোটবেলা থেকেই পড়াশুনার প্রতি প্রবল আগ্রহ প্রকাশ বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। স্থানীয় কতিপয় শিক্ষানুরাগী ব্যাক্তিদের পরামর্শে পুনরায় পড়াশুনার প্রত গভীর ভাবে মানসিক ইচ্ছা প্রকাশ করে খান সাহেব আবাদ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে যান। উক্ত স্কুলে নবম শ্রেণীতে অধ্যয়ন চলাকালীন খাসরামকরচর মৌজার শিক্ষিত আদিবাসী যুবক দুলাল চন্দ্র সোরেনের সঙ্গে ১৯৯৩ সালে বিয়ে হয়।

১৯৯৫ সালে সাগর ব্লকের খান সাহেব আবাদ হাইস্কুলে শ্বশুর রাম সোরেন, শ্বাশুড়ি ময়না সোরেন এবং স্বামী দুলাল সোরেনের বিশেষ আন্তরিকতায় বাসন্তী সোরেন পড়াশুনার প্রতি গভীর মনোযোগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে ১৯৯৭ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় ১ম বিভাগে ৫২৪ মার্কস পেয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করেন। সংসারে রান্নাবান্না ও সাংসারিক কাজকর্ম সামলানোর সঙ্গে সঙ্গে জোর কদমে অধ্যাবসায় চালিয়ে যান। ১৯৯৯ সালে কয়লাপাড়া এস ডি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগে কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করেন। ২০০২ সালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত প্রাকৃতিক মনোরম পরিবেশে পর্যবেশিত চতুর্দিকে নদীবেষ্টিত সাগর ব্লকের সাগর মহাবিদ্যালয় থেকে সুন্দরবনের আদিবাসীদের গর্ব বাসন্তী সোরেন সাঁওতাল গৃহবধূ তথা একজন কৃতী ছাত্রী হিসাবে সর্বপ্রথম এই জেলা থেকে বি-এ পার্ট-টু পরীক্ষায় বাংলা অনার্সে (সাম্মানিক স্নাতক) পাশ করে অনন্য নজির সৃষ্টির মাধ্যমে দ্বীপ ভূমিতে সাড়া ফেলে দিয়েছেন।

২০০৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এমএ পাশ করেন। স্কুল মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালীন দক্ষতার সঙ্গে দৌড়, লংজাম্প, শর্ট পার্ট, ডিসকাস থ্রোতে অংশগ্রহণ করতে ভোলেন না। বাসন্তীর একমাত্র কন্যা পূর্ণিমা সোরেন মাতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে নামখানা দেবনগর সোরদা দিন্দা বিদ্যাপীঠে উচ্চ মাধ্যমিকে অধ্যয়ন করছে। বাস্তী সোরেন তাঁর মাতৃভাষা সাঁওতালী ভাষার পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি, ওড়িয়া ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারেন।

বাসন্তীর এইরূপ অনন্য নজিরের জন্য তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এমএ পড়বার জন্য ১২ হাজার টাকা এবং তৎকালীন ওয়েবরেডার অধিকর্তা শান্তিপদ গণ-চৌধুরী সৌরশক্তির গৃহ বিদ্যুৎ প্রদান করেন। সাগর মহাবিদ্যালয়, মাস এডুকেশন সহ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানে বাসন্তী সোরেনকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে।

২০০৫ সালে খাসরামকর খুঁটিকাটা অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষিকা পদে যোগদান করেন। ২০০৭ সালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নামখানা ব্লকের পাতিবুনিয়া উপেন্দ্র বিদ্যাপীঠে বাংলা বিভাগের সহকারি শিক্ষিকা হিসাবে কাজে নিয়োজিত আছেন। বর্তমানে নামখানা ব্লকের ''পরমেশ্বর মহাবিদ্যালয়'' থেকে বিএড পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করেন। সাগর বিধানসভার বিধায়ক বঙ্কিম চন্দ্র হাজরা, প্রাক্তন বিধায়ক প্রভঞ্জন মন্ডল, পাতিবুনিয়া উপেন্দ্র বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক অনিন্দকুমার মন্ডল, বাসন্তী সোরেনের দৃঢ় মানসিকতার ভূয়সী প্রশংসা করেন। প্রধান শিক্ষক অনিন্দ কুমার মণ্ডল একান্ত সাক্ষাৎকারে সংবাদ প্রতিবেদককে বলেন যে, সহকারী শিক্ষিকা বাসন্তী সোরেন আমাদের স্কুলের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। আমাদের স্কুলের ছাত্রাবাসে আদিবাসী ছাত্রদের থাকবার জন্য বাসন্তী সোরেনের প্রচেষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য সাগরদ্বীপের খাসরামকরচর ও খান সাহেব আবাদ গ্রামে ৬৫টি পরিবারে মধ্যে প্রায় ৭ শতাধিক সাঁওতাল সম্প্রদায়ের আদিবাসী এখানে বসবাস করেন। প্রায় দুই শতাধিক বৎসরের এককালের দুর্গম সাগরদ্বীপে জীবন জীবিকার স্বার্থে জঙ্গল সাফাইয়ের জন্য উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জে বিহারের সিংভূম, মানভূম এলাকা থেকে এখানে চলে আসেন।

নোদাখালী থানা সমন্বয় কমিটির প্রথম প্রয়াস 'সাত টাকার সন্তান'

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুর : দক্ষিণ শহরতলীর নোদাখালী থানা সমন্বয় কমিটি তাদের প্রথম ভৈরবনাথ গাঙ্গুলী রচিত প্রদীপ দাস পরিচালিত ও অভিনীত অশ্রু সজল সামাজিক যাত্রা পালা গত ১৯ জানুয়ারী সঞ্চিতা মেলার সাংস্কৃতি মঞ্চে মঞ্চস্থ করল। প্রথম প্রয়াশেই যাত্রানুরাগী মানুষদের মধ্যে সাড়া ফেলে দিয়েছে এই প্রযোজনা। ১৯৮৬ সালের আর্থ সামাজিক পরিকাঠামোর অঙ্গনে একান্নবর্তী সংসারে কিভাবে ভাঙন ধরে এবং কিভাবে আধুনিক সমাজের লোভের আগুনে সৎ মানুষ অসৎ হয়ে যায় তার জ্বলন্ত ইতিহাস এই যাত্রা পালা। যাত্রার অভিনয়ে সাংবাদিককের (শুভেন্দু) ভূমিকায় নোদাখালী থানার আই সি শান্তিনাথ

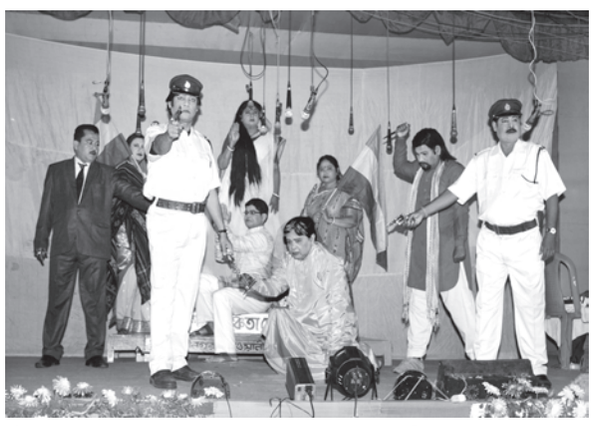

পাঁজা বেশ দক্ষতার সঙ্গে অভিনয় করেছেন। এছাড়া প্রলয় মণ্ডল (প্রভাত) শঙ্কর প্রামাণিক (গণপতি গোস্বামী) সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। নায়িকার ভূমিকায় মানা গিরি (দোপাটি) এবং স্বপ্না সেন (ভারতী) সকলের প্রশংসা পেয়েছেন। পরিচালক ও অভিনেতা হিসাবে প্রদীপ দাসের কথা অবশ্যই উল্লেখ করতে হয়। আগামীদিন এই প্রযোজনা আরো সমৃদ্ধ হবে আশা করা যায়।

চেতলায় ইন্দিরা গান্ধি জন্মোৎসব কমিটি আয়োজিত রক্তদান শিবিরে উৎসাহী রক্তদাতারা রক্ত দান করছেন। এছাড়াও ছিল বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির, বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, দুঃস্থদের কম্বলদান ইত্যাদি। -প্রিয়ম গুহ

'বাঙালি ব্যবসায়ী' শব্দটাই এখন কালিমালিপ্ত

একের পাতার পর

রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলায় শিল্পবাণিজ্য প্রসারে চেষ্টার কসুর করছেন না কিন্তু ফল তেমন ফলছে না। কারণ তাঁর লক্ষ্য বৃহৎ শিল্প, ভারী শিল্প। অথচ এর জন্য যেসব ফ্যাক্টরের প্রয়োজন তা এই মুহূর্তে বাংলায় নেই। নেই সমস্ত সুবিধাযুক্ত এক লপ্তে অনেকটা জমি পাওয়ার সুবিধা, নেই এলাকায় এলাকায় দাদাগিরি বা বেআইনি সিন্ডিকেট বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা, নেই সরকারি দপ্তরে গড়িমসি মার্কা ওয়ার্ক কালচার বদলাবার প্রবণতা। সেইজন্য আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও লাভ তেমন হচ্ছে না। বেশ কয়েকটি রাজ্যের তুলনায় গত বছরেও এ রাজ্যে লগ্নি এসেছে সবচেয়ে কম।

এক্ষেত্রে সরকার বা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিন্তা ভাবনা পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে বলে মনে করছেন জেলা চেম্বার অফ কমার্সের কর্ণধাররা। তারা মনে করেন যেসব কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ধুঁকছে তাদের চাঙ্গা করার উদ্যোগ নিলে রাজ্যের অর্থনীতিতে অনেকটা শক্তি যোগানো সম্ভব হবে। যেসব মাঝারি উদ্যোগপতি নানা সমস্যায় ভুগছেন, আর একটু লগ্নি করতে দ্বিধাবোধ করছেন তাদের জন্য সরকার সহযোগিতার হাত বাড়ালে বাংলার ব্যবসা বাণিজ্যে জোয়ার আসবে। প্রতিদিন ছোটখাট বাঙালি প্রতিষ্ঠান নানা রোগে ধুঁকতে ধুঁকতে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তার কারণ অনুসন্ধান করে এই বন্ধ হওয়ার প্রবণতা রোধ করলে ফের বাঙালি বাণিজ্যে ভাস্বর হয়ে উঠবে। লাভ হবে বাংলার। অন্যথায় সেই গড্ডালিকা প্রবাহ। হা-হুতাশ সার হবে বাংলার বাণিজ্যে। রাজনীতির পঙ্কিল গলি ছেড়ে উদার মানবতার রাজপথে হাঁটা অভ্যেস করতে হবে বাঙালিকে। সেদিন অন্য রাজ্যকে দেখিয়ে বলতে হবে না একে দেখ, ওকে দেখ। আমরাই বলব, 'দেখ কেমন লাগে?'

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE CHILD DEVELOPMENT PROJECT OFFICER
FALTA ICDS PROJECT, SAHARARHAT
FALTA, SOUTH 24 PARGANAS
Ph & Fax: 03174 225525, e-mail :cdpo.falta@gmail.com
Memo No.- 09 /ICDS/FLT Date:- 10.01.2015

TENDER NOTICE

Sealed Tenders are invited from the intending and bona fide Govt. Contractors for selection of authorized agent for (1) Storing of food stuff and (2) Carrying those to different AW Centres under FALTA ICDS Project, South 24 Parganas.

Tender forms along with "Terms & Conditions" will be issued without any cost from 13.01.2015 to 02.02.2015 from the office of the undersigned on every working day from 11-00 AM to 2-00 P.M.

Intending tenderers must submit their tenders along with the relevant documents in the sealed drop box kept for receiving tenders at the office of the C.D.P.O. FALTA, from 13.01.2015 to 02.02.2015 up to 2-00 PM.

No Tender will be accepted if received through mail or received after 2-00 P.M. on 02.02.2015.

Tenderers and Secretary/Executive Officers (in case of co-operative Society) will be allowed to be present at the time of opening of Tenders in the office chamber of the S.D.O. FALTA, on 02.02.2015 at 4:00PM.

Sd/-
(Shibabrata Roy)
Child Development Project Officer
FALTA ICDS Project
South 24 Parganas

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিকের করণ, ফলতা
গ্রাম + পোঃ – সহরার হাট, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পিন :- ৭৪৩৫০৪
দুরভাষ : ০৩১৭৪-২২৫৫২৫

এতদ্বারা শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক, ফলতা, সহরার হাট, দক্ষিণ ২৪ পরগণার পক্ষ থেকে 'খাদ্য সামগ্রী মজুতকরণ, সংরক্ষণ ও অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে খাদ্য সামগ্রী পরিবহন করার জন্য ইচ্ছুক উপযুক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান, সমবায় সমিতি প্রভৃতির নিকট হইতে মুখবন্ধ দরপত্র আহ্বান করা হইতেছে। আবেদন পত্র ও অন্যান্য বিশদ বিবরণ নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয় হইতে ১৩/০১/২০১৫ হইতে ০২/০২/২০১৫ পর্যন্ত সরকারী কাজের দিন বেলা ১১টা হইতে ২টা পর্যন্ত পাওয়া যাইবে। যথাযথ ভাবে পূরণ করা আবেদন পত্র নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে ১৩/০১/২০১৫ হইতে ০২/০২/২০১৫ পর্যন্ত সরকারি কাজের দিন বেলা ১১টা হইতে ২টা পর্যন্ত জমা দেওয়া যাবে।

স্বাক্ষর
শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক, ফলতা
সহরার হাট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

08/I/ICDS/FLT 10.01.2015

এ সপ্তাহের মুখ

যানজট নিয়ন্ত্রণে ত্রাতার ভূমিকায় গৌরবলাল

কল্যাণ রায়চৌধুরী

উত্তর প্রদেশের সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারের সন্তান। সিভিল সার্ভিসে আর পাঁচজন উচ্চাকাঙ্খী মানুষের মতো তাঁরও আগ্রহ ছিল ছাত্রজীবন থেকেই। সেই আগ্রহ থেকেই আইপিএস পরীক্ষায় বসেন। ২০১১ সালে উত্তীর্ণ হওয়ার পর উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অতিরিক্ত আরক্ষাধীক্ষক (সদর) গৌরবলাল বর্ধমান জেলার কাটোয়া থানায় কিছুদিন প্রবেশনারি ওসি হিসেবে কাজ করেন। এরপর আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটে এসিপি (ওয়েস্ট) পদে পোস্টিং পান, অত্যন্ত সদালাপী তারুণ্যে ভরপুর এই তরুণ তুর্কি। গত বছরের জুলাইতে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) পদে পোস্টিং

উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অতিরিক্ত আরক্ষাধীক্ষক (সদর) গৌরবলাল

হন। পশ্চিমবঙ্গে কাজের সুবাদে তাঁকে রীতিমত বাংলা ভাষা রপ্ত করতে হচ্ছে। তবে এই অল্প দু-তিন বছরে তিনি যা বাংলা ভাষা আয়ত্ব করেছেন, তা প্রশংসনীয়। খুব স্বচ্ছন্দ না হলেও ভালই বাংলা বলেন। এমনকি বাংলা পড়তেও পারেন। অত্যন্ত মার্জিত, প্রাণোচ্ছল এস আধিকারিক সোমবার তাঁর চেম্বারে একান্ত সাক্ষাৎকার দিলেন প্রতিবেদককে।

উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার ট্রাফিক সমস্যা কেমন? এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন, 'সমস্যা খুব জটিল, জেলা শহর বারাসতে তিনটি 'হট পয়েন্ট' আছে। তা হল চাঁপাডালি মোড়, কলোনি মোড় ও হেলাবটতলা। আর এর পার্শ্ববর্তী শহর মধ্যমগ্রামের হট পয়েন্ট হল, মধ্যমগ্রাম চৌমাথা মোড়।' যানজট নিয়ন্ত্রণে এই জায়গাগুলিতে ট্রাফিক পুলিশ নিয়মিত কাজ করছে বলে উল্লেখ করেন। তিনি আরও জানান, উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা পুলিশ সুপার তন্ময় রায়চৌধুরীর উদ্যোগে ২৬ তম 'জাতীয় পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ' পালিত হল, ১১ থেকে ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত। এই পথ নিরাপত্তা সপ্তাহের উদ্বোধন হয়, বারাসাতের হেলা বটতলায়। সমাপ্তির দিন উদযাপিত হয় মধ্যমগ্রাম চৌমাথা মোড়ে। জানান, প্রত্যেক ক্রশিংয়ে নো পার্কিং বোর্ডের পাশাপাশি লাগানো হয়েছে সচেতনতামূলক পোস্টার। নিউ বারাকপুর ক্রশিংয়ে নতুন 'বাস বে' করা হয়েছে।

এই জেলা শহরের উপর দিয়ে গিয়েছে দু-দুটো জাতীয় সড়ক। একটি যশোর রোড ও অন্যটি কৃষ্ণনগর রোড। কিন্তু যানবাহন ও জনসংখ্যার অনুপাতে এই দুটি জাতীয় সড়কই তুলনামূলক সংকীর্ণ। ফলে সমস্যা অনেক বলে জানালেন। এও জানালেন ট্রাফিকের জন্য জায়গা জরুরি। সাধারণ লোক বাজারঘাট করেন। ফলে আলাদা পার্কিং দরকার। এছাড়া বিভিন্ন ক্রশিংগুলোতে বাস বে করতে হবে। রাস্তার তুলনায় যানবাহন বেশি। তাদের জায়গা দিতে হবে। রাস্তা চওড়া করা দরকার। এ প্রসঙ্গে জেলা শাসকের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। তিনি শীঘ্র কাজ শুরু করার আশ্বাস প্রদান করেছেন বলে গৌরববাবু উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, 'যানজট নিয়ন্ত্রণে মূল সমস্যা হল রাস্তার দুপাশের পরিসরের অপ্রতুলতা। এটা মিটলে এই সমস্যা প্রায় ৫০ শতাংশ সমাধান হবে। হেলা বটতলা, কলোনি মোড়, চাঁপাডালি মোড়ে বাস বে করার জায়গা নেই। কাজের দিনে গড়ে প্রায় ১০ হাজার গাড়ি এই রাস্তাগুলিতে যাতায়াত করে। যানজট নিয়ন্ত্রণে আর একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা হল ভ্যান-রিকশা। এগুলো নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলিতে 'ভ্যান ফ্রি জোন' করা দরকার। জানালেন প্রায় মাসখানেক আগে এজন্য একটি ট্রায়াল উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। তাতে সফলতাও আসে। কিন্তু পুলিশকর্মীর সংখ্যা অত্যন্ত কম থাকায় এই উদ্যোগ স্থায়ী করা যায়নি। তবে কিভাবে এইসব সমস্যা থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে যানজট নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তার উদ্যোগ চলছে, বলে দাবি করেন গৌরববাবু। জানালেন কলোনী মোড়ে এস পি নিজে অবজার্ভ করে দেখেছেন, রোডের উপর একটি ট্রান্সফর্মার আছে। বিদ্যুৎ বিভাগের এটি স্থানান্তর করার বিষয়ে কথা হয়েছে। শীঘ্রই এটা কার্যকর হবে।

প্রসঙ্গতঃ গৌরববাবুর আমলে সবচেয়ে প্রশংসনীয় পদক্ষেপ হল, পাসপোর্ট ভেরিফিকেশনের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের অহেতুক হয়রানি বন্ধে উদ্যোগ গ্রহণ। এ ব্যাপারে জেলা পুলিশ সুপারের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। পুলিশ সুপারের পক্ষ থেকে সমস্ত ডি আই ও (ডিস্ট্রিক্ট ইনভেস্টিগেশন অফিসার)দের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ২১ দিনের মধ্যে এই ভেরিফিকেশন দাখিল করতে হবে। এই মর্মে সমস্ত ডিআইও-দের কার্যালয় কক্ষের বাইরে সাধারণের জ্ঞাতার্থে বিজ্ঞপ্তিও টাঙানো হয়েছে। সেখানে অতিরিক্ত আরক্ষাধীক্ষক (সদর)-এর মোবাইল নম্বর দেওয়া আছে। কোনও সমস্যা হলে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারবেন সাধারণ মানুষ বলে জানিয়েছেন গৌরববাবু।

ধন্যি মেয়ে
মহিলাদের হাঁড়ির খবর

শুরু হল মেয়েদের বিভাগ ধন্যি মেয়ে। আপনারাও নানা স্বাদের লেখা, অভিজ্ঞতা ও সমস্যার কথা পাঠাতে পারেন। প্রকাশ করব আমরা।

নিরপরাধীকে দোষ মুক্ত করে তৃপ্ত হয়েছি

আইনের খুঁটিনাটি নিয়ে মহিলা ক্রিমিনাল আইনজীবী অর্পিতা চট্টোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন হাওড়ার প্রতিনিধি রিঙ্কি বাগ। অনেক অলিখিত কথাও উঠে এসেছে অকপটে।

১) বর্তমানে আপনি একজন আইনজীবী, নিজেকে আপনি এই জায়গায় আনার ক্ষেত্রে পরিবারকে কতটা পাশে পেয়েছেন?

উঃ আমি আমার সফলতার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে চাই। আমার পড়াশোনার ক্ষেত্রে আমি আমার পরিবারকে সব সময় পাশে পেয়েছি। বিশেষত আমার জামাইবাবু আমাকে এই অবস্থায় আসতে যতটা সাহায্য করেছেন সেটা কেবল মাত্র একজন বাবা তার মেয়ের জীবনে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য করে থাকে। এখানে বলে রাখা ভালো, আমার ১৭ বছর বয়স কালে বাবার প্রথম সেরিব্রাল স্ট্রোক হয়। এরপর থেকেই আমার দিদি জামাইবাবু বড় ভূমিকা নিয়েছেন। আমার জীবন দর্শন এবং জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে। আমার রাজনৈতিক চেতনার বীজ ও বাবা আমার মধ্যে বপন করেন। আমার সাফল্যের পিছনে আমার বন্ধুদের অবদান অনস্বীকার্য। আমার একটি বন্ধু যার নাম সুজিত মাইতি, সে খুব সাহায্য করেছে। সব সময় আমার পাশে আছে। এছাড়া আর একজন ব্যক্তি আছে যিনি আমার পিতৃতুল্য। হায়দ্রাবাদের মনোজ বিস– ইনি আমার পড়াশোনায় খুব সাহায্য করেন। একটাই কথা বলব। আমার বন্ধুদের মতো যেন সকলেই বন্ধু পায়।

২) আপনি এই কাজে কতটা উৎসাহিত এবং গর্বিত মনে করেছেন?

উ: আমি একজন সফল আইনজীবী হতে পেরে নিজেকে গর্বিত মনে করি। আমার কাছে আইনের পেশা কেবলমাত্র ব্যবসা নয়। অনেক মানুষ যারা কূটচক্রে ফেঁসে যান তাদের যখন মুক্ত করতে পারি তার প্রতি হওয়া অন্যায়ের যখন সুরাহা করতে পারি, তখন আমি আইনজীবী হিসাবে গর্ব অনুভব করি।

৩) আপনার নজিরস্থাপনকার কেস, যা আপনি অনেক চেষ্টা করে জিতেছেন?

উঃ– আমার তখন আইনজীবী হিসাবে দেড় বছরও হয়নি। আমার সিনিয়র মি. ফজলুর রেহমান আমাকে একটি ধর্ষণ কেস আরোপিত দোষীকে বেল পাওয়ানোর কেস দিয়েছিলেন। দোষীকে ফাঁসানো হয়েছিল। এবং সে এক বছরের উপর কারাদণ্ড ভোগ করেছিল। এবং অনেক চেষ্টা করে আইনের পথে কোর্টে প্রমাণ করতে সক্ষম হই যে ওই ব্যক্তি দোষী নয়। এই মামলার চিফ জাস্টিস ছিলেন জেয়দারায়েন প্যাটেল ও অসীম রায়।

৪) এখন কোনো কেসের সাথে যুক্ত হয়েছেন যেটা আপনাকে চ্যালেঞ্জ নিয়ে এগোতে হয়েছে এবং সেটি সংবাদ মাধ্যমেও প্রকাশিত হয়েছে?

উঃ সাম্প্রতিক কালে ধর্মতলা চত্বরে বিজেপির বা ভারতীয় জনতাপার্টির মিটিং করার ব্যাপারে রাজ্যসরকার যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল তার বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি সভাপতি রাহুল সিনহা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। কেসটিতে বিজেপির কৌশুলি হিসাবে আমাদের লড়াই করতে হয়। সম্পূর্ণ আইনি পথে ধর্মতলা চত্বরে মিটিং করার স্বপক্ষে অনুমোদন পাশ করাতে সক্ষম হই। যার পরবর্তী ঘটনা নিউজ চ্যানেল এবং দৈনন্দিন পত্রিকার মাধ্যমে সকলেরই জানা।

৫) পলিটিকাল অথবা প্রশাসনের গত কোনও চাপের সম্মুখীন হতে হয়েছে?

উ: যখন উপরোক্ত ঘটনার সৃষ্টি হয় আমরা সাধারণত সিনিয়র জুনিয়ার এবং অন্য আইনজীবীদের নিয়ে কেস লড়ি। এতে সুবিধা হয় এই যে,কজনের উপর রাজনৈতিক চাপ তৈরি হওয়ার আশঙ্কা অনেক অংশে কম হয়।

৬) এখন সমাজে এত অপরাধ বেড়ে গেছে এই বিষয়ে আপনার মতামত এবং কোন ধরনের কেস এখন বেশি আসছে?

উঃ সমাজে এত অপরাধ বেড়ে যাওয়াটা সামাজিক ব্যধি। এই ব্যধির প্রধানতম কারণ হল ভোগবাদের প্রতি আমাদের ক্রমবর্ধমান আসক্তি। আমরা যত আধুনিকতার সংস্পর্শে আসছি আমাদের চাহিদা ক্রমশ সীমাহীন হয়ে উঠছে। চার্বাক দর্শনে একটি কথা আছে–

''যাবৎ জীবৎ সুখং জীবেৎ
ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পীবেৎ।।''

আমরা অজান্তে এটিকেই অনুসরণ করছি। অর্থাৎ আমরা এখন প্রয়োজনে যেনতেন প্রকারে আমাদের ভোগ লালসা চরিতার্থ করতে পিছপা হইনা, আমাদের ক্রয়ক্ষমতা থাকুক বা না থাকুক। আমরা আমাদের সনাতন হিন্দু ধর্মকেও ত্যাগের বদলে ব্যবসা ও ভোগ মার্গে প্রতিষ্ঠিত করেছি। আমাদের এটাই মাথায় রাখতে হবে যে কোনো শিশু অপরাধী হয়ে জন্মায় না। পিতামাতাকে বুঝতে হবে যে সন্তান জন্মাতে যাচ্ছে সে শুধু তাদের নয়, সে দেশেরও সন্তান। আর এই চিন্তা থেকেই সন্তানকে বড় করতে হবে এই বুঝিয়ে যে তার দেশের প্রতিও দায়বদ্ধতা আছে। আর পিতা–মাতার সন্তানকে অবশ্যই শেখানো উচিত কোনো পার্থিব বস্তু চরম সুখ দিতে পারে না। নেপলিয়ন বোনাপার্ট–এর কথা থেকে আমরা বলতে পারি–

"Good parents give birth good children."

৭) এই যে আমরা মানে মেয়েরা সুরক্ষিত নই এই বিষয়ে আপনার কি বক্তব্য?

উঃ– কোনো সরকার আইন করে মেয়েদের সম্পূর্ণ সুরক্ষা দিতে পারেনা। সুরক্ষা দিতে পারে একমাত্র সমাজের মানসিকতার পরিবর্তন। খাতায় কলমে নারী–পুরুষের সমান অধিকারের কথা বললেও আমাদের দেশের মানুষের মনে নারী জাতিকে দুর্বল ভাবার ধারণা এখনও বদ্ধমূল হয়ে আছে। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ধারণা পরিবর্তনের পথে নারীরাই প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাই আজ স্বাধীনতার ষাট বছর পেরিয়ে গেলেও আমাদের মেয়েদের কখনও মুখে অ্যাসিড ছুড়ে মারা হচ্ছে, কোথাও বা ভিন্ন জাতিতে ভালোবাসার জন্য বাবা, ভাইদের হাতে মৃত্যুবরণ করতে হচ্ছে।

আমাদের মেয়েদের সমাজের মানুষের মানসিকতার পরিবর্তন আমাদের ঘর এবং ঘরের আশপাশ থেকে শুরু করতে হবে। আমরা যদি আমাদের পরিবারের পুরুষ সদস্যদের নারীদের প্রতি মানসিকতা পর্যবেক্ষণ করতে পারি এবং সকলে মিলে যদি নিজের নিজের পরিবারের সদস্যদের নারী পুরুষের প্রতি এক ও অভিন্নতার মানসিকতা তৈরি করতে পারি তবে নারীদের কখনওই নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে হবে না।

স্বনির্ভরতায় সামিল হোন

সুলগ্না ঘোষ

'যুগান্তরের লাঞ্ছনা, যন্ত্রণা, অপমান, ব্যর্থতা তোমাকে করেছে অপ্রিয়, বস্ত্রহীনা, প্রেমবঞ্চিত, স্নেহ বঞ্চিত, তবুও তুমি মা, তুমিই সৃষ্টি, তুমিই উৎস'–আদি কাল থেকে বর্তমান যান্ত্রিক যুগ, ইতিহাসের পাতার রক্ত অশ্রু সিঞ্চিত করেছে কেবল নারী জাতি, তার মন, তার শরীর দিয়ে সে সমাজের আবর্জনার ভার রয়েছে, সেই সমাজ তার জন্য রেখেছে শেষ পাতের উচ্ছিষ্ট। এই ধারণাকে ভেঙে ছোট ছোট উদ্যোগে বৃহৎ এক ব্রতে উত্তীর্ণ হয়েছে হাওড়া মহিলা সম্মিলনী।

১৯৫২ সালে ১৮ জন মহিলার হাত ধরে প্রথম পথ চলা শুরু করে। ১৯৫৬ সালে নিবন্ধীকৃত হয়। এই সংস্থার সভাপতি গৌরী মুখোপাধ্যায় ও সম্পাদক চৈতালী মুখোপাধ্যায় ও অন্যতম প্রতিনিধি তমাল মুখার্জী ও প্রবীর মজুমদার নিরন্তর প্রচেষ্টায় এই সংস্থার মাধ্যমে সমাজের নিম্নস্তরের পিছিয়ে পড়া মহিলাদের স্বনির্ভর করে তোলা এবং তাদের স্বাস্থ্য ও জীবনশৈলী বিষয় প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা প্রদান করে স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট।

আত্মবিশ্বাসী করে তোলার জন্য বিভিন্ন হাতের কাজ শেখানোর মাধ্যমে এই প্রচেষ্টা শুরু। সেলাই করাই মহিলাদের রোজকার জীবন গৃহকর্ম। তাই মেয়েদের এই নিত্যকর্মকে নিপুণ ও পরিশালিত করে তাকে শিল্পে পরিণত করা হয়েছে। যেমন–বাঁধনী, কাঁথাস্টিচ, এমব্রয়ডারি, বাটিক ও পাটের বিভিন্ন জিনিস পত্র তৈরির প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এই সংস্থায়। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্যে এই বিভিন্ন হস্তশিল্প প্রশিক্ষণ হয়ে থাকে। হাওড়ার জেলা শিল্পকেন্দ্র–এর অবদান এক্ষেত্রে অনস্বীকার্য। প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের হাতে একটি 'ArtiST–Card' দেওয়া হয়। যার সাহায্যে তারা দেশের যে কোনও হস্তশিল্পের মেলায় অংশগ্রহণ করতে পারে।

সমাজের পিছনের সারির মহিলারা কেউ দারিদ্র্যের চক্রে আবদ্ধ হয়ে, কেউ বা সংসারের দুটো অন্ন সংস্থানের জন্য,কেউ ভুল করে বিভিন্ন নিষিদ্ধ পল্লীর অন্ধকারে সম্পূর্ণ করে নিজেদের। তাতে হয়তো সংসারে কিছু আর্থিক মানোন্নয়ন ঘটে কিন্তু অজান্তে সে নিজের স্বাস্থ্যের মান সংকটের মুখে এনে ফেলে। অসবাধানতা ও সচেতনতার অভাবে সে শিকার হয়ে পড়ে AIDS/HIV, Cervical caucer–এর মতো যৌন সংক্রামিত রোগের। সেই মারণ রোগ প্রতিরোধের নিরাময় প্রচেষ্টা করে চলে হাওড়া মহিলা সম্মিলনী। HIV/AIDS, Cervical Caucer–এর সাথে সাথে বিভিন্ন স্ত্রীরোগের বিষয় সচেতনতা শিবির এর মাধ্যমে সচেতন করে তোলার চেষ্টা করা হয় কিশোরী ও মহিলাদের। এছাড়াও এই মহিলাদের ছেলে মেয়েরা, স্বামীরা যাতে নেশার পথে বিপথগামী না হয় পড়ে তার জন্য মাদক দ্রব্য বর্জন সংক্রান্ত জ্ঞানও প্রদান করা হয়। বিশ্ব এইডস দিবস, বিশ্ব তামাক দিবস এর পথযাত্রা পথনাটিকা, স্বাস্থ্য শিবির করে এই দিনগুলি যথাযথভাবে উদযাপন করে।

শিশু ও যুবক যুবতীরাই জাতির ভবিষ্যৎ। তারাই পরিবর্তনের পতাকা বহন করবে। তাই তাদের পাঠগত শিক্ষা প্রদানের জন্য বামনগাছিতে একটি অবৈতনিক শিক্ষাকেন্দ্র চালু ও যুবকযুবতীদের জন্যে যুব কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করতে চলেছে হাওড়া মহিলা সম্মিলনী। মহিলাদের নিজস্ব অধিকার ও তাদের সুরক্ষা সম্পর্কে আইনি সচেতনতা প্রধানত করা হয় ছোটো ছোটো দলে। আজ হাওড়া মহিলা সম্মিলনীর হাত ধরে বহু মহিলা নতুন করে বাঁচার নতুন জীবন পথের সন্ধান পেয়েছেন।

চুল নিয়ে চুলোচুলি

শ্রাবন্তী সরদার

নারীর সৌন্দর্যের অনেকখানি নির্ভর করে থাকে তার চুলের ওপর। কারণ চুল হল মেয়েদের সৌন্দর্যের এক বিশেষ প্রতীক। যতই সে ভালো ও সুন্দর দেখতে হোক না কেন তার মাথার চুল যদি সুন্দর না হয় তাহলে কেউ ফিরেও দেখবে না। দৈনন্দিন জীবনে কর্মব্যস্ততার মধ্যে থাকায় চুলের সবিশেষ যত্ন দেওয়া হয় না। তার ফলে অসময়ে চুল ঝরে যায়, চুলের ডগা ফেটে যায় এরা চুলের রুক্ষতাও বেড়ে যায়। এই সমস্যার সমাধান পেতে হলে আমাদের চুলের গোড়ায় প্রয়োজনীয় পুষ্টি বা আহার যোগান দিতে হবে। সেগুলি হল–

চুলে শ্যাম্পু করার পর ভালো করে কন্ডিশনার দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে যাতে চুলগুলি পরস্পর লেগে না থাকে সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে। এছাড়া গরম তেল শুকনো চুলে শক্তি প্রদান করে এবং চুল ওঠা রোধ করে। তাই চুলের গোড়ায় নিয়মিত গরম তেল মালিশ করতে হবে কিন্তু মালিশ করার আগে মাথায় তোয়ালে ভেজানো গরম জলের ভাপ দিলে উপকার পাওয়া যায়। চুলের উজ্জ্বলতা ফিরে পাওয়ার জন্য মুলতানি মাটি মোটা করে গুলে মাথায় মেখে স্নান করলে চুল উজ্জ্বল হয়। যাদের মাথায় খুশকি আছে তারা রাতে শোবার আগে দুচামচ নারকেল তেলের মধ্যে একচামচ লেবুররস নিয়ে মাথায় মেখে নিন এবং ভালো করে আঙুলের ডগা দিয়ে ঘষে ঘষে লাগাবেন এতে উপকার পাওয়া যায়। ভিজে চুলে কখনোই ব্রাশ করবেন না কারণ এতে ব্রাশের সঙ্গে চুল উঠে যায় এবং চুলের গোড়ার ক্ষতি হয়। বেশি পরিমানে প্রোটিনযুক্ত খাবার খাবেন, সামুদ্রিক মাছ চুলের পক্ষে বেশি পরিমাণে প্রোটিন প্রদান করে।

মাছে ভাতে বাঙালির বারোমাস্যার কাহিনি

সুলগ্না মুখোপাধ্যায়

মাছ বাঙালির অন্যতম প্রিয় খাবার, ভোজন রসিক বাঙালির খাবার থালা সম্পূর্ণ হয় না মাছ ছাড়া। বাঙালিরা আয়েস করে ঘরে বসে নানান ধরনের মাছ খান। কিন্তু কখনও খবর রাখেন না যাদের জন্য মাছ ধরার থেকে বিক্রি হয়ে সার্থক রূপ পায়, তারা কি আদৌ মাছ খেতে পায়। মাছ তো অনেক দূরের কথা তাদের কারও ঘরে হয়তো দুবেলা দুমুঠো অন্ন জোটেনা, মাছ ধরতে গেলে গেলে যে জালের প্রয়োজন সেই জাল সারানোর কাজ করেই অনেকে সংসার চালায়। এদের জীবন রূপকথার গল্পের মতো। এদেরই একজন কাকদ্বীপ অক্ষয় নগরের নমিতা, তার কপালে সিঁদুর হাতে শাঁখা সবই আছে কিন্তু যার জন্যে তার এই এঁয়ো সাজ সেই কি এই পৃথিবীতে আছে জানা নেই। তার স্বামী ট্রলারে মাছ ধরতে যেতেন, নির্দিষ্ট কাজের পরে বাড়ি ফিরে আসতেন। কিন্তু সেই বার আর ফিরলেন না, এখনও ফেরেননি। তবে আশা ছাড়েননি নমিতারা। গত চার বছর আগে ট্রলারে মাছ ধরতে গিয়ে ঘূর্ণি ঝড়ের কবলে পরে ট্রলারটি। ট্রলারের মালিক ছাড়াও সতেরো জন কর্মচারি সহ ট্রলারটির কোনো খোঁজ নেই। প্রশাসন থেকে এখনও কোনো সুযোগ সুবিধা মেলেনি, কারণ নিখোঁজ এর সাত বছর কেটে না যাওয়া পর্যন্ত কাউকে মৃত ঘোষণা করা যায় না। তাই বিধবা হয়েও এয়ো সেজে চলতে হচ্ছে নমিতাদেরকে। নমিতা মাধ্যমিক পাস, তার এক ছেলে, এক মেয়ে। স্বামী নিখোঁজের পর থেকে পুরো সংসার তার ঘাড়ে। চামেলির পড়াশোনার জন্য সে ট্রলারের মাছ ধরতে যাওয়া জাল সারানোর কাজে ঢুকেছে। তার কথায় ''আগে কখনো জাল সারানোর কাজ করিনি, তবে এখনও দেখে দেখে শিখেগেছি, না শিখলে মুখে ভাত জুটবে কি করে''।

আজ কাজের জন্যে রাত তিনটের সময় ঘুম থেকে উঠে রান্না করে প্রায় এক ঘন্টার রাস্তা হেঁটে আসতে হয়, যদিও ভ্যানে আসা যায় কিন্তু তাদের ১২০ টাকার রোজের থেকে ৫০ টাকা ভ্যানের পেছনে দেওয়ার সামর্থ নেই। রোদ জল বৃষ্টির মাথায় নিয়েই কাজ করতে হয় তাদের। এই কাজ সারা বছর সমান ভাবে চলে না মূলত বর্ষাকালেই ভালো চলে। সেপ্টেম্বর অক্টোবরে কাজ প্রায় থাকেই না, তখন ধার দেনা করেই দিন কাটে। এতো ঝড় মাথায় নিয়েও সে পিছু হটেনি, যেকানে দুবেলা দুমুঠো ভাত জোটানোই দায় সেখানে নিজের ছেলে মেয়েদের পড়াশোনা শেখাচ্ছেন তিনি, কারণ শিক্ষার মূল্য বুঝেছেন তিনি। মেয়ে সাথীকে মাধ্যমিক পাশ করিয়ে সুপাত্রস্থ করেছেন। ছেলেও মাধ্যমিক পাশ, তারপর আর পড়া হয়নি তবে বসিয়ে রাখেননি তিনি হাতের কাজ শিখিয়েছেন। ছেলে তাড়াতাড়ি নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায় সে তার মায়ের পাশে দাঁড়াতে চায়। এতো কিছু সরকারি সুযোগ সুবিধা গরিবের জন্য। কিন্তু কোনও সুযোগই পায়নি তারা। তাদের বিপিএল কার্ড, এসসি কার্ড কিছুই হয়নি। যাদের জন্য সরকারের এই সুযোগ সুবিধা, তারাই কেন আজও এসব কিছুর আড়ালে।

.... দেশ–দেশান্তরে ....

মেক্সিকোয় দুই হাজার বছরের পুরনো সভ্যতার খোঁজ মিলল

সুমন্ত ভৌমিক : দুই হাজার বছরের পুরনো সভ্যতার খোঁজ মিলল উত্তর মেক্সিকান শহরে। টিয়োটিহকান ছিল ব্যস্ত শহর প্রাগ কলম্বিয়া যুগে। ১০০ খ্রিস্টপূর্বে মেক্সিকান সভ্যতার উত্থান হয়। ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত টিয়োটিহকান ছিল মেক্সিকান প্রাণকেন্দ্র। এখানে প্রায় এক লাখ ২৫ হাজার মানুষের বসবাস ছিল। মনে করা হতো সেই সময় পৃথিবীর ষষ্ঠতম বড় শহর হলো টিয়োটিহকান।

সে ক্ষেত্রে এই খননকার্য যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। সার্জিও গোমেজ ও তাঁর দল প্রায় ৩৪০ ফুট লম্বা গুহার শেষপ্রান্তে খননকার্য চালাচ্ছেন। উদ্ধার হয়েছে বিভিন্ন মূর্তি, দানা, মাটির পাত্র, সামুদ্রিক খোলক। সব থেকে বিস্ময়কর, ৫৯ ফুট ভিতরে পাওয়া গেছে প্লামড সার্পেন্টের মন্দির। প্রত্নতত্ত্ববিদরা মনে করছেন, শহরে অভিজাত পরিবারের সমাধিক্ষেত্র হলো এই মন্দির।

হিটলারের বাড়ি নিয়ে বিপাকে অস্ট্রিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি : অস্ট্রিয়ার এক ছোট্ট শহরে জন্ম অ্যাডলফ হিটলারের। আর যে বাড়িতে তাঁর জন্ম, সেই বাড়িটিকে নিয়ে কি করা হবে, তা নিয়ে ভীষণ বিপাকে পড়েছে সেখানকার কর্তৃপক্ষ। ব্রাউনাউ শহরের এই বাড়ি যাতে নব্য নাৎসিরা একটা তীর্থস্থানে পরিণত করতে না পারে, সেজন্যে সত্তরের দশক থেকে অস্ট্রিয়ার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক বহু বছর এটি নিজেরাই ভাড়া নিয়ে অন্য কাজে ব্যবহার করেছে। আগে এটি সাধারণ মানুষের ডে–কেয়ার কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হত। কিন্তু গত তিন বছর ধরে এটি খালি পড়ে আছে।

রাশিয়ার একজন এমপি বাড়িটি কিনে নিয়ে তা ধ্বংস করে ফেলার প্রস্তাব দেন, কিন্তু তার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছে এই বাড়ির বর্তমান মালিক। ব্রাউনাউ শহরের মূল কেন্দ্র থেকে অল্প

দূরে সতেরো শতকের এক প্রাচীন বাড়ি। ১৮৮৯ সালে এই বাড়িতেই ক্লারা হিটলারের গর্ভে জন্ম নেন এডলফ হিটলার। একসময় এই বাড়িটি ছিল সরাইখানা। হিটলারের বয়স যখন মাত্র তিন বছর, তখন তারা এই বাড়ি ছেড়ে যান।

স্থানীয় এক শিক্ষক ইয়োজফ কোগলার জানান, হিটলারের প্রতি সহানুভূতিশীল নব্য নাৎসিরা এখনও এই বাড়িটি দেখতে আসেন। ইতিহাসবিদ ফ্লগিয়ান ক্যাটাংকো জানান, বাড়িটির মালিক গ্যালিয়ন দ্য পমার এটির কোনরকম সংস্কার বা উন্নয়নে রাজি হচ্ছিলেন না। এই বাড়িটিকে কোন অফিস বা অন্য কোন কাজেও ব্যবহার করতে দিতে তিনি রাজী নন। দর্শনার্থীদের জন্য সরকারের তরফ থেকে পমার বর্তমানে ৫ হাজার পাউন্ড প্রতি মাসে ভাড়া বাবদ নিয়ে থাকেন বলেও জানা গেছে।

মাঙ্গলিকী

সাহিত্য সাথীর আসরে সন্তোষ কুমার দেবনাথের স্মরণ সভা

সে ছিল এক উজ্জ্বল সংস্কৃতি সমৃদ্ধ আসর। যে আসরে 'সাহিত্য সাথী' দলের জন্ম লগ্নে অনুপ্রেরণা দাতা প্রয়াত সন্তোষ কুমার দেবনাথের স্মরণ সভা পালিত হল কবি, লেখক, সঙ্গীত, জাদু শিল্পীবৃন্দের যোগদানে। মঞ্চে বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে আসন গ্রহণ করেন প্রবীর জানা, বরুণ চক্রবর্তী, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অনিমা বিশ্বাস।

অনুষ্ঠানের সূচনা হল প্রয়াতের পৌত্রী চিত্রাঙ্গদা দেবনাথের সঙ্গীত ভজন দিয়ে। পরে আসরের উপযুক্ত রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনালো বালিকা প্রমা গাঙ্গুলী। দুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় শোনালেন তাঁর বিখ্যাত, স্মৃতি মেদুর কবিতা 'এক চিলতে ছাদ'। এক্কেবারে সুনির্বাচিত কবিতা, এদিন অনুষ্ঠানটি হল প্রয়াতের সুযোগ্য পুত্র, কবি আত্মভোলা সঙ্গীতশিল্পী নেতাজি নগরের বাসিন্দা সুজিত দেবনাথের বাসভবনের ছাদে। প্রয়াতকে স্মরণ করে স্বরচিত কবিতা, 'বনফুল' ও আরও মননশীল কবিতা 'খোঁজ' শুনিয়েছেন অনিমা বিশ্বাস। সন্তোষ সরকার যথারীতি পাঠ করেছেন 'আজকের দিনের স্মরণীয় ঘটনা সমূহ' তথ্যপূর্ণ দিনপঞ্জী।

সোমা গাঙ্গুলি শুনিয়েছেন মজাদার গানের সুরে ছড়া। ছড়াকার হলেন সুজিত দেবনাথ, সুরকার শিখা চ্যাটার্জী, ত্রয়ীকে অভিনন্দন! এদিন প্রয়াতের বিশেষ স্মৃতিচারণ করেন বাচিক শিল্পী জয় ভট্টাচার্য্য। তাঁর বক্তব্যেই প্রয়াতের দেবতুল্য চরিত্রের কথা, তাঁর সকলকে নিয়ে পথ চলার কথা সকলে জানলেন। প্রয়াতের সুযোগ্য পুত্র সুজিত দেবনাথ তাঁর প্রকাশিত বই থেকে 'পিতার' কথা সকলকে জানালেন। পরে শোনালেন তাঁর হৃদয়স্পর্শী কবিতা, 'শেষ বোশেখের দুপুর', 'ফিরে এসো বাবা'। এছাড়াও শ্রী দেবনাথ শোনালেন স্বরচিত, স্বসুরাপিত শ্যামা সঙ্গীত। অমিতা বোসের পরিবেশিত নজরুল সঙ্গীতও ছিল যথাযথ। এদিন প্রয়াতের শাশ্বত জ্যোতির্ময় আত্মাকে স্মরণ করে গীতা পাঠ করলেন তনুশ্রী দেবনাথ। হৃদয়স্পর্শী রবীন্দ্র সঙ্গীত (প্রয়াতকে এই ভাবেই প্রণাম জানিয়ে) শুনিয়েছেন ঝিমলি চক্রবর্তী। সম্প্রতি ভারতীয় সাহিত্য সংস্কৃতি জগতের প্রতিনিধি হিসাবে ইংল্যান্ডের ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ইংরেজ গুণীজনের আসরে ভাষণ দিয়ে এলেন বাংলা লিটল ম্যাগাজিন জগতের বিশিষ্ট বাগ্মী, কবি হিসাবে পরিচিত ব্যক্তি বরুণ চক্রবর্তী।

তিনি ইউরোপের আরও কয়েকটি দেশে একই ধরনের বক্তৃতা দিয়ে এসেছেন। এদিন সাহিত্য সাথীর আসরে তিনি এসব কথাই বললেন অত্যন্ত বিনীতভাবে, যা জেনে আসরে উপস্থিত সকলেই হর্ষ প্রকাশ করেন। এছাড়া শ্রীচক্রবর্তী তাঁর ভাষণে সকলের সামনে তুলে ধরলেন নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির (আলিপুর বার্তা সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রকাশনী সংস্থা) বিশেষ পরিচিতি। পরে পড়লেন নিজের কবিতা যা শারদীয়া আলিপুর বার্তা সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

এদিন আসরে 'সাঁঝবাতি' সঙ্গীত কলার তরফে রবীন্দ্রসঙ্গীত ও সুজিত দেবনাথের গান সমবেতভাবে পরিবেশন করলেন অমিতা বোস, বিভা কর্মকার, জয়ন্তী দেবনাথ, দেবযানী গাঙ্গুলি, তনুশ্রী দেবনাথ ও সুজিত দেবনাথ—আসর আরও উজ্জ্বল হল 'সাঁঝবাতি'-র আলোকে' ... বহু প্রতিভা উজ্জ্বল সুব্রত ভদ্র শুনিয়েছেন অনবদ্য গান ও হৃদয়স্পর্শী বেশ কিছু কবিতা। শিক্ষা ও সংস্কৃতি জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রবীর জানা এদিন তাঁর সমৃদ্ধ ভাষণে আত্মার অবিনশ্বরতার কথাই বললেন অণুবিজ্ঞানের আলোতে, বললেন প্ল্যানচেটের কথা।

তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত আধ্যাত্মিকতা নিয়ে বইটির বিষয় বস্তুর উপর আরও বক্তব্য রাখলেন শ্রী জানা। জানালেন, এই বইয়ে তিনি বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রমাণ রেখেছেন আত্মার অস্তিত্বর সত্যতার বিষয়ে (শ্রী জানা বিজ্ঞানের বিশিষ্ট শিক্ষক তাঁর লেখা বহু বই বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যসূচিতে রয়েছে)।

এদিন প্রণব গায়েন তাঁরে ভাষণে 'ঈশ্বর চিরসত্য' এই বিষয়েই বক্তব্য রাখেন। শুনিয়েছেন মর্মস্পর্শী কবিতা। এদিন আসরে ব্যতিক্রমী অধ্যায় ছিল তরুণ জাদুকর প্রিয়ম গুহর সুপরিবেশিত জাদু, সাথে সুন্দর জাদুকরচিত বাচন। তাঁর জাদু প্রশিক্ষক বরিষ্ঠ জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও দেখালেন আল কোরাণের বিখ্যাত 'মনের ম্যাজিক'। জানালেন জাদুসম্রাট পি সি সরকার সিনিয়রকে নিয়ে তাঁর কবিতা—বললেন কবিগুরুকে সরকার সিনিয়রের জাদু দেখাবার ঐতিহাসিক কাহিনী। এছাড়া আসরে স্বরচিত কবিতা শুনিয়েছেন বুদ্ধদেব নাগ মজুমদার, গণেশ সরকার, পার্থপ্রতিম গাঙ্গুলি শোনালেন সুজিত দেবনাথের ছড়া।

সব শেষে আলাদাভাবে উল্লেখ করতে হয় এদিন আসরের সঞ্চালক, চক্ষু চিকিৎসক অপরদিকে উজ্জ্বল বাচিক শিল্পী, কবি কল্যাণ পালের কথা। বিভিন্ন জনের পরিবেশিত গান, কবিতা, গদ্যপাঠ, জাদু প্রভৃতিকে তিনি সঞ্চালক হিসাবে একসূত্রে গাঁথলেন তাঁর তাৎক্ষণিক মন্তব্যে মাঝে মাঝে ছিল কবিতার 'ফুল'– শ্রী কল্যাণ পাল এক দক্ষ 'মালাকার'... এছাড়াও শুনিয়েছেন তাঁর স্বরচিত ত্রিতালের ছড়া 'তাধিনতা', 'খালি' কথাটির বিভিন্ন প্রয়োগ সমৃদ্ধ ছড়া, 'কোলকাতার বৃদ্ধ' ছড়া, হৃদয় স্পর্শী কবিতা 'যদি বাড়তে পারো'... শ্রী পালকে বিশেষ অভিনন্দন।

সব শেষ হয়েও কিছু বাকি থাকে—গৃহকর্ত্রী জয়ন্তী দেবনাথ আড্ডার 'জননী' হিসাবে (প্রভূত জলযোগসহ) স্নেহের বন্ধনে সকলকে পরিবারের আপনজন করে নিলেন এবারেও সন্তোষ কুমার দেবনাথকে প্রণাম জানিয়েই এই প্রতিবেদক কলম বন্ধ করলেন।

পত্র–পত্রিকা আলোচনা

যুগ সাগ্নিক

(বইমেলা সংখ্যা ২০১৫) (সম্পাদক–প্রদীপ গুপ্ত)—দ্বিতীয় বছরেই যুগ সাগ্নিক যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী। সুব্রত ভদ্র–র প্রচ্ছদ নজর কাড়ে। পত্রিকাটির পাতাও বেড়ে ২০০ ছুঁইছুঁই। বর্ধিত পরিসরে পাওয়া গেল বেশ মূল্যবান ও চিন্তা উদ্রেককারী নিবন্ধ। মগ–দের উপর লেখা ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধনের প্রবন্ধটি বহু অজানা তথ্যের সন্ধান দেয়। ডঃ অশোক ভট্টাচার্যের দক্ষিণ আফ্রিকা ভ্রমণ–কথাও পাঠকদের কৌতূহল মেটাবে। বর্তমান সংখ্যাটিতে কেবল মহিলা কবিদের জন্য আলাদা একটি বিভাগের সূচনা করা হয়েছে, অনেকটা বাসে–ট্রামে লেডিস সিট রাখার মতো। বিশিষ্ট কবি রত্নেশ্বর হাজরা সহ অনন্যা মিশ্র, ব্রত চক্রবর্তী, রমেশ পুরকায়স্থ, অমল কর, সুশীল মণ্ডল, প্রদীপ দে প্রমুখেরা বলিষ্ঠ কবিতার এক দুরন্ত প্যাকেজ উপহার দিয়েছেন। মহিলা বিভাগে ইন্দ্রানী বিশ্বাস মণ্ডল, মিনু প্রদান, আরতি দে চোখে পড়েন। গল্প বিভাগটিও দুই পর্বে বিভক্ত। প্রদীপ গুপ্ত, বিনয় দত্ত, ভাস্বতী বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প নতুন ভাবনা উসকে দেয়। প্রবীর নন্দীর গল্পটির (চোর ধরা বৌ) কৌতুক ভালো উতরেছে। একটি গল্পের শিরোনাম (সামার, মনসুন) দেখে হতাশ হতে হল। গল্পটির বাংলা ভাষার ভবিষ্যতের অমোঘ অশনি সংকেতের দিকে ইঙ্গিত করে। ছোটদের বিভাগে তারাশঙ্কর দত্ত, প্রদীপ সাহা, শোভন বিশ্বাস ভালো ছড়া উপহার দিয়েছেন। ইংরেজি বিভাগে দুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিবন্ধটি (!) ভুল বানানে ভরা, বহু ক্ষেত্রে হাস্যকর বার্তা পৌঁছাচ্ছে। লেখাটি পড়ে কলকাতা সম্বন্ধে পাঠক যত না জানতে পারবেন, তার চেয়ে টালিগঞ্জের সিনেমা পাড়ার খবর বেশি জানতে পারবেন, মায় সিনেমা কর্মীদের সংগঠনের কর্তাব্যক্তিদের নাম পর্যন্ত! অথচ উল্লেখ নেই সত্যজিৎ–ঋত্বিক–মৃণাল সেন প্রমুখদের। কলকাতার ফুটবলের গৌরবময় অতীতের জন্য একটি বাক্যও খরচ করেননি লেখক। গোটা নিবন্ধটি স্কুলের অপটু রচনার উপরে উঠতে পারলো না। ইংরেজি বিভাগে প্রকাশিত ট্রটস্কি ও আর.এস.পি নিয়ে নিবন্ধটি কোনও সাহিত্য–নির্ভর পত্রিকায় মানানসই হল কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন থেকে যায়। (পত্রিকার ঠিকানা ফোন বা ই–মেল ছাপা হয়নি। এ কি বিভ্রাট!)

অরূপ রতন

প্রিয় চিত্রসাথী

(নভেম্বর/ডিসেম্বর ২০১৪–সম্পাদক রাজকুমার দাস) বর্তমান সংখ্যায় গত নভেম্বরে অনুষ্ঠিত কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের খবরাখবর রয়েছে। বাংলা চলচ্চিত্রে কাজী নজরুল ইসলামের অবদানের কথা পাওয়া গেল বিশেষ নিবন্ধে। শচীনদেব বর্মণের উপর লেখাটিও তথ্যবহুল। রয়েছে পাতাজোড়া এক ঝাঁক কবিতা। সিনেমার কাগজেও বাড়তি পাওনা।

(পত্রিকার ঠিকানা–১০/১, মূলেন স্ট্রীট, কলকাতা–৭০০ ০২০। ফোন ৯৪৩৩৫৪৭০৮৯/ ৯৬৮১৪৭৯৫৯০)

আজাদ মানবাধিকার

(অক্টোবর ২০১৪–সম্পাদক তাপস চট্টোপাধ্যায়) মানবাধিকার রক্ষার স্বপক্ষে এই সংবাদ পাক্ষিকটি সদ্যোজাত বটে কিন্তু অত্যন্ত সময়োপযোগী। আমাদের হুঁশ ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করবে, নিজেদের খামতির দিকে নজর দিতে বাধ্য করবে, যা হয়তো আমাদের শোষণ–হীন সমাজ গড়ার দিকে এক ধাপ এগিয়ে দেবে। (পত্রিকার ঠিকানা–১৪৩/৫, শিবপুর রোড, শিবপুর, হাওড়া–৭১১ ১০২)

গডওয়ে (লেখক–গডওয়ে)

(প্রকাশক–নবচলন্তিকা, ৭, নবীন কুণ্ডু লেন, কল–৯) ধর্ম ও ধর্মাচরণের কথা ও সুপামর্শ নিয়ে গোটা বই। রয়েছে বিভিন্ন মহাপুরুষদের নির্দেশিত পথ ও মতের সহজ ভাষায় উল্লেখ রয়েছে। নিঃসন্দেহে সাধু প্রচেষ্টা। কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যায়, প্রথমতঃ লেখককে কেন ছদ্মনামের আশ্রয় নিতে হল। দ্বিতীয়তঃ এই একুশ শতকে পৌঁছেও ঈশ্বর–ঠাকুর এসবের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা কেন। গত শতাব্দীর গোড়াতেই যুগপুরুষ বিবেকানন্দ জীবের মধ্যেই শিবের সন্ধান কি দেননি। তাঁর নির্দেশিত পথই আপাততঃ মানব–ধর্মের শেষ কথা থাকলে ক্ষতি কি। তবে কি ধরে নিতে হবে এই বইটি উত্তর–বিবেকানন্দ যুগের সূচনা করতে চাইছে?

● *সুকুমার মন্ডল*

পৌষের শেষ বিকেলে বাউড়িয়া থেকে বজবজ

দীপককুমার বড় পণ্ডা

নামার কথা ছিল হাওড়া স্টেশনে, নামলাম বাউড়িয়ায়। বছরের শেষ দিনটায় মনে হল, বজবজে গণেশ ঘোষ–এর বাড়ি যাই। উনি আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চা করেন। বজবজ পুরসভায় ২০ বছর ভাইস চেয়ারম্যান এবং চেয়ারম্যান ছিলেন। ওঁর বাড়ি বজবজ পুরসভার সামনেই। বজবজ যেতে হলে বাউড়িয়া হয়ে যাওয়াই ভালো। এছাড়া হুগলি নদী পেরিয়ে ওপারে যাওয়াটাও উপভোগ করা যাবে। ভাবলাম, যখন গণেশবাবুর বাড়ি যাব, তখন অধ্যাপিকা ছন্দা বসাক ব্যানার্জিকে আসতে বলি। তিনিও আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চায় বেশ আগ্রহী। ফোন করেছিলাম। ছন্দা দি জানিয়েছিলেন, ঠিক সময়ে চলে আসবেন বজবজে।

২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর ট্রেনে রওনা দিয়েছিলাম কাঁথির আগে সুজালপুর হল্ট স্টেশন থেকে। ট্রেনটা বেশ ফাঁকাই। স্টেশনের পাশে নানা জায়গায় দেখছি পিকনিক হচ্ছে। এখন গ্রামে–গঞ্জে আগের মতো বাড়ির পেছনে জঙ্গলে 'বনভোজন' হয় না। সে এক দিন ছিল, পাড়ায় সবার বাড়ি থেকে চাল–ডাল সংগ্রহ করে বনভোজন হত। মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতি কেনার জন্য চাঁদা নেওয়া হত। এর উদ্যোগী ছিল মূলত কিশোররা। বড়রাও করতেন অনেক সময়। এখন এর বদলে বাড়ির লোকেরা একসঙ্গে গিয়ে কোথাও পিকনিক করে। সবকিছুর মতো এটাও বদলেছে।

ট্রেনটা পাঁশকুড়ায় ঢুকল। এখান থেকে এই ট্রেন গ্যালপিং হয়ে যায়। তবে বাউড়িয়া স্টেশনে দাঁড়াবে, বললেন হকাররা। বাউড়িয়া স্টেশনে নামার পর দেখলাম, স্টেশনটা বেশ শুনসান। স্টেশন থেকে বেরিয়ে একটু এগিয়ে গেলেই অটো স্ট্যান্ড। ওখানে বেশ বড় লাইন পড়েছে। একজন বললেন, এইসময়ে মানে দুপুর ১২টা থেকে সাড়ে তিনটা পর্যন্ত আধ ঘন্টা অন্তর লঞ্চ চলে। অন্যসময় পনেরো মিনিট অন্তর। তাই এইসময় অটোর লাইনে বেশিক্ষণ দাঁড়াতে হয়। খেয়াঘাট থেকে তো বেশ বাদে বাদে অটো আসে। এদিকে ছন্দা দি–কে বলেছি সাড়ে তিনটেয় পৌঁছাবো বজবজ ঘাটে। খানিকটা চিন্তায় পড়লাম। কিন্তু চিন্তা করেতো লাভ নেই। ফোনে জানালাম সেকথা।

চিন্তামুক্ত হয়ে অটোর লাইনের কথা শুনছি। একটি পরিবার চেঙ্গাইল থেকে আসছেন, যাবেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার আমতলা। মধ্যতিরিশের এক মহিলা, তাঁর স্বামী এবং দুটি সন্তান নিয়ে এই পরিবার। মহিলার বাপের বাড়ি চেঙ্গাইলে। এখন পতিগৃহে যাত্রা করছেন। মহিলা বলছেন, 'তুমি কিগো, হারু দা–কে দু'শ টাকা দিয়ে দিলে? কী দরকার ছিল? দেওয়ার আগে তুমি একবার আমাকে জিজ্ঞেস করলে না?' 'ছাড়তো অত হিসেব করার দরকার নেই। সারা বছর তোমার বাবা–মায়ের খোঁজ রাখে। আমাদের থেকেতো একটু আশা করে নাকি?' স্বামী বোঝানোর চেষ্টা করলেন। মহিলা বললেন, 'ওটা তোমাকে ভাবতে হবে না, ওর জন্য বাবা ওকে যথেষ্ট পুষিয়ে দেয়।' পুরুষটি খানিকটা বিরক্ত হলেন। বললেন, 'চলতো, রাস্তায় এসব আলোচনা করতে হবে না।' সেইসময় একটা অটো ঢুকল। হুড়মুড় করে সেই পরিবার উঠে পড়ল।

পেছন পেছন আর একটা আটো। মনে হল, লঞ্চ এপারে এসেছে।

যাওয়া আসার পথে পথে

অটোতে উঠলাম। চলতে শুরু করল। দেখলাম, রোগাটে একটা লোক অটোতে ঝুলছেন। মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি এইভাবে ঝুলে যাবেন নাকি?' অটো ড্রাইভার বললেন, 'না, ও সামনে বোঝাটা তুলবে আটোতে।' খানিকটা গিয়ে অটোটা সাইড করল। রোগাটে লোকটা দৌড়ে চলে গেলেন স্টেশনের ভেতর। অটো দাঁড়িয়ে থাকল। একজন বললেন, চলুন। অটোওয়ালা বললেন, 'লোকটা আসবে, ও আমার অটোতে যাবে।'

– কোথায় যাবে? জায়গা কোই? একজন বললেন।

– হয়ে যাবে। ও দাঁড়িয়ে চলে যাবে। অটো ড্রাইভার বোঝানোর চেষ্টা করলেন।

আমি দেখছি, প্যাঁকাটে চেহারার লোকটা দূর থেকে ঘাড়ে করে একটা বিরাট বোঝা আনছেন। প্লাস্টিকে মোড়া বোঝাটা বেশ ভারিও মনে হচ্ছে। ছেঁড়া প্যান্ট শার্ট পরা লোকটার কোমরে গামছা প্যাঁচানো। হাত দুটোয় মাথার বস্তাটা ধরা। ডান হাতে ওঁর একটা ছোট ব্যাগ। ওটা দুলছে। বস্তাটা মাথা থেকে সরাসরি অটোর ওপর চালান করার চেষ্টা করলেন। পারলেন না। এক প্যাসেঞ্জার নেমে গিয়ে বস্তাটাকে ঠেলা মারলেন। ওটা অটোর ছাউনিতে সেট করে গেল। এবার অটো চলতে শুরু করল। আর সেই লোকটা অটোতে ঝুলছেন। বললাম, বডিটা ভেতরে ঢুকিয়ে দিন। এইভাবে ঝোলা ঠিক নয়। উনি মৃদু হাসলেন। তবে, উনি সেটাই করলেন। চেপেচুপে কোনওরকমে চারজনে বসা গেল পেছনে।

একমুখ দাঁড়িগোঁফ লোকটা চুপ থাকতে পারেন না। বসেই কথা শুরু করলেন।

– আজ মালটা বেশ ভারি হয়ে গেছে।

– কী আছে ওতে? জানতে চাই।

– ফুল।

– কোথা থেকে আনছেন?

– কোলাঘাট থেকে।

– কোথায় নিয়ে যাবেন?

– নুঙ্গি।

– ঘাট পেরিয়ে কীভাবে যাবেন?

– ওখান থেকে আবার অটোয় উঠবো।

– আপনি বেচবেন এই ফুল?

– না, না। ওখানে দোকানে দোকানে সাপ্লাই দেব।

পাঁশকুড়া, কোলাঘাট, দেউলটি এইসব এলাকায় বহু মানুষ ফুলের চাষ করেন। এখানকার ফুল যায় হাওড়া, কলকাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনার নানা জায়গায়। এই ফুলের ওপর সারা বছর বহু মানুষ বেঁচে থাকেন। এই লোকটাও তাই। আগে উনি রিক্সা চালাতেন। এখন বছর পাঁচেক এই লাইনে।

এখন পৌষ মাস। রোদের তেজ বেশ কম। অটো চলছে। কোথাও কোথাও রাস্তাটা বেশ ভাঙ্গা। চারদিকে শ্রমিক কলোনি। ছোট ছোট টালির ঘর। মাঝে মাঝে দু–একটা মুদিখানা। অবস্থাপন্ন কয়েকটি পাকা–বাড়িও চোখে পড়ছে। কয়েক জায়গায় রাস্তার পাশে তাস–এর আসর বসেছে। জেটিঘাটে অটো পৌঁছালো। খুচরো পাঁচ টাকার সমস্যা। অটো ড্রাইভার টাকা ফেরৎ না দিয়ে বললেন, 'যান ওই লোকটা আপনার লঞ্চের টিকিট দেবে।' লোকটার পেছন ধরলাম। বস্তা মাথায় অটোর লোকটা বোঝা নিয়ে ঘোড়ার মতো দৌড়চ্ছে।

জেটিতে দাঁড়িয়ে আছি। জলচর পাখিগুলো লম্বা করে ডানা ঝাপ্টাচ্ছে। পাক খেয়ে আবার দূরে কোথাও নেমে যাচ্ছে। উল্টোদিকে কলকাতা বন্দর। কলকাতা বন্দরটা বজবজ থেকে আউট্রাম ঘাট পর্যন্ত। আমি সেই বজবজের ঘাটে যাচ্ছি এখন। সিকাগো থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৭ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি বজবজে নেমেছিলেন – এই সত্যটির আবিস্কারক গণেশ ঘোষ। তিনি প্রথম এটি ঐতিহাসিবভাবে প্রমাণ করেন। ওখান থেকেই স্বামী বিবেকানন্দ ট্রেনে শিয়ালদা স্টেশনে পৌঁছেছিলেন। এর আগে, বহু জায়গায় লেখা হয়েছিল, স্বামীজি নেমেছিলেন খিদিরপুরে এবং তারিখটা ছিল ১৮৯৭ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি। গণেশবাবু এটি ভুল প্রমাণ করেন। শুধু আবিস্কার নয়, এই সত্যটি প্রচার করে বজবজবাসীকে তথা বাংলার মানুষকে গৌরবান্বিত করার জন্য প্রতি বছর দিনটি সঠিক মর্যাদায় পালনের উদ্যোগ নেন তিনি। এই নিয়ে তাঁর বিস্তর গবেষণা, লেখালেখি।

লঞ্চটা ঘাটে ভিড়ল। ওদিকের যাত্রীরা হুড়মুড় করে নামছেন। এক যুবক বেশ জোরে ঝাঁপ দিলেন। লঞ্চের সারেঙ বললেন, 'খুব কাজের চাপ। হাত–পা ভেঙে পড়ে থাকলে তখন কী হবে?' যুবক উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়চ্ছেন। লঞ্চে ওঠার জন্য হুটোপুটি শুরু হল। সবাই ভেতরে ঢুকছেন। নিচে নামার জন্য একটা কাঠের সিঁড়ি। ওটা দিয়ে এক একজন করে নামতে হয়। নামাটা বেশ কষ্টের। এক মহিলা ধপ করে ডেকের ওপর বসে পড়লেন। যদিও লঞ্চের গায়ে লেখা, 'লঞ্চের মাথায় এবং ডেকের ওপর কেউ বসবেন না'। এক প্রৌঢ় বললেন, 'মঞ্জু দি, এখানে বসলেন?' দিদি বললেন, 'তুমি তো জান, আমি পা ভাঙতে পারি না। বড় কষ্টগো নিচে নামতে।' ভদ্রলোক সরে গেলেন অন্যদিকে। অটোর সেই লোকটা বোঝাটা ঝপ করে মাথা থেকে নামিয়ে লঞ্চে রাখলেন। এতক্ষণে সূর্যের তেজ অনেকটা কমেছে। টুং টুং করে বাজল লঞ্চের ঘন্টা।

'সারদা মায়ের মাথার মণি' শান্তিপুরের মাধবানন্দ

সুরজিৎ সাহা

বাংলা তথা ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র নদিয়া জেলা। এই জেলারই ঐতিহ্যসম্পন্ন বৈষ্ণব তীর্থক্ষেত্র শান্তিপুরধাম। যার প্রায় সাড়ে নয় কিলোমিটার উত্তর–পশ্চিমের একটি গ্রাম বাগআঁচড়া। এই গ্রামের বিশেষ প্রাচীন ও সমৃদ্ধিশালী বসু বংশে জন্মগ্রহণ। নির্মল (পরবর্তীতে যিনি স্বামী মাধবানন্দ) ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে ১৫ ডিসেম্বর শনিবার শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে। নির্মলের পিতামাতার নাম হরিপ্রসাদ ও বিন্দু বাসিনী দেবী। নির্মল তাঁদের জ্যেষ্ঠ সন্তান। নির্মলের এক ভাই বিমল ও দু'বোন সরযূবালা ও সুনীতিবালা। অনুজ বিমল শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের স্বনামধন্য সন্ন্যাসী স্বামী দয়ানন্দ, শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য।

নির্মলের বাল্যজীবন কেটেছে বাগআঁচড়া গ্রামের শান্তিময় পরিবেশে এবং বাগদেবী মায়ের নিত্য আরাধিত ধর্মীয় পরিমণ্ডলে। নির্মলের বিদ্যারম্ভ হয় বাগআঁচড়ার পাঠশালাতে। প্রথম থেকে তিনি মেধাবী ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন বিনয়ী স্বভাবের জন্য সকলের খুব প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় তিনি নদিয়া জেলার মধ্যে প্রথম হন। এজন্য পেয়েছিলেন বৃত্তি। এরপর গ্রাম ছেড়ে নির্মল ভর্তি হলেন বোলপুরে বাঁধগোড়া উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে। বয়স মাত্র ৯। এরপর তিনি মুঙ্গের কলেজ থেকে এফ.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর প্রেসিডেন্সী কলেজে বি.এ. ক্লাসে ইংরেজি অনার্স সহ পড়া আরম্ভ করেন। তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার। ওই সময় ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদও এই কলেজের ছাত্র।

এরপর বিএ পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হল। কৃতিত্বের সাথে ইংরেজিতে অনার্স সহ উত্তীর্ণ হলেন নির্মল। বাংলা সাহিত্যেও প্রথম স্থান অধিকার করলেন তিনি। স্বীকৃতি স্বরূপ লাভ করলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ''বঙ্কিম পদক''।

এরপর নির্মলের আধ্যাত্মিক জীবন এক নতুন মোড় নিল। নির্মল লাভ করলেন শ্রীশ্রীমার কৃপা। শ্রীশ্রীমা তাকে পবিত্র মন্ত্র দীক্ষাদানে কৃতার্থ করলেন। এতদিনে নির্মল পেলেন তাঁর অভিপ্সিত বস্তু। শ্রীশ্রীমার কাছে দীক্ষা গ্রহণের পরামর্শদাতা ছিলেন শশী মহারাজ। শ্রীশ্রীমার কাছে দীক্ষা নিয়ে নির্মলের 'সব' হয়েছিল–একথার সাক্ষী পরবর্তীকালের ইতিহাস। পরম বৈরাগ্যদীপ্ত যুবক নির্মলকে দেখে আনন্দে মন্তব্য করেছিলেন শ্রীশ্রীমা–''এ যেন হাতির দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো।'' শ্রীশ্রীমা নির্মল মহারাজকে দেখিয়ে বলেছিলেন, ''এই ছেলেটি 'কবি' হবে। 'কবি' মানে জান? 'কবি' মানে জ্ঞানী।'' জগজ্জননী শ্রীশ্রীমায়ের এই আশীর্বাদে স্বামী মাধবানন্দ হয়েছিলেন জ্ঞানবান ও বিদ্বান। শ্রীশ্রীমায়ের দর্শনের পর আশ্রম অধ্যক্ষ স্বামী বীরজানন্দের সঙ্গে তিনি মায়াবতী যান এবং সেখানে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে নির্মল মহারাজকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করেন স্বামী বীরজানন্দ। এরপর ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে অধিকাংশ কাল তিনি তপস্যায় রত ছিলেন কনখন, হরিদ্বার ও হৃষীকেশে। মাধুকরীবৃত্তি ছিল তার জীবনধারণের একমাত্র সম্বল। তাঁর বিশ্রামের প্রিয় স্থান ছিল কালিম্পং আশ্রম। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিক থেকে প্রায় দু'বছর 'উদ্বোধন' পত্রিকা পরিচালনায় স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী শুদ্ধানন্দের সুযোগ্য সহকারী ছিলেন তিনি।

১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে স্বামী বিবেকানন্দের পুণ্য জন্মতিথি। নির্মল মহারাজের কাছে এই দিনটি বিশেষ স্মরণীয়। এই পবিত্রদিনে শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র সংঘনায়ক স্বামী ব্রহ্মানন্দ ভুবনেশ্বর মঠে তাঁকে পূত সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত করেন। নির্মল মহারাজের নতুন নাম হয় স্বামী মাধবানন্দ। ১৯২২খ্রিঃ ১০ই মার্চ মাধবানন্দজী রামকৃষ্ণ মঠের অছি এবং রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালন কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। এরপরে স্বামী মাধবানন্দ ১৯২৭ খ্রিঃ ২৭ এপ্রিল রওনা হন আমেরিকার উদ্দেশ্যে। দুবছর তিনি আমেরিকাতে ছিলেন। স্বামী দয়ানন্দকে এক বছর আগেই পাঠানো হয়েছিল আমেরিকার। দুই ভাইয়ের গীতা ও বেদান্তের ক্লাস আমেরিকাবাসীর প্রশংসা অর্জন করেছিল। স্বামীমাধবানন্দের কাছ থেকে সানফ্রানসিস্কো বেদান্ত সোসাইটির অক্ষ্যক্ষের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন স্বামী দয়ানন্দ ১৯২৯ খ্রিঃ–র এপ্রিলে। । ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে স্বামী মাধবানন্দজী রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহকারী সম্পাদক নির্বাচিতহন। সহকারী সম্পাদক পদে তিনি প্রায় ৯ বছর ছিলেন। একবার কোনও আধুনিক লেখক স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে কিছু অশোভন মন্তব্য করে লিখেছেন একটি পত্রিকাতে। জনৈক নবীন সন্ন্যাসী সে বিষয়ে তার ভুল ভাঙিয়ে দেবেন, তখন সে নিশ্চয়ই অনুতাপ করবে। তোমরা দেখবে, জগতে এমন দিন আসবে যখন সারা বিশ্বে স্বামী বিবেকানন্দই উপাস্য হবেন।'' একথা আজকের দিনেও বিচার করলে বোঝা যাবে মর্মে মর্মে বাক্যটি সত্য ও প্রাসঙ্গিক যা বলাই বাহুল্য।

এরপর একের পর বেড়ে চলে তাঁর কর্মধারা। ১৯৬৪র আগস্টে মাদ্রাজে যান স্বামীজীর পরিব্রাজকে ব্রোঞ্জমূর্তির উদ্বোধন উপলক্ষে। উদ্বোধন করেছিলেন ভারতের তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণন। এরপর থেকেই অসুস্থ হতে থাকেন তিনি। আমেরিকাতে ব্রেন টিউমার অপারেশনের পর থেকে শরীর বেশ কাহিল হয়ে পড়েছিল। তবুও ভগ্নদেহ নিয়েই তিনি গিয়েছিলেন রাঁচি (২১শে এপ্রিল ১৯৬৫) দীক্ষার্থীদের ইচ্ছাপূরণ করতে তারপরেই মুম্বাই, জুনের শেষে। সেখানকার শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের উদ্বোধন করলেন ২৭শে জুন। সেটাই ছিল তার শেষ বর্হিগমন। ১লা অক্টোবর থেকে দুর্গোৎসব। মঠে যথারীতি মহাপুজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সংবাদপত্রের মাধ্যমে মহারাজের অসুস্থতার সংবাদ ইতিমধ্যে জানতে পারেন সবাই। ৬ই অক্টোবর ১৯৫৫। মহারাজ সেদিন খুব ভালো আছেন। সকলেই খুব খুশি। দু'একবার অন্তর অন্তর তাঁর মুখে শুধু 'মা মা' ডাক। সন্ধ্যায় মঠ থেকে বহু সাধু ও অগণিত ভক্ত এসেছেন তাঁকে দর্শনের আশায়। তিনি শয্যায় অর্ধশায়িত অবস্থায় পুরণ করছেন সকলের ইচ্ছা।

মহাপ্রয়াণের পনেরো মিনিট আগে পর্যন্ত তিনি গ্রহণ করেছিলেন বিজয়ার প্রণাম। এরপরেই এল শেষ বিদায়ের ক্ষণ। এক প্রত্যক্ষদর্শী সন্ন্যাসীর বিবরণ ''বললেন, বসিয়ে দাও বসিয়ে দাও' সেবক ধীরে ধীরে তাঁর কথা মতো বসিয়ে দিলেন। স্বর তখন নীরব। নির্নিমেষ নেত্রে মহারাজজী শ্রীশ্রী ঠাকুর ও মায়ের পটের দিকে তাকিয়ে আছেন। ওই দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছিল অপরূপ ভক্তি, প্রীতি ও শরণাগতি। এইভাবে কয়েক মিনিট কাটার পর বললেন, 'ব্যস্ হয়ে গেছে। এবার শুইয়ে দাও। পাশ ফিরে শয়ন করলেন কষ্ট করে বমি হল।

উচ্চারিত হল 'মা মা' শ্রীশ্রী মায়ের প্রিয় সন্তান শ্রীশ্রী মায়ের চরণতলে চির আশ্রয় পেলেন। সুদীর্ঘ ৫৫ বছরের এক উজ্জ্বল সন্ন্যাস জীবনের হল যবনিকাপাত। রামকৃষ্ণ সংঘের সমাপ্তি হল একটি অধ্যায়ের। তখন সন্ধ্যা ৬–৫০ মিনিট, বুধবার ৬ই অক্টোবর ১৯৫৫ সাল। পূজনীয় মহারাজের বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। তাঁর প্রয়াণের পর মঠ থেকে প্রকাশিত জীবনীতে বলা হয়–''স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শানুগ জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের সমবায়ে গঠিত এই মহামানবের জীবন শুধু সমকালীনদের জন্য নয়, অনাগতদের কাছেও দৃষ্টান্ত স্বরূপ। সেজন্যই তো শ্রীশ্রীমা তাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন : ''এরা আমার মাথার মণি, যেন জন্মে জন্মে এমন ছেলে পাই।''

আসন্ন বিশ্বকাপে বিবি–বান্ধবী ছাড়াই ভারতীয় ক্রিকেটাররা

নিজস্ব প্রতিনিধি : আসন্ন বিশ্বকাপে ভারতীয় ক্রিকেটাররা তাদের সঙ্গে স্ত্রী বা গার্লফ্রেন্ডকে রাখতে পারবেন না। এমনটাই পরিকল্পনা রয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের। খুব শীঘ্রই বিসিসিআই সরকারিভাবে এই নির্দেশ জানিয়ে দেবে ক্রিকেটারদের। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে ক্রিকেটারদের সঙ্গে স্ত্রীকে রাখার অনুমতি দিয়েছে বোর্ড।

ইংল্যান্ড সফরে বিরাট কোহলিকেও গার্লফ্রেন্ড অনুষ্কা শর্মাকে সঙ্গে রাখার বিশেষ ছাড়পত্রও অতীতে দিয়েছিল বিসিসিআই। কিন্তু বিশ্বকাপের মতো আসরের কথা মাথায় রেখে সেই জায়গা থেকে সরে আসতে চলেছেন বোর্ড কর্তারা। এমনই ইঙ্গিত দিয়েছেন বিসিসিআই–এর এক শীর্ষ কর্তা। সব ঠিকঠাক চললে বিশ্বকাপের মহেন্দ্র সিং ধোনি, শিখর ধাওয়ানরা তাদের সঙ্গে স্ত্রীদের আর রাখতে পারবেন না। চোদ্দই ফেব্রুয়ারি থেকে অস্ট্রেলিয়া–নিউজিল্যান্ডের মাটিতে শুরু হচ্ছে বিশ্বকাপ।

এদিকে ভারতীয় ক্রিকেটারদের স্ত্রী এবং বন্ধুদের এভাবে সঙ্গ নিতে না দেওয়ার জন্য বোর্ডের এই ফরমান স্বাভাবিকভাবেই মনে করাচ্ছে রক্ষণশীল জমানাকে। বিশেষ করে ভারতীয় টেস্ট দলের অধিনায়ক বিরাট কোহলির বান্ধবী অনুষ্কা তো বন্ধুর খেলা থাকলেই মাঠে চলে আসেন। সে বিশ্বের যে প্রান্তেই সংগঠিত হোক না কেন। ধোনির স্ত্রী সাক্ষীও কম যান না। মাঠে আসার দৃশ্যে এরা রীতিমতো পটিয়সী ক্যারেকটর। সেই ছবি যদি আগামী দিনে দেখতে পাওয়া না যায় তা হলে বড় সমস্যা। মানে দৃশ্যাভিলাষীদের কাছে এ তো বিদ্যুতের শক খাওয়ার মতো ব্যাপার। ভারতীয় ক্রিকেটারদের সঙ্গে তাদের স্ত্রী এবং বান্ধবীদের উপস্থিতি আগেও চোখে পড়েছে। এই যেমন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক শচীন তেন্ডুলকর বা সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্ত্রী অঞ্জলি এবং ডোনাও মাঠে আসতেন স্বামীদের খেলা থাকলেই। তার আগে তাকালে পতৌদির নবাব বা গাভাসকারদের স্ত্রীরাও মাঠে আসতেন। সেই ধারা এখনও অব্যাহত আছে। আগের সঙ্গে একটা দিক থেকেই তফাৎ। তা হল সেইসময় ভারতীয় সমাজের প্রেক্ষিতে ক্রিকেটারদের স্ত্রীরাই মাঠে থাকতেন। যত যুগ এগিয়েছে সেই জায়গায় আসর জমিয়েছেন ক্রিকেটারদের বান্ধবীরাও। মানে এও ক্রিকেটের দুনিয়ায় এক বিবর্তন। এভাবে খেলার দুনিয়ায় ফরমান এনে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড এক নয়া অধ্যায়ের শুরু করল বলে মনে করা হচ্ছে। যাকে এই যুগের পরিস্থিতিতে একটু অন্যভাবে দেখা যাচ্ছে। আধুনিকরা মনে করছেন এতে এক ধরণের বাড়াবাড়ি আছে। আবার অন্য রক্ষণশীল দলের মানুষ মনে করছে ক্রিকেটারদের সবক শেখাতে এই পদক্ষেপ আগেই দরকার ছিল। সব মিলিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটে বেশ আলোড়ন তুলেছে এই সিদ্ধান্ত। ভারতীয় দলের সদস্যরা খুব সঙ্গত কারণেই কোনো মন্তব্য করতে চাননি। যতই তাদের গোসা হোক না কেন।

এখন দেখার এই সিদ্ধান্ত কীভাবে বিশ্বকাপে ভারতের ওপর প্রভাব ফেলে। ভালো হলে কৃতিত্ব নেবেন বোর্ডের হর্তাকর্তারা। একইভাবে খারাপ পারফরমেন্স হলে সবাই এই তুঘলকি সিদ্ধান্তের দিকে আঙুল তুলতে পারে।

এর পাশাপাশি আসন্ন বিশ্বকাপ ক্রিকেটে নতুন জার্সি পরে নামবে ভারত। শুক্রবার থেকে শুরু হতে চলা ত্রিদেশীয় সিরিজের আগে ভারতীয় দলের নতুন জার্সির উদ্বোধন হল। বৃহস্পতিবারই উন্মোচন হল নাইকির ভারতীয় দলের নতুন জার্সি। এই জার্সি পরেই ত্রিদেশীয় সিরিজে খেলতে নামবেন ধোনিরা। ধোনিদের নতুন এই জার্সি তৈরি হয়েছে প্লাস্টিকের বোতল 'রিসাইকেল' (পূর্ণব্যবহারযোগ্য) করে। এক একটা জার্সিতে গড়ে ৩৩টা বোতল ব্যবহার করা হয়েছে বলে নাইকি–র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

এইরকম প্লাস্টিকের বোতল 'রিসাইকেল' করা জার্সি পরে বিশ্বকাপ ফুটবলে খেলেছে ব্রাজিল, নেদারল্যান্ডস, ফ্রান্স, পর্তুগাল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশেরা। কিন্তু ক্রিকেটে এমনও ধরনের জার্সির কথা আগে সেভাবে শোনা যায়নি।

অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি জানিয়েছেন, নাইকি–র এই জার্সি অনেক বেশি হালকা, আরামদায়ক। রবিবার ত্রিদেশীয় সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ওয়ানডে ম্যাচে ভারতীয় ক্রিকেটারদের নতুন এই জার্সিতে দেখা যাবে। বিগত বেশ কয়েকটি বিশ্বকাপের আগেই নতুন জার্সি পরে নামতে দেখা গিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেটারদের। এই নতুন জার্সি পরে বিশ্বকাপ ঘরে তুলতে চাইবে টিম ইন্ডিয়া। যার দিকে সাগ্রহে তাকিয়ে থাকবে কোটি কোটি সমর্থক। কামনা থাকবে যেন ট্রফি ঘরে ওঠে এই জার্সি পড়ে।

রাজ্য মিটে হার্ডলসে প্রথম হলেও অভাবের হার্ডলসে আটকে আব্দুল

শুভজিৎ দাস

গত ডিসেম্বরে কোচবিহারে অনুষ্ঠিত রাজ্য স্কুল ক্রীড়ায় অংশগ্রহণের জন্য আব্দুল রহমান সাঁপুইকে স্কুলের শিক্ষকদের থেকে চাঁদা তুলে গাড়ি ভাড়ার টাকা জোগাড় করতে হয়েছিল। কিন্তু সেই প্রতিযোগিতায় প্রথম হওয়ার পর এবার জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার জন্য রাঁচি যেতে হবে তাকে। আর তাতেই রাতের ঘুম ছুটেছে আব্দুল রহমান ও তার পরিবারের। ডায়মন্ড হারবার থেকে ১৫ কিমি দূরত্বে নেতড়া গ্রাম। গ্রামে খয়রুল সাঁপুইয়ের বাস। পেশায় মুঠিয়া। নেতাড় থেকে কয়েকটি স্টেশন পেরোলেই সংগ্রামপুর স্টেশন। সেখানে মুঠিয়ার কাজ করে পরিবারের অন্ন জোগান দেন তিনি। খয়রুলের পাঁচ ছেলের মধ্যে তৃতীয় আব্দুল রহমান। ছোটবেলা থেকে ডানপিটে। খেলাধুলায় চৌখস। গ্রামের স্কুলে প্রাথমিকের পাঠ চুকিয়ে সে ভর্তি হয় ডায়মন্ড হারবার রায়নগর ক্ষেত্রনাথ সুনীলবরণ পুর বিদ্যালয়ে। স্কুলের ও খেলাধুলা চালানোর জন্য স্কুল করার পাশাপাশি রাজমিস্ত্রির জোগাড়ে ও রঙ মিস্ত্রি হিসেবে কাজ করে সে। বাড়ি থেকে খেলার জন্য কিছুই সাহায্য করতে পারে না। এমনকি সব দিন পেট ভরে খেতেও পায়না সে। সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে মহকুমা ক্রীড়া সংঘের মাঠে প্রতিদিন প্র্যাকটিস করে সে। এরপর সোজা স্কুলে চলে যায়।

শিক্ষকদের আশ্বাসে স্কুলের মিড–ডে মিল খেয়ে নিয়ে ক্লাস করে। এবারের রাজ্য স্কুল ক্রীড়ায় অনুর্দ্ধ ১৯ বিভাগে ১১০ মিটার হার্ডলসে প্রথম হয়। লংজাম্পে অংশগ্রহণ করলেও কোন স্থান পায়নি। এবার জানুয়ারি মাসে জাতীয় স্কুল ক্রীড়ায় রাঁচিতে রাজ্যের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবে সে। কিন্তু অভাবই বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাটির দেওয়াল টালির ছাউনি দেওয়া বাড়িতে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় আব্দুলের পাওয়া পদক, মানপত্র অনাদরে পড়ে আছে। ছেলের সাফল্য উপভোগ করতে পারেন না অভাবী বাবা–মা। তাঁদের কাছে বাড়তি বোঝা মনে হয়। কিন্তু আব্দুল নাছোড়বান্দা। নিজের কথা বলতে গিয়ে কিছুটা আড়ষ্ঠতার সঙ্গে জানায়, খেলাই আমার ধ্যান জ্ঞান। খেলার জন্য শ্রমিকের কাজ করি। প্র্যাকটিসের পর বাড়িতে না গিয়ে স্কুলের মিড ডে মিল খেয়ে ক্লাস করি। রাজ্যে যখন ফার্স্ট হয়েছি, তখন ন্যাশনালেও পজিশন পাব। কিন্তু নেই জুতো, পোষাক ও খাওয়ার টাকা। সরকারি কোন সাহায্য পাচ্ছিনা। আমি সাহায্য চাই। স্কুলের ক্রীড়া শিক্ষক চন্দন রায়ও আব্দুল জন্য সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন।

সোনারপুরে 'ফুটবল টুর্নামেন্ট

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার

সম্প্রতি সোনারপুর এলাকার খুবই নামজাদা ক্লাব জগন্নাথপুর আমরা সবাই নামে এক কথায় পরিচিতি আছে এলাকার মানুষের ঘরে ঘরে কারণ ২৫ বছরে পা দিলো। বিগত ২৫ বছর ধরে এই ক্লাব ফুটবল প্রতিযোগিতায় বিখ্যাত। সমস্ত ক্লাবগুলিকে নিয়ে এই টুর্নামেন্ট করে। এই টুর্নামেন্টে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান ক্লাবের আশির দশক ও নব্বই দশকের নক্ষত্ররা পা রেখেছিলেন সোনারপুরের মাঠে। এবং বর্তমান প্রখ্যাত ফুটবল খেলোয়াররা এই টুর্নামেন্টে উদ্বোধন করতে আসেন। সেই কারণে জগন্নাথপুর আমরা সবাই ক্লাবকে ফুটবল খ্যাতনামা হিসাবে পরিচিতি। ১৮ই জানুয়ারি রবিবার বিকাল ৪টায় এই টুর্নামেন্ট শুরু হয়ে গেলো। উদ্বোধনের দিন সোনারপুরের বিধায়ক জীবন মুখোপাধ্যায় থেকে কাউন্সিলর ও খেলোয়ার মেহেতাব হোসেন থেকে শুরু করে প্রাক্তন খেলোয়াররা পায়রা উড়িয়ে শান্তি কামনা করেন। তার আগে থেকে প্রায় ৭ হাজার দর্শককে গানে মাতিয়ে তুলেছিলেন এক মহিলা শিল্পী। এরপর হরেক রকমের বাজি ফাটানো হয় মাঠের মধ্যে। এই রজত জয়ন্তী বর্ষে কয়েকটি স্মৃতি কাপের নাম দেওয়া হয়েছিলো। যেমন ইন্দ্রনাথ ঘোষ স্মৃতি কাপ উইনার্স ১ লক্ষ টাকা, সরযূ ঘোষ স্মৃতি কাপ রানার্স ৮০ হাজার, সীতারাম স্মৃতি কাপ ২০ হাজার টাকা এছাড়া আরও কিছু স্মৃতি কাপের আয়োজন করা হয়েছিল। এই টুর্নামেন্ট চলবে আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। সম্পাদক পিন্টু ঘোষ বলেন বিগত ২৫ বছর ধরে এই জগন্নাথপুরে আমরা সবাই ক্লাবের ফুটবল টুর্নামেন্ট চালিয়ে আসছি কোনও কিছু তহবিলের টাকা না পেয়ে। শুধু এলাকার মানুষের সাহায্যে। এছাড়া কালী পুজো, গরিব ছাত্র ছাত্রীদের খাতা বই কিনে দিই, দুঃস্থদের জন্য কম্বল বিতরণ করি সুতরাং ক্লাবের শুধু ফুটবল খেলা নয় এর বাইরে আমরা সমাজের বিভিন্ন সেবামূলক কাজ করে থাকি।

মনের খেয়াল

জেনে রেখো

দেশনায়ক লালা লাজপৎ রায়, জন্ম : ২৮ জানুয়ারি, ১৮৬৫

'পাঞ্জাবকেশরী' নামে অভিহিত লালা লাজপৎ রাজনৈতিক কার্যকলাপ ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগে মান্দালয়ে নির্বাসিত হন চরমপন্থী ত্রয়ী লাল–বাল–পালের অন্যতম লালা লাজপৎ রাজনৈতিক প্রচারের জন্যে পশ্চিমের বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেন।

মহাত্মা মোহনদাস করমচাঁদ গাঁধি, মৃত্যু : ৩০ জানুয়ারি, ১৯৪৮

স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরোগামী ও জাতির জনক। ব্যারিস্টারি পাশ করে দক্ষিণ আফ্রিকায় যুগপৎ আইন ব্যবসা ও রাজনৈতিক কার্যকলাপে যুক্ত হন।

বিপ্লবী নায়ক মানবেন্দ্রনাথ রায়, মৃত্যু : ২৫ জানুয়ারি, ১৯৫৪

বিশ্ববিপ্লবী ও দার্শনিক। নবমানবতাবাদ দর্শনের পক্ষে। বাঘা যতীনের সহকর্মী ছিলেন। অস্ত্র আমদানি করে গণ–অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে মেক্সিকোয় চলে যান।

শহিদ তারকেশ্বর দস্তিদার, মৃত্যু : জানুয়ারি, ১৯৩৪

বীর শহিদ। চট্টগ্রাম অস্ত্রগার লুণ্ঠনের অন্যতম সৈনিক এবং মাস্টারদার সঙ্গীরূপে বহু খণ্ডযুদ্ধে বিজয়ী বীর তারকেশ্বর মাস্টারদার সঙ্গে ধৃত হয়ে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। চট্টগ্রাম জেলে তাঁর ফাঁসি হয়।

শহিদ নির্মলজীবন ঘোষ, জন্ম: জানুয়ারি ১৯১৬

মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বার্জকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে তিনি অভিযুক্ত হন। বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়।

বিপ্লবী নায়ক রাসবিহারী বসু, মৃত্যু : জানুয়ারি ১৯৪৫

বিপ্লবী দেশসেবক। পাঞ্জাবে বিপ্লব কর্ম ও লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপ করার জন্যে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন।

শহিদ সত্যেন্দ্রনাথ বসু, জন্ম : জানুয়ারি, ১৮৮২

সুবিখ্যাত বিপ্লবী, অগ্নিমন্ত্রের সাধক ও শহিদ। ক্ষুদিরাম, কানাইলাল প্রমুখ তাঁরই অনুগামী ছিলেন। কিংসফোর্ড হত্যা মামলায় ধৃত ও নরেন গোঁসাই হত্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকায় তাঁর ফাঁসি হয়।

দেশনায়ক অশ্বিনীকুমার দত্ত, জন্ম : ২৫ জানুয়ারি, ১৮৫৬

বরিশালের মুকুটহীন জননেতা। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পুরোধারূপে ১৯০৭–এ দ্বীপান্তরিত হন। অশ্বিনীকুমার রচিত 'ভারতগীতি', 'ভক্তিযোগ', 'প্রেম' হাজার হাজার যুবককে দেশপ্রেমে দীক্ষা দান করে।

বিপ্লবী আনন্দ মজুমদার, মৃত্যু : ৩০ জানুয়ারি, ১৯৩৯

ময়মনসিংহের বিশিষ্ট নেতা। বঙ্গ–ভঙ্গ–রোধ আন্দোলনের সময় তরুণ বয়সে তিনি দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করেন।

রসময় শুর, মৃত্যু : ২৪ জানুয়ারি, ১৯৮৪

হেমচন্দ্র ঘোষ স্থাপিত 'মুক্তি সংঘের' সংস্পর্শে আসেন যা পরে বি ভি বা বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স নামে খ্যাত হয়। ঢাকায় বিনয় বসু কর্তৃক লোম্যান ও হড্‌সনের উপর আক্রমণের পর তিনি পলাতক জীবন শুরু করেন।

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

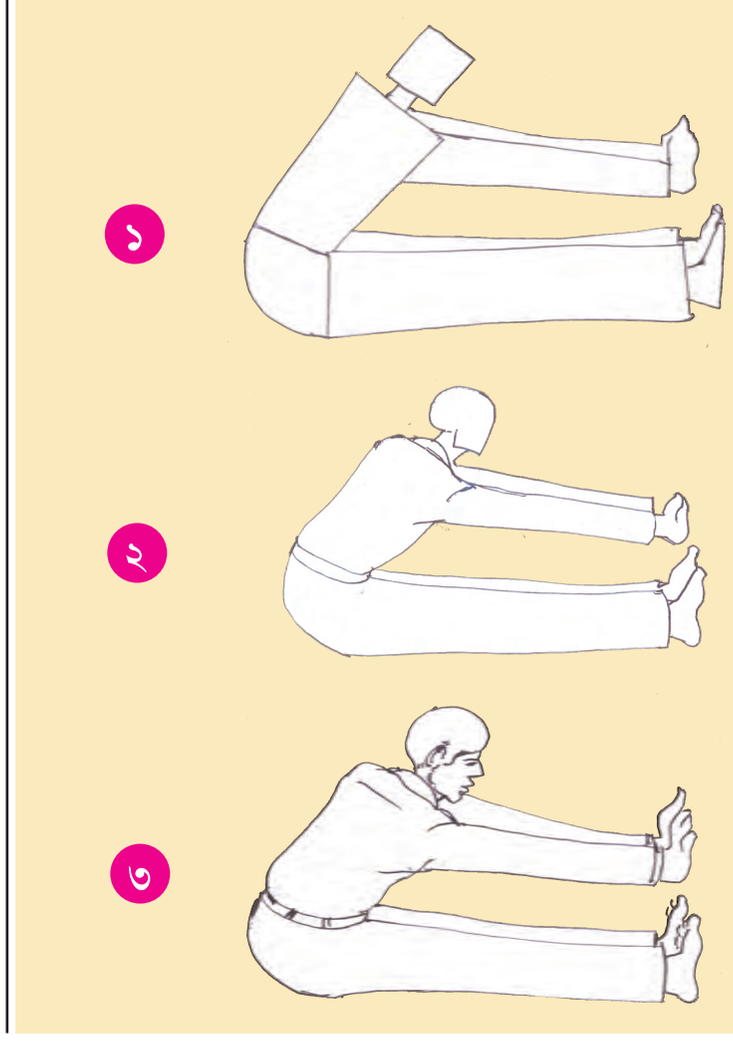

ম্যাজিক মোমেন্ট

ম্যাজিকের অঙ্ক

জাদুকর দেব (দিব্য গুহ)

একজন বন্ধুকে ১টা কাগজ আর কলম দাও। এরপর তার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে ১ থেকে ৯এর মধ্যে ১টা রাশি লিখতে বল। বন্ধু সেটি লেখার পরে রাশিটিকে ২ দিয়ে গুণ করতে বল। তারপর গুণ ফলের সাথে তোমার বলা একটা রাশি, মনে করা যাক ৬ যোগ করতে বল। এরপর যোগফলটিকে ২ দিয়ে ভাগ করতে বল।

ভাগফল থেকে বন্ধুকে বল সে প্রথমে যে রাশিটি লিখেছিল, সেটি বিয়োগ করতে আর বিয়োগ ফলটি মনে রাখতে। এই সাথে আরও বল অঙ্ক কষা কাগজটা ছিঁড়ে ফেলতে। এরপর তুমি সামনে ফিরলে, বন্ধুর চোখের দিকে তাকিয়ে বলে দিলে সে যে রাশিটি মনে রেখেছে সেটি হল ৩। বলা বাহুল্য বন্ধু অবাক হয়ে যাবে খুবই, কারণ তুমি তার মনে রাখা রাশিটি ঠিক বলে দিয়েছো।

কৌশল : তুমি যে রাশিটি দর্শককে যোগ করতে বলবে তার অর্ধেক হবে দর্শকের কষা অঙ্কের চূড়ান্ত ফল (উপরের উদাহরণ দর্শককে তুমি ৬ যোগ করতে বলেছিল, তাই তার অঙ্কটির চূড়ান্ত ফল হয়েছিল ৩। অতএব দর্শককে তুমি সব সময় জোড় রাশি (২,৪,৬,৮) যোগ করতে বলবে। তা না হলে সে অঙ্কটা ভুল করে ফেলতে পারে।

উদাহরণ :
(দর্শকের রাশিটি) ৮
২ দিয়ে গুণ) × ২ = ১৬
জাদুকরের বলা
যোগ রাশি) +৪
২০
(২ দিয়ে ভাগ) ২) ২০ (১০
ভাগফল থাকে ১০
দর্শকের রাশির বিয়োগ –৮ = ২
জাদুকর এক্ষেত্রে '২' বলে দেবেন।

ধাঁ ধাঁ

কষিত কনককান্তি কমনীয় মাছ
গালভরা গোঁফদাড়ি তপস্বীর সাজ

–মেঘনা সরকার

চটপট উত্তর পাঠাও ৩০.০১.২০১৫–র মধ্যে। এসএমএস–এর মাধ্যমে ৯০৩৮৬৪০০৩০ এই নম্বরে। প্রথম উত্তরদাতা পাবে আকর্ষণীয় পুরস্কার।

তোমাদের যদি কোনও মজার গল্প জানা থাকে তবে এখনই তা পাঠিয়ে দাও মনের খেয়ালে। নাম ঠিকানা লিখতে ভুলোনা কিন্তু।

Owner: Nikhil Banga Kalyan Samiti. Printer & Publisher Sudhir Nandi. Published from 57/1A, Chetla Road,Kolkata- 27 and printed from Nikhil Banga Prakasani, Bibek Niketan, Samali, Bisnupur, South 24 Parganas. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri. Fax No. 033-2479-8591, Email: alipur_barta@yahoo.co.in, alipurbarta1966@gmail.com

সত্বাধিকারী ঃ নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি। প্রকাশক ও মুদ্রকঃ সুধীর নন্দী। নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, সামালি, বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭ব১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন – ২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক ঃ ড. জয়ন্ত চৌধুরী। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ ৫৭ব১এ, চেতলা রোড, কলকাতা – ৭০০ ০২৭, ফ্যাক্স নং ঃ ০৩৩–২৪৭৯–৮৫৯১, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in, সহ সম্পাদক ঃ কুণাল মালিক।